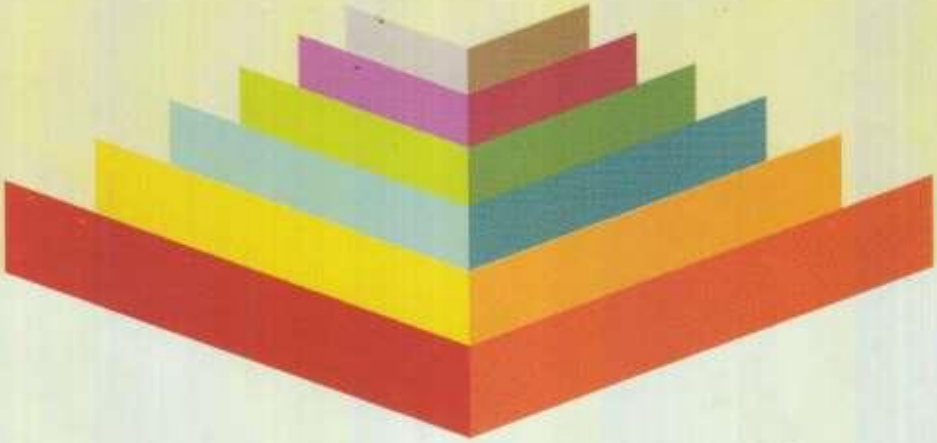

শিক্ষা

লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহুদূর

নুরুল ইসলাম নাহিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সাধন করে নতুন 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা, আধুনিকীকরণ, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের কর্মময় জীবনের হাতছানি ও জনগণের প্রত্যাশা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের দিঙ্‌নির্দেশনা বিশ্বমানের শিক্ষা-জ্ঞান-প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দায়বদ্ধতা এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনে কঠিন ও জটিল কর্মযজ্ঞ শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। সেই পরিবর্তনের গুণগত ও পরিমাণগত বিপুল উন্নয়নের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে।

লেখক এ গ্রন্থে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি পরিচালনায় নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও বিগত ৬ বছর ধরে নির্ধারিত সময়ে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভিতরে বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া; ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা, পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ সর্বক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ইতিবাচক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, তথ্য-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উত্থান ও প্রচলন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণসহ নানা বিষয়ের উপর তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

গ্রন্থটি দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্য, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকর্মকতা-কর্মচারী, শিক্ষা-গবেষক, সমাজচিন্তাবিদ, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও চিন্তার খোরাক জোগাতে সমর্থ হবে।

গ্রন্থটি লেখকের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে অভিজ্ঞতার ফসল।

www.pathagar.com

শিক্ষা

লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহুদূর

www.pathagar.com

শিক্ষা

লর্ড মেকলে থেকে মাল বাহাদুর

[redacted]

চারুলিপি

www.pathagar.com

স্বত্ব
লেখক

দশম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/মে ২০১৫
নবম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/মে ২০১৫
অষ্টম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২/এপ্রিল ২০১৫
সপ্তম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২২/এপ্রিল ২০১৫
ষষ্ঠ মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২১/মার্চ ২০১৫
পঞ্চম মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২১/মার্চ ২০১৫
চতুর্থ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২১/ফেব্রুয়ারি ২০১৫
তৃতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২১/ফেব্রুয়ারি ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২১/ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২১/ফেব্রুয়ারি ২০১৫

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হুমায়ূন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত
এবং ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

দাম : ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 598 150 7

EDUCATION A long way to go for achieving the goal by Nurul Islam Nahid
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon 38/4, Banglabazar, Dhaka 1100
First Print : February 2015. Revised Edition : May 2015
Price : 450.00 only. $ 20.00
E-mail : charulipi_prokashon@yahoo.com
Phone : +88 02 955 07 07 Cell : 01715 98 38 99

U.K. Distributor : **Sangeeta Limited**, 22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor : **Muktadhara, 37-69**, 2nd floor, 74 St. Jackson Heights N.Y. 11372
Canada Distributor : **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave, Toronto
Anyamela, 300 Danforth Ave (1st floor, Suite 202), Toronto

অনলাইনে বই কিনতে : http://rokomari.com/charulipi ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭,
পড়ুয়া www.porua.com.bd :: bkash এ বই কিনতে পেমেন্ট করুন : ০১৭১৫৯৮৩৮৯৯

www.pathagar.com

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বিগত ছয় বছর
যাঁরা কাজ করেছেন ও অবদান রেখেছেন
তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লক্ষ্য ও সংগ্রাম
রাজনীতির সুস্থধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম
শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
বাঙালি রুখে দাঁড়াও
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর
পার্টির সাংগঠনিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি
বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও গণতন্ত্রের পথপরিক্রমা

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমি প্রকাশক হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত এই জন্য যে, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও লেখক শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ রচিত 'শিক্ষা : লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহুদূর' বইটি প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। বইটি প্রথম সংস্করণের পূর্বে বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ কিছু পরামর্শ ও বইটি পড়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশে যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫

হুমায়ুন কবীর
প্রকাশক

www.pathagar.com

নিবেদন

একথা আগেও বলেছি—আমি লেখক নই, সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী। ছাত্র আন্দোলন থেকেই বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি, লিফলেট বা ছোট কোনো বিষয়ে লিখে জানানোর কাজটা তখন সম্পন্ন করতে হতো। সেই অভ্যাসে এখনও লেখালেখি করছি। গ্রন্থভুক্ত অনেক লেখা সংবাদপত্রে বা কোনো ধরনের সংকলনে প্রকাশ হয়েছে এবং দেশবাসীকে জানানোর প্রয়োজনে আমি তা চেয়েছি।

লেখাগুলো সংগ্রহ করে অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আমার প্রতি সদয় হয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কয়েকজন প্রকাশকও আগ্রহী হয়ে বই আকারে সংকলিত কিছু নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এরকম বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি। রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক আরও দু'টি বই ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে ছোট আকারের কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশ হয়েছে।

চারুলিপি প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী হুমায়ূন কবীর এবার বিভিন্ন সময়ের লেখাগুলো সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশ করছেন। একাজে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁকে সহযোগিতা করেছে। আমার লেখার মান বিবেচনা করে প্রথমে আপত্তি করেছি, পরে রাজি হয়েছি। লেখাগুলো কেমন হয়েছে, এগুলো বই আকারে প্রকাশে কোনো ফল হবে কি না তাও জানি না। তবে উদ্যোক্তারা বলেছেন এবারের সবগুলো লেখা (কিছু বক্তৃতা) মন্ত্রী হিসেবে লিখেছি। তাই এর একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। তবে আমি মন্ত্রী হিসেবে নয়, শিক্ষা পরিবারের একজন কর্মী হিসেবে এগুলো লিখেছি।

এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা কোনো সাময়িকীতে অথবা পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। বই আকারে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বইয়ের রূপ দেওয়ার জন্য কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে হয়েছে। তবে মূল বক্তব্য ঠিক রাখার চেষ্টা করেছি।

যদি লেখাগুলো পাঠকের কোনো কাজে সহায়ক হয়, তা হলে আমি ধন্য ও সম্মানিত হবো।

www.pathagar.com

লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে এবং তথ্যও পাওয়া যাবে। এর ফলে আমাদের ভুলগুলো পাঠকের কাছে ধরা পড়বে এবং তাদের কোনো পরামর্শ থাকলেও আমরা জানতে পারবো। আপনাদের পরামর্শ আমাকে জানালে ভুল শুধরে নেবো এবং কাজে লাগাবো।

আলাদাভাবে নিবন্ধগুলো লেখা হলেও সবগুলোর উদ্দেশ্য শিক্ষার সমস্যা এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি অনেক। এতে পাঠকের বিরক্তি সৃষ্টি হবে—এটা আমি নিশ্চিত। তবে আমি আশাবাদী, সকল স্তরের জনগণ আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। এখানেও তাঁদের সহানুভূতি আমাদের ভরসা।

প্রকাশক হুমায়ূন কবীর, প্রচ্ছদশিল্পী সব্যসাচী হাজরা, সরকার আবদুল মান্নান বইটি প্রকাশের পূর্বে বানানগত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আমার সহকর্মী সুবোধ চন্দ্র ঢালী, মোঃ জাকির হোসেন, মোঃ বেলাল হোসেনসহ যাঁরা সহায়তা করেছেন, আমার শুভানুধ্যায়ী যাঁরা ছবি দিয়েছেন অনুজপ্রতিম ইয়াসিন কবির জয়, সাইফুল ইসলাম কল্লোল, মো: আব্দুল কাদের ভূঞা; তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নিকেতন
৫ হেয়ার রোড, ঢাকা
১লা জানুয়ারি, ২০১৫

নুরুল ইসলাম নাহিদ

www.pathagar.com

সূচি

শিক্ষা : লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহুদূর ১৩
শিক্ষাখাতে আমাদের অর্জন ২১
শিক্ষার সর্বোচ্চ মান অর্জনই আমাদের লক্ষ্য ৩০
মেধাবী প্রজন্মের সাফল্য কামনা করছি ৩৫
শিক্ষা দিবসের ৪৭তম বার্ষিকী : অর্জনের সম্ভাবনা ৩৭
শিক্ষাখাতে ঐতিহাসিক সংস্কার ও যুগান্তকারী পরিবর্তন ৪৩
বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ, দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত এবং 'বিশ্বে শিক্ষার সর্ববৃহৎ কর্মসূচি' ৮৬
বিগত ৬ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন ও কার্যক্রম ৮৯
নতুন প্রজন্মের শিক্ষার সাফল্যে মায়েদের ভালোবাসা ও মনোযোগ ৯২
সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৩ ৯৬
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম ১০০
ক্যাম্পাস জীবন এক ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া ১০৬
সুনীল অর্থনীতি : সম্ভাবনা ১১২
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ১১৫
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন ১২০
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ত্রয়োদশ সমাবর্তন ২০১৪ ১৩১
সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৪ ১৩৮
প্রশ্নপত্র ফাঁস : অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্যের সাথে কিছু কথা ১৪৭
শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সিলেট বিভাগের জন্য কতিপয় উদ্যোগ ১৫২
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ ১৫৬

Bangladesh: A long way to go for achieving the goal of education 163
Thirty-sixth Session of UNESCO General Conference 170
UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development – Learning Today for a Sustainable future 174
A Struggle for Going Forward and TIB's Report 179
9th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2014) 185
Second SAARC Education Minister Meeting, New Delhi 188

আলোকচিত্র
World Education Congress-এর চিঠি
পরিশিষ্ট : নুরুল ইসলাম নাহিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৯৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষা : লক্ষ্য অর্জনে যেতে হবে বহুদূর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহিদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতিমুক্ত এক উন্নত সমৃদ্ধ সুখী মর্যাদাশীল বাংলাদেশ। তাঁর স্বপ্ন ও স্বাধীনতার চেতনা আজও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয় নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দারিদ্র্যের অবসান করে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বা মধ্যম আয়ের একটি রাষ্ট্র এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য তিনি ঘোষণা করেছেন তা বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এই লক্ষ্য অর্জনে কোনো অপশক্তির বাধাই সফল হবে না। সফল হবেন জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের জনগণ। এ জন্য যেতে হবে বহুদূর।

শিক্ষা পরিবারের একজন সদস্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের একজন কর্মী হিসেবে এখানে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি।

২০০৮ সালে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট সরকার গঠন করে। নির্বাচনে দিন বদলের কর্মসূচি—ডিজিটাল বাংলাদেশ ও রূপকল্প ২০২১-এর পক্ষে জনগণের ব্যাপক রায় নিয়ে সরকার দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, পশ্চাৎপদতামুক্ত এক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। এর ফলে দেশে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে। অবকাঠামো নির্মাণে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যসেবায় মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। উন্নত বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত, তখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালে ৬৮৪ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ১১৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০ বিলিয়নে পৌঁছেছে। দারিদ্র্যসীমা অর্ধেকের বেশি ২৪%-এ নেমে এসেছে। সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের জীবনের মান উন্নত হয়েছে।

গ্রামীণ জীবনে নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, কর্মসংস্থান, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি সমগ্র দেশের মানুষের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার পথকে সুগম করেছে। এক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মকাণ্ড চলছে।

সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম ও সংস্কার বাংলাদেশ বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলছে। মূল লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে পৌঁছবার লক্ষ্যে বর্তমানে চলছে ব্যাপক কর্মকাণ্ড। দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে হলে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে হবে। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক নতুন দেশ—আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার এই সংগ্রাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনেরই ধারাবাহিকতা। সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে উন্নত সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মর্যাদাশীল এক বাংলাদেশ নির্মাণই মূল লক্ষ্য। এ এক কঠিন ও জটিল সংগ্রাম। সকল জনগণের সচেতনতা ও ঐক্য, সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক শক্তি ও দক্ষতা এবং নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, নীতি ও লক্ষ্যে দৃঢ়তা, সকল বাধা মোকাবিলার কৌশলে দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি সততা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে তাদের আস্থা, সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে চিন্তা-চেতনা এবং দেশ ও জাতির এ রকম একটি মৌলিক গুণগত পরিবর্তন করে এক নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে, আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে একটি অগ্রবাহিনী শক্তি গড়ে তুলতে হবে—যারা হবে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা এবং ভবিষ্যতে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে যোগ্য, দক্ষ, সৃজনশীল ও উদ্যোগী। কোন সেই শক্তি, যারা হবে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা? তারা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম—যারা স্কুলে, মাদ্রাসায়, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অথবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ

www.pathagar.com

থেকে বঞ্চিত। এক কথায় আমাদের নতুন প্রজন্মই হবে আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের অগ্রবাহিনী।

এখন আসল প্রশ্ন হচ্ছে—এই নতুন প্রজন্মকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে? এর উত্তর আমাদের সকলেরই জানা এবং সহজ। আমরা সবাই বলব 'শিক্ষিত' করতে হবে। কথাটা সঠিক; কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে—'প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায়' আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না। তাই আমরা চাই, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল, মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন। এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জন্য সর্বাধিক জরুরি কর্তব্য।

এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল মানুষের সকল পেশার অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, সাংবাদিক, আলেম-ওলামা, পির-মাশায়েখ এবং তৎকালীন প্রধান বিরোধী দলসহ সকল মহলের মতামত গ্রহণ করে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' তৈরি করে জাতীয় সংসদে আলোচনা ও অনুমোদন নিয়ে ২০১০ সাল থেকেই বাস্তবায়ন করে চলেছে। এটা কোনো দলীয় নয়, 'জাতীয় শিক্ষানীতি'। তাই সকল মহল ও জনগণকে ধন্যবাদ—কেউই এর বিরোধিতা করেন নি, সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য, তেমনি অনেক বিষয় ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে এবং অনেক বিষয় বাস্তবায়নাধীন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

যে কথা বলতে চেয়েছিলাম—আমাদের জাতির মূল লক্ষ্য দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে একটি উন্নত সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা যাবে না। তা হলে—আমরা কী শিক্ষা চাই? আমরা চাই, আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য বর্তমান যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা, বিশ্বমানের প্রযুক্তি, বিশ্বমানের জ্ঞান, বিশ্বমানের দক্ষতা। সেই সঙ্গে আমরা চাই, নতুন প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দায়বদ্ধতা, সততা ও নিষ্ঠা। নতুন প্রজন্ম হবে দেশেপ্রেমে উজ্জীবিত এক পরিপূর্ণ মানুষ। তারাই নির্মাণ করবে জাতির স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বা আধুনিক এক পরিপূর্ণ মর্যাদাশীল বাংলাদেশ। তারাই ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি—প্রাথমিক শিক্ষায় বিরাট পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নতুন ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। বর্তমান ৩৭,৬৭২টির সাথে এই নতুন সংখ্যা মিলে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩,৮৬৫টি। প্রায় ১ লক্ষ নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৭০%-এর বেশি প্রাথমিক স্কুলে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা বর্তমানে ৯৯%-এর বেশি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছি। যদিও ঝরে পড়া অনেক হ্রাস পেয়েছে, তারপরও শূন্যে নামিয়ে আনার বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে। স্কুলে নিয়ে আসা, ধরে রাখা এবং মানসম্মত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে সারা দেশে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা প্রথম শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে সকল শিক্ষার্থীকে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক দিবস উৎসব পালন করে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক হাতে তুলে দিচ্ছি। ২০১৫ সালেও ৩১ কোটি ১৬ লক্ষ বই দেওয়া হয়েছে একই দিনে সারা দেশে (নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী শক্তির সকল বাধা উপেক্ষা করে)। এত বিপুল সংখ্যক বই প্রদান করার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ পৃথিবীতে নেই।

আমরা সকল স্তরে ৪০% শিশুকে (দরিদ্র পরিবারের ৩০% মেয়ে ১০% ছেলে) উপবৃত্তি দিচ্ছি। প্রায় ৭৮ লক্ষ প্রাথমিক এবং ৪২ লক্ষ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে এই উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সমর্থন দানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট থেকে গত বছর ডিগ্রি পর্যায়ে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার দরিদ্র-মেধাবী ছাত্রীকেও উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এ বছর ছেলে-মেয়ে উভয়কেই দেওয়া হবে। পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা (পিএসসি/এবতেদায়ি এবং জেএসসি/জেডিসি) শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেছে এবং তাদের লেখাপড়ায় আরও মনোযোগী করেছে। তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য নির্ধারিত ২০১৫ সালের পূর্বেই আমরা ২০১২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছেলে-মেয়ের সংখ্যাসমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, যা আর কোনো উন্নয়নশীল দেশ করতে পারেনি।

পুরোনো পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করে যুগোপযোগী কারিকুলামে নতুন পাঠ্যপুস্তক ২০১২ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে 'সৃজনশীল' প্রশ্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান ও পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো শিখছে। এ পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষত বৃদ্ধি এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই মান অর্জনের লক্ষ্যে ৫ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চালু করা হয়েছে। ২০,৫০০ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 'মাল্টিমিডিয়া' ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। শীঘ্রই আরও ৩ হাজার প্রতিষ্ঠানে চালু হবে। এজন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে 'ডিজিটাল কনটেন্ট' তৈরি করার দক্ষতায় প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানকে ল্যাপটপ, মডেম, প্রজেক্টর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকরা কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার করে সহজে শেখাতে সক্ষম হচ্ছেন। 'শিক্ষক বাতায়ন' নামে একটি কেন্দ্রীয় ওয়েব পোর্টাল গঠন করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষক তাঁর তৈরিকৃত কন্টেন্ট আপলোড করতে পারছেন, সকল শিক্ষকের তৈরি কনটেন্ট সহজেই ডাউনলোড

www.pathagar.com

করতে পারছেন এবং সবচেয়ে ভালো কনটেন্টটি বাছাই করে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের শেখাতে সক্ষম হচ্ছেন।

ক্লাস শুরু, পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং ভর্তি নিয়মিত ও যথাসময়ে সম্পন্ন করার ফলে পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। পূর্বে এসএসসি পরীক্ষা হতো মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে। এইচএসসি তারও পরে। ফল প্রকাশ হতো সাড়ে ৩-৪ মাস পর। এভাবে প্রায় পুরো বছরটাই আমাদের অজ্ঞাতে হারিয়ে যেত। এখন প্রতি বছর ১লা ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা এবং ১লা এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা শেষে ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়। একবারও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রতিবারই ২/৩ দিন আগেই ফল প্রকাশ সম্ভব হয়। প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি স্কুলের ক্লাস এবং ১লা জুলাই কলেজের ক্লাস শুরু হয়। কোনো ব্যত্যয় হয়নি একবারও। শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রায় ৮ হাজার পশ্চাৎপদ স্কুলে ১১,২৫,৬২৫টি অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে (অতীতে এসকল বিষয়ে অর্ধেক শিক্ষার্থী ফেল করত) পশ্চাৎপদ এলাকায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে সৃজনশীল পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা এবং যত্ন নেওয়ায় পাসের হার ও শিক্ষামান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদেরকে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে আমাদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমরা দক্ষ জনবল বা মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছি। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছিল অবহেলিত। মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১% কারিগরি ক্ষেত্রে লেখাপড়া করত। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশ-বিদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও চাহিদার প্রেক্ষিতে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সালে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/সমমানের ১২,৩৩৬টি আসনের বিপরীতে ৯৮,৩৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করে। বাংলাদেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) কার্যক্রমে জেন্ডার-সমতা উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০% করা হয়েছে।

ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে আরও উন্নত করা হয়েছে। রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে নতুন ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে আরও ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ইতোমধ্যে সারা দেশে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষায় প্রাক্-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে

www.pathagar.com

কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গত সাড়ে ৫ বছরে বিভিন্ন মেয়াদ ও বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ১,৭৮,৭০৪ জন কর্মকর্তা, শিক্ষক, বেকার যুবক, বিধবা, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ডিপ্লোমা, এইচএসসি (বিএম), এসএসসি ভোকেশনাল ও বেসিক ট্রেড মিলিয়ে মোট ২,৮৬,২৬৫ জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে সরকারি ও বেসরকারি ৯৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১,৪৫,৪১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৪-২০১৫) আরও ২০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে একই হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ২০% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% শিক্ষার্থীকে এই ধারায় দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা আমাদের লক্ষ্য। ৪টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ নানা উদ্যোগের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাকে প্রসারিত ও মানসম্মত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে কারিগরি স্কুল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উচ্চশিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এ কয়েক বছরে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ লক্ষ থেকে ২৬ লক্ষে পৌঁছেছে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান অর্জন (হেকায়েপ) প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষার গুণগত মান ও গবেষণার ব্যাপক কার্যক্রম চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা, জ্ঞানচর্চা এবং নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান ও জ্ঞান সৃষ্টির ধারায় গড়ে তোলা এবং সেন্টার ফর এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে। বর্তমানে ৩৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরও প্রায় ৫টি প্রক্রিয়াধীন আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামো, পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস, পূর্ণকালীন শিক্ষক প্রভৃতি নিশ্চিত করে গুণগতভাবে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' বাস্তবায়িত হচ্ছে। অতীতে মাত্র ৫/৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলো শুধু মুনাফার লোভে কোনো ক্যাম্পাস ছাড়াই কার্যক্রম চালিয়েছে। আমরা তাদের শর্তপূরণে বাধ্য করেছি। এখন প্রায় ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১০/১২টি ছাড়া প্রায় সকলেই শর্ত পূরণ করেছে বা শর্ত পূরণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। বাকিগুলো মামলার কারণে আটকে আছে। শুধু মুনাফার লোভে ন্যূনতম মানহীন এ সকল প্রতিষ্ঠান আর চলতে দেয়া হচ্ছে না।

ইসলামি শিক্ষার উন্নয়ন এবং পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের সাথে মাদ্রাসার (সমপর্যায়ে) শিক্ষকের বেতন-ভাতা ও মর্যাদা সমান করা হয়েছে। ৩৫টি মডেল মাদ্রাসাতে

www.pathagar.com

উন্নত মানের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ৩১টি অগ্রগামী মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ১০০০টি মাদ্রাসা-ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আলেমদের ৯৩ বছরের দাবি পূরণ করে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ১৬০টি মাদ্রাসায় কারিগরি শিক্ষা ও ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। আলাদা মাদ্রাসা অধিদপ্তর গঠন করা হচ্ছে।

৫৫৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১১৩০টি মাদ্রাসা ও ১৫০০টি কলেজ এবং ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের (ভবন নির্মাণ) কার্যক্রম চলছে।

দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা। রাতারাতি তা শূন্যে নামিয়ে আনা অতি কঠিন কাজ। সমাজে এই ব্যাধি প্রবলভাবে বিদ্যমান। তারপরও শিক্ষা-মন্ত্রণালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করার দৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে আমরা প্রথম থেকে কাজ করছি। টিআইবি প্রথম বছরের পর তাদের রিপোর্টে বলেছে—শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি অর্ধেক কমে ২৯% থেকে ১৫%-এ নেমে এসেছে। এ বছর ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল দেশের শিক্ষায় দুর্নীতি পর্যালোচনা রিপোর্টে বলা হয়েছে—শিক্ষায় বিশ্বের সকল দেশের গড় দুর্নীতি ১৭%, বাংলাদেশে তা নেমে ১২%-এ এসেছে।

আমাদের সম্পদ খুবই সীমাবদ্ধ। শিক্ষায় বরাদ্দের পরিমাণ অনেক টাকা মনে হলেও প্রায় ৫ কোটির বেশি শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম চাহিদা পূরণেও আমরা অক্ষম। সরকারি বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। তবে মুনাফা লাভের জন্য বা ব্যবসা করার জন্য নয়। জনকল্যাণে দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষায় অর্থ-সাহায্য বা বিনিয়োগে মহৎ ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। শুধু সরকারি অর্থে কোনো দেশেই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

আজকের যুগে শিক্ষা মানে জ্ঞান ও দক্ষতা। যে জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে কাজে লাগে না বা প্রয়োগ করা যায় না তা অর্থহীন। তাই বাস্তব জীবন-সম্পৃক্ত শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্মের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। ইতোমধ্যে শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেশবাসী ও সারা বিশ্ব তার স্বীকৃতি দিচ্ছে ও প্রশংসা করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই প্রথম বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের অর্ধেক পরিবারের কোনো সদস্যই কোনো দিন স্কুলে যায়নি। বিগত ৫ বছরে দেশের ঐ অর্ধেক পরিবারসহ সকল পরিবারের সকল শিশু (ছেলে-মেয়ে) স্কুলে যাচ্ছে। এখন তাদের ধরে রেখে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে শিক্ষার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রজন্মের সবার জন্য এই প্রথম বাংলাদেশ শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করেছে।

www.pathagar.com

দেশের সকল মহল এবং আন্তর্জাতিক সকল ফোরামও একথা স্বীকার করে প্রশংসা করেছে, বাংলাদেশ সকল বিচারে সংখ্যাগত দিক থেকে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন আমাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে—শিক্ষার গুণগত মান অর্জন করা এবং সকল ক্ষেত্রে তা নিশ্চিত করা। এজন্য প্রয়োজন গুণগত, মানসম্মত ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। এক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রায় ১০ লক্ষ শিক্ষককে বিভিন্ন মেয়াদে বহু ধরনের পদ্ধতি ও বিষয়ের এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে চলছে এবং বাড়ছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিবারের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও পরিচালনার সাথে যুক্ত সবাইকে নিজ নিজ দক্ষতা অব্যাহতভাবে বাড়াতে হবে এবং তা কাজে প্রয়োগ করতে হবে।

নির্ধারিত সকল কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে। মন্ত্রীসহ সবাইকে যার যার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের সম্পদ সীমিত। বাজেটে প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ কম; কিন্তু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। তাই সীমিত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। এক টাকা দিয়ে ২ টাকার কাজ করতে হবে—এই মানসিকতা সকলের অর্জন করতে হবে। শিক্ষায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি, অপব্যবহার, অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ করার কঠিন সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

এই সাফল্যে সন্তুষ্টি লাভের কোনো অবকাশ নেই। সামনে আমাদের অনেক বড় কাজ করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি উন্নত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন করা। এজন্য সবচেয়ে বড় উপাদান ও নিয়ামক শক্তি হচ্ছে—মানসম্মত শিক্ষক। সীমিত সম্পদ দিয়ে মেধাবী, নিবেদিতপ্রাণদের শিক্ষকতা পেশায় সম্পৃক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও আমরা সেভাবে শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছি। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে গুণগত, মানসম্পন্ন শিক্ষকতা অপরিহার্য। শিক্ষকতায় অঙ্গীকার, গুণগত দক্ষতা ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকই গুণগত মান অর্জনের প্রধান শর্ত।

নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান, দক্ষতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সার্বিক প্রচেষ্টায় আমরা সকলের সহযোগিতা চাই।

দৈনিক সমকাল, তারিখ : ৩১শে মে, ২০১৪

www.pathagar.com

শিক্ষাখাতে আমাদের অর্জন

ষাটের দশকে আমাদের দেশের গৌরবময় ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্র-সংগঠনসমূহের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষানীতি প্রতিরোধ করা এবং একটি গণমুখি, অগ্রসরমাণ, বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক, আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করা। ১৯৬২ সালে তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৬৪ সালে তথাকথিত হামুদুর রহমান কমিশনের শিক্ষানীতি, ১৯৬৯ সালে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে শিক্ষানীতি—সবই তৎকালীন ছাত্র-আন্দোলনের মুখে বাতিল করতে তারা বাধ্য হয়েছিল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহিদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে আনলেও তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারের হত্যার পর তা আর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এর পর প্রায় তিন দশক ধরে ৫/৬টি শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হলেও কোনোটিই বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সমাজের সকল স্তর ও চিন্তার মানুষের মতামত গ্রহণ করে জাতির প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। শিক্ষানীতি হলো একটি দেশের শিক্ষাখাতের এগিয়ে চলার সুদূরপ্রসারী দিকদর্শন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। সরকার একটি **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির, অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য **'ভিশন-২০২১'** ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

এ লক্ষ্য অর্জনে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল অংশের মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে এর মূল শক্তি ও অগ্রবাহিনী হবে আমাদের নতুন প্রজন্ম। সরকার তাদেরকে আধুনিক যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জন যে খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করি। কিন্তু গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে এ কাজ যত কঠিনই হোক আমাদেরকে তা করতেই হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি সৌভাগ্যবান যে, বাষট্টির গৌরবময় ছাত্র-আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তখন শিক্ষানীতির আন্দোলনের মিছিলের প্রথম দিন থেকেই সামনের সারিতে ছিলাম। আজ অর্ধ-শতাব্দী পর সফল শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথেও একজন কর্মী হিসেবে আমি সরাসরি সম্পৃক্ত আছি।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে নানা যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধন করে চলেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি এক বা দুবছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করার বিষয় নয়, বা তা লক্ষ্যও নয়। মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অনেক বিষয় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অনেকগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে, অনেক বিষয়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে, অনেক বিষয় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি চলছে। একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সকল শিশুকে ২০১২ সালের মধ্যে স্কুলে ভর্তি এবং ২০১৮ সালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যেই ৯৯.৪৭% শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অন্যটির জন্য বহু কার্যক্রম ও প্রস্তুতি চলছে।

বিশ্বের যে সকল দেশে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে বাংলাদেশ তার অন্যতম। আমাদের এই দরিদ্র দেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখন (২০১২) প্রায় সাড়ে ৩ কোটি শিক্ষার্থী (এ বিশাল শিক্ষার্থীর সমান মোট জনসংখ্যা আছে এমন দেশই-বা দুনিয়ায় ক'টি আছে?)। আমাদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নিরক্ষর, বহু ধারার শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। সারা পৃথিবীতে শিক্ষায় সবচেয়ে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয় যে সকল দেশে বাংলাদেশ তার অন্যতম। পুরোনো পদ্ধতি, পুরোনো শিক্ষাক্রম, পুরোনো ধ্যান-ধারণার অধিকাংশ শিক্ষক, সুযোগ-সুবিধার অভাব, বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাবানদের চাপ এবং তাদের চাপের ফলে যথাস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগদানে বাধা; এমনকি আইন ও বিধিমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি করাও বড় বাধা, ইত্যাদি হাজার সমস্যা কাটিয়ে ওঠা এবং একদিকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অন্যদিকে দক্ষ জনবল, দক্ষ শিক্ষক, দক্ষ পরিচালক সংকট ইত্যাদি তো সচেতন মহলের একেবারেই অজানা নয়।

www.pathagar.com

এ সকল বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে সীমাবদ্ধ সম্পদের ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের এগোতে হচ্ছে। অতীতের অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার কাজ শুরু থেকেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাস্তবতা ও সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষানীতি প্রণয়ন থেকে আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের যে সকল কার্যক্রম হয়েছে, তা অতীতে কখনও হয়নি এবং তা কল্পনাও করা যায়নি। এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও বাধা রয়েছে। তা আমরা বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সংশোধন করে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আশা করি আপনারা সকলেই তা উপলব্ধি করবেন এবং সহযোগিতা ও উৎসাহিত করবেন।

নিচে বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষাখাতে অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো :

১. শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে সকল ধরনের মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া—জাতীয়ভাবে সকল মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সর্বজনীন সমর্থন লাভ করেছে।

২. শিক্ষানীতির মূল বিষয়গুলোর প্রচার, আলোচনা, সকল মহলের মতামত তুলে আনা এবং এর পক্ষে জনমত ও সমর্থন, সব মিলে এই শিক্ষানীতি প্রকৃত অর্থেই সর্বজনের গ্রহণযোগ্য জাতীয় শিক্ষানীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

৩. ২০১১ সালের মধ্যেই প্রাথমিক স্তরে ৯৯.৪৭%-এর অধিক শিশু স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ৪৮% থেকে কমে ২১%-এ নেমে এসেছে।

৪. আন্তর্জাতিকভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য থাকলেও বাংলাদেশ তার অনেক পূর্বেই ২০১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যার সমতা অর্জন করেছে এবং তা এখন স্থিতিশীল। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের সমতা অর্জন এখন সারা বিশ্বে বাংলাদেশ মডেল দেশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৫. সবাইকে স্কুলে আনা, ধরে রাখা, মূল পাঠ্য বই পড়া নিশ্চিত করা এবং সময়মত ১ জানুয়ারি স্কুল পর্যায়ে ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

৬. ২০১০ শিক্ষাবর্ষে ১৯ কোটি এবং ২০১১ শিক্ষাবর্ষে ২৩ কোটি ২২ লক্ষ এবং ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ২২ কোটি ১৪ লক্ষ পাঠ্যবই প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে ১লা জানুয়ারি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গত তিন বছরে এটি একটি অতুলনীয় সাফল্য। ২০১৩-এর ১লা জানুয়ারিতে নতুন

www.pathagar.com

কারিকুলাম অনুযায়ী লিখিত ২৬ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিশ্বের কোনো দেশে এমন উদাহরণ এখনও জানা নেই।

৭. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে সকল পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয় তা লেখা হয়েছে ১৭ বছর আগে। এই সময়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে প্রযুক্তির জগতে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। এর প্রভাব আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই যুগোপযোগী নতুন কারিকুলাম তৈরির কাজ শুরু করি। আমাদের ৫৫০ জন শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ নিয়ে আমরা নতুন কারিকুলাম প্রস্তুত করে সে অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করেছি। নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী লিখিত ১১১টি বই ছাপিয়ে আগামী বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এত অল্প সময়ে সকল বিষয়ে কারিকুলাম তৈরি করে পাঠ্যপুস্তক লিখে এতগুলো নতুন বই এক বছরে ছাপিয়ে শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেওয়ার উদাহরণ হয়তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৮. সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণি শেষে স্কুলে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখা, সারা দেশে সমমান অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে। এখন আর ভিন্নভাবে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। পরীক্ষার সংখ্যাও কমে গেছে।

৯. এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এগিয়ে এনে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রতিবছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু করা হয় ১লা এপ্রিল। এটি পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়।

১০. বিগত ২০০৯ সালের পর অনুষ্ঠিত ৪টি এসএসসি ও ৪টি এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় কমিয়ে এনে ৬০ দিনের মধ্যে এবং জেএসসি-জেডিসি ও সমাপনী পরীক্ষার ফল এক মাসের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যথাসময়ে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ নিশ্চিত হয়েছে।

১১. ১লা জানুয়ারি স্কুলে এবং ১লা জুলাই কলেজে ক্লাস চালু করা সম্ভব হয়েছে। অতীতে পরীক্ষা, ফল প্রকাশ, স্কুল-কলেজে ভর্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অনিশ্চয়তা ছিল তা কাটিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিবছর পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা শেষে ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ, নির্ধারিত তারিখে স্কুল ও কলেজে ক্লাস শুরু—এখন প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং তা স্থিতিশীল।

www.pathagar.com

১২. যে যাই বলুক, সার্বিকভাবে শিক্ষার মান সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সব থেকে বড় কথা, ক্রমান্বয়ে মান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে। শহর ও গ্রামের বৈষম্য কমে আসছে। শহর ও গ্রামে সমান তালেই শতভাগ পাস, জিপিএ-৫ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল তার প্রমাণ।

১২.১. ২০১২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছেলেমেয়ের সংখ্যাসমতা অর্জিত হয়েছে।

১৩. বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এতে পাঠদানের মান উন্নত হয়েছে।

১৪. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান ও সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয় যৌক্তিকভাবে বোঝা ও উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে একটি যুক্তিবাদী নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে।

১৫. শুধু TQI প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদের বেশিরভাগকে দ্বিতীয় দফা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০৩ জন শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও শ্রেণিশিক্ষককে বিদেশ থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে এবং তাঁরা আবার অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

১৬. SESDP প্রকল্প থেকে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে।

১৭. SEQAEP প্রকল্প থেকে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। ৮৫০০ স্কুল (তুলনামূলক পশ্চাৎপদ) বাছাই করে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত ক্লাসের সংখ্যা ১১ লক্ষ। এ কারণে ফলাফল ভালো হচ্ছে।

১৮. শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিকে প্রায় ৭৮ লক্ষ এবং মাধ্যমিকে প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে।

১৯. মেধা তালিকায় প্রায় ১% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়।

২০. প্রাথমিক স্তরে ৬০ হাজারের অধিক সংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৫ হাজার প্রধান শিক্ষকসহ আরও ১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

২১. মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুলে প্রায় ২ হাজার এবং স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নতুনভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২২. অবকাঠামো নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রাথমিকে ৪১,০০০ স্কুল-ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় ৮০০০ নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

২৩. টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।

২৪. নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ পাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যাচ্ছে, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সকল শর্তপূরণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শর্তপূরণ করে মান অর্জন করেছে। নতুন আরও ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়ে চালু হয়েছে।

২৫. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে HEQAEP-সহ দুটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট হেকায়েপ প্রকল্পের অধীনে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করা দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। এসব উপ-প্রকল্পের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও মানোন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে সমাধানের পথনির্দেশক প্রায়োগিক গবেষণা রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে গত বছর ৯৩টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। দেশের উচ্চশিক্ষা খাতের গবেষণায় এর আগে এত বেশি বরাদ্দ আর কখনো দেওয়া সম্ভব হয়নি।

২৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যাপক প্রচার, জনমত গড়ে তোলাসহ বহু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিটেকনিকে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২৭. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে ডাবল শিফট খোলা হয়েছে।

২৮. ICT শিক্ষা, কাজে প্রয়োগ ও ব্যবহারে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০,৫০০ স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করা হয়েছে। তৈরি করা হচ্ছে ডিজিটাল ক্লাস কন্টেন্ট। এর প্রয়োগে বদলে যাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিমূর্ত ও জটিল বিষয়গুলো সহজ ও মূর্ত হয়ে উঠবে।

২৯. প্রথম বছর মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফল প্রকাশ, পরে ইন্টারনেট, টেলিকনফারেন্স এবং এবছর পেপারলেস অনলাইনে এসএসসি/এইচএসসির ফল প্রকাশিত হয়েছে।

৩০. কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি হাতে-কলমে বাস্তব শিক্ষাদানের জন্য ১৭টি মাইক্রোবাসে মোবাইল ল্যাবরেটরি এক বছর ধরে দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

৩১. বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। একটি Mobile Science Laboratory শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখানো হচ্ছে।

৩২. বিটিভির মাধ্যমে সেরা শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের ক্লাস প্রচার করা হচ্ছে।

৩৩. Online-এর মাধ্যমে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে।

৩৪. শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, পরীক্ষার ফরম পূরণ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এখন অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে।

৩৫. মন্ত্রণালয়ের সকল সিদ্ধান্ত, পরিপত্র, সার্কুলার, প্রজ্ঞাপন, বদলি, প্রমোশন, ছুটি প্রভৃতি বিষয় অনলাইনে মুহূর্তের মধ্যেই সকলে জানতে পারছেন।

৩৬. পাসের হার সারা দেশে শহর-গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবছর এসএসসিতে সারা দেশে গড় পাসের হার ৮৬.৩৭%। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২,২১২ জন; গত বছর ছিল ৭৬,৭৪৯ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৩৭৭টি। ২০১১ সালে এসএসসিতে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান ছিল ২০১৭টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছরের ২৮ থেকে এবার ১৪টিতে নেমে এসেছে। ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৬,৬৮৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবারের পরীক্ষায় ৫০%-১০০% পাস করেছে ২২,৬৫৮টি স্কুল। স্বাভাবিকভাবে গ্রামের স্কুলের সংখ্যাই অনেক বেশি।

৩৭. এ বছর এইচএসসিতে গড় পাসের হার ৭৮.৬৭%। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১,১৬২ জন; গত বছর ছিল ৩৯,৭৬৯ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩৬টি। ২০১১ সালে এসএসসিতে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান ছিল ৮৯২টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪টি। এবার ৭,৪৬৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৫০%-১০০% পাস করেছে ৬,০৩৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে।

৩৮. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হয়েছে। তবে এর পূর্ণাঙ্গতা প্রদানে আরও অনেক কাজ করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করছে।

৩৯. অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট এখন বেসরকারি শিক্ষকদের অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করে সহজভাবে দ্রুততম সময়ে চেক পৌঁছে দিচ্ছে।

৪০. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) বিরাজমান নানা বিশৃঙ্খলা দূর করে নিয়ম-শৃঙ্খলা আনা হয়েছে। সব জটিলতা দূর করে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে একজন সৎ প্রকৌশলীকে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪১. কলেজের ২৬৭২ জন শিক্ষককে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৪২. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে আনা হয়েছে। তাদের কাজে গতিশীলতা আনা, মনিটরিং জোরদার করার জন্য বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সবাইকে নতুন মোটরসাইকেল দেওয়া হয়েছে।

৪৩. ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

৪৪. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে উন্নত সুস্থ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন বন্ধের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নির্যাতন, জবরদস্তি বা ভয়-ভীতি দিয়ে নয়, আমাদের শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা স্নেহ-মমতা, আদর দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৪৫. দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, জনগণের সংগ্রাম—সব কিছু ধারণ করে এতদিন ধরে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

৪৬. ঢাকা শহরে সরকারি উদ্যোগে নতুন ১১টি স্কুল ও ৬টি কলেজ নির্মাণ করা হচ্ছে।

৪৭. ভর্তি বাণিজ্য, ভর্তির নামে অনিয়ম, বেশি অর্থ নেওয়া প্রভৃতি বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৪৮. মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

- ১০০০টি ভবন নির্মাণ হচ্ছে, যার আনুমানিক ব্যয় হবে ৭৩৮ কোটি টাকা।
- আইসিটি ল্যাবসহ ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা করা হচ্ছে।
- ১০০টি দাখিল মাদ্রাসায় কারিগরি কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স ক্লাস চালু করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের স্কুল/কলেজের সাথে বেতন ও মর্যাদার সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিএড প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

৪৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধের জন্য সদা সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুরু থেকেই আমি বলে আসছি জনগণের সীমিত সম্পদ দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। তাই এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করতে হবে—এজন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৫০. প্রথম থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর তত্ত্বাবধানে বছরে দুবার স্কুল-মাদ্রাসা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এটা জরুরি।

৫১. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত নানা অনিয়ম অসংগতি দূর করা এবং আরও উন্নত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য 'নতুন শিক্ষা আইন' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

৫২. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং পর্যায়ক্রমে বিনা খরচে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে।

এখানে সংক্ষেপে বর্তমান সরকারের বিগত চার বছরে শিক্ষাখাতে সাধিত কতিপয় অগ্রগতির বিষয় উল্লেখ করা হলো। এ রকম তালিকা বৃদ্ধি করলে সহজেই শতাধিক করা সম্ভব। এ ধরনের বহু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সবকিছুই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য এবং মৌলিক নীতিগুলো সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য ও নীতি বাস্তবতার ভিত্তিতে সৃজনশীলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে—এটাই সঠিক পন্থা। শুধু স্লোগান দিয়ে নয়, এর ফলাফল দেখেই বিচার করতে হবে। শিক্ষাখাতে চলমান অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত *বিজয়ে সৃজনে উৎসবে* স্মরণিকা।
তারিখ : ১৬ই ডিসেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

শিক্ষার সর্বোচ্চ মান অর্জনই আমাদের লক্ষ্য

জনপ্রিয় লেখক, যাঁরা চমৎকার করে যে কোনো বিষয়ে লেখেন, তাঁদের লেখা আমরা পাঠকরা দ্রুতই পড়ে ফেলতে চাই। তাঁরা কঠিন কথাগুলোকে এত সহজ ও আকর্ষণীয় করে লেখেন, তা পাঠ করে আমরা সাধারণ পাঠকরা যেমন বিষয়টি বুঝতে পারি, তেমনি আনন্দ পাই; কিন্তু যাঁরা লেখক না হয়েও কোনো সময় কোনো বিষয় পাঠকদের জানানোর জন্য লিখতে বাধ্য হন তখন যে তাঁদের কত কষ্ট হয়, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

গত ৫ই ডিসেম্বর কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি লেখা ছাপা হয়েছে। তিনি আমাদের শিক্ষা-পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং দক্ষ-যোগ্য শিক্ষক হিসেবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। জনপ্রিয় লেখক। আমরা শিক্ষা-পরিবার তাঁর জন্য গৌরবান্বিত ও সম্মানিত; তাঁর লেখাটি পড়ে আমি খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছি। তিনি দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, তা আমাদের মানুষকে বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে এবং আরও আশাবাদী হয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই।

তিনি যে সকল সমস্যার কথা বলেছেন, সেগুলো আমাদের বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা জরুরি এবং দ্রুতই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, ভুল-ত্রুটি শুধরে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। যে সকল বিষয় আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত সেগুলো নিয়ে শীঘ্রই আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করবো এবং যথাসময় আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনা করবো। প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণ ও কাজের সাথে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করে আমরা তাঁদের পরামর্শ নিয়ে চলি। তাঁরাও

www.pathagar.com

হাসিমুখে আমাদের পরামর্শ ও উপদেশ দেন এবং নিজেরাও কাজ করেন। অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তব কাজে অসামান্য অবদান রাখেন।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর প্রবন্ধের ৫নং বিষয়ে লিখেছেন—'জোট সরকার সরে যাওয়ার পর এই দেশে শিক্ষাব্যবস্থাটা বেশ ভালোভাবে শুরু হয়েছিল। পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়গুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সঠিকভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। শিক্ষানীতি করা হয়েছিল, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল—সব মিলিয়ে দেশে শিক্ষা নিয়ে একটা উৎসবের ভাব ছিল। যখনই জরিপ করা হতো দেখা যেত জনপ্রিয়তার শীর্ষে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী। আমি নিজেও পুরো বিষয়টা নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলাম।'

এর পরবর্তী প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদে লিখেছেন—'তারপর ধীরে ধীরে কোথায় জানি এই গোলমালটা শুরু হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে পুরো লেখাপড়ার বিষয়টিতে একটা গোঁজামিল দেওয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষানীতিতে নেই তারপরও এই দেশের ছেলেমেয়েদের ওপর জোর করে বাড়তি পাবলিক পরীক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে জন্য দিনরাত সবার কাছে গালাগালি শুনি, ছোট ছোট শিশুর বাবা-মায়েরা আমাকে অভিশাপ দেন। যদি এটা অনেক সুফল নিয়ে আসত তা হলে কেউ কিছু বলত না, সবাই মেনে নিত; কিন্তু তা ঘটেনি। বাড়তি পরীক্ষার চাপে ছোট শিশুদের জীবনের সব আনন্দ মাটি হয়ে গেছে।'

প্রবন্ধে তিনি আরও অনেক বিষয়ে সুন্দরভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন। শিশুরা স্কুলে আসছে, বিশাল সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে। ছেলেমেয়ের সমতা অর্জন হয়েছে। তিনি লিখেছেন—'আমাদের যে কী বিশাল একটা সম্ভাবনা একেবারে দরজায় কড়া নাড়ছে সেটি কি সবাই জানে?

'শুধু কি তাই? আমাদের এই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছেলে আর মেয়ের সংখ্যা সমান। লেখাপড়া জানা এই মেয়েরা যখন ছেলেদের পাশাপাশি সব জায়গায় কাজ করবে, সিদ্ধান্ত নেবে, নেতৃত্ব দেবে তখন যে-বিপ্লবটা ঘটবে সেটা কি কেউ অনুভব করতে পারছে? আমরা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করি, জঙ্গি বাহিনী নিয়ে দুর্ভাবনা করি, একজন শিক্ষিত মা কি কখনো তাঁর সন্তানকে নারী-বিদ্বেষী, ধর্মান্ধ জঙ্গি দেশদ্রোহী হতে দেবেন? দেবেন না। কাজেই দেশের অনেক মানুষ যখন নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় হতাশাগ্রস্ত হয় আমি তখন ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াই। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই।'

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছেন, 'পাঠ্যবই নিয়ে কথা বলতে হলে আমি সব সময়ই এক জায়গায় এসে খুব আনন্দ পাই, সেটি হচ্ছে বছরের শুরুতে সব ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া। প্রতি বছর যে সংখ্যক

www.pathagar.com

পাঠ্যবই ছাপানো হয়, আমি হিসাব করে দেখেছি সেগুলো একটার পর আরেকটা বসানো হলে পুরো পৃথিবীটা তিনবার পাক খেয়ে আসবে। ছোট ছোট শিশু-কিশোররা যখন তাদের নতুন বইগুলো বুকে চেপে ধরে হাসিমুখে বাসায় যায় তার থেকে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না।'

তাছাড়া তিনি প্রবন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—পাঠ্যপুস্তকের মান, পাঠদানের মান, সৃজনশীল পদ্ধতি সঠিকভাবে কার্যকর করতে না পারা, শিক্ষকদের দক্ষতা ও মান, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা গ্রহণে ত্রুটি, বেশি নম্বর দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরে আমাদের ভুল-ত্রুটি বিশ্লেষণ করেছেন। ভবিষ্যতের জন্য চমৎকার পাঠ্যপুস্তক তৈরি, দক্ষ শিক্ষক ও উন্নত পাঠদান পদ্ধতির কথা বলেছেন, যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন রাতদিন কাজ করছি—কারণ এখন গুণগত মান বৃদ্ধি আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তেল-গ্যাস-সমুদ্রসহ আমাদের অনেক সম্পদের কথা জানা আছে। আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা হলো সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাঁটি সম্পদ। এসব কথা বলে তিনি আমাকেসহ পুরো জাতিকে আশান্বিত করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন।

তবে প্রথমেই আমি তাঁর লেখার যে অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে তিনি সকল কথাই সঠিকভাবে বলেছেন শুধু—'যখনই জরিপ করা হতো দেখা যেত জনপ্রিয়তার শীর্ষে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী'—এই অংশটুকু আমার জন্য বিব্রতকর। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাফল্য তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমগ্র শিক্ষা-পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। সকলের সাথে আমি একজন কর্মী হিসেবে কাজ করেছি।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল যে সকল ভুলত্রুটির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এবং যে সকল পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন, আমরা তা শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে আমাদের সাধ্যমত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, আমাদের সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও।

তবে একটি বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন, কারণ এটাকেই তিনি শিরোনাম করেছেন এবং শেষ করেছেন এই বিষয় দিয়েই। শেষ লাইনগুলো এরকম—'আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির কিছু কিছু ঘোড়া (পিএসসি পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা) মরে গেছে, শুধু তাই নয়, মৃতদেহ থেকে রীতিমত দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব এগুলোকে কবর দিতে হবে।'

পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির পর দুটি পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা চিরস্থায়ী নয়, তা প্রয়োজন না হলে পরিবর্তন করা যায়। এটা কোনো চিরস্থায়ী বিষয় নয়। যে প্রেক্ষাপটে পিএসসি ও জেএসসি পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দু'কথা বলার চেষ্টা করছি। অনেকে বলেন আমরা পরীক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছি—তা ঠিক নয়। আমরা পরীক্ষা কমিয়ে দিয়েছি। তবে এই দুই পরীক্ষা জাতীয়ভাবে গ্রহণের পদ্ধতি আমরা চালু করেছি।

www.pathagar.com

বছরের শেষে পরের শ্রেণিতে ওঠার জন্য বার্ষিক পরীক্ষা সকল শ্রেণিতেই সব সময় বাধ্যতামূলক; কিন্তু পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি শেষে আমাদের দেশে দুটি পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। একটি হলো বৃত্তি পরীক্ষা, আরেকটি হলো বার্ষিক পরীক্ষা। বাছাই করা শিক্ষার্থীরা প্রথম বৃত্তি পরীক্ষা দেয়, পরে সকলে মিলে বার্ষিক পরীক্ষা দেয় পরবর্তী শ্রেণিতে ওঠার জন্য। কোন স্কুল কয়টা বৃত্তি পেল তা দিয়ে স্কুলের সাফল্য, মান বা সুনাম বিবেচনা করা হতো। তাই শিক্ষকরা নিজের স্কুলের সাফল্য বা সুনামের জন্য ২০%-২৫% মেধাবী শিক্ষার্থীকে বাছাই করে আলাদা করে পড়াতেন। বাকি ৮০%-৭৫%-এর ছুটি; কিন্তু আমাদের তো সকল শিক্ষার্থীকে ক্লাস করাতে হবে এবং গুরুত্ব দিয়ে পড়াতে হবে। তাই আমরা দুটি পরীক্ষার পরিবর্তে একটি পরীক্ষা চালু করেছি—যারা সবার চেয়ে বেশি নম্বর পাবে তারা বৃত্তি পাবে। আরেকটি বিষয় হলো, আমরা যখন দায়িত্ব নিই তখন ৯% শিশু স্কুলেই ভর্তি হতো না। যারা ভর্তি হতো তাদের ৪৮% পঞ্চম শ্রেণির আগেই স্কুল ত্যাগ করত বা ঝরে পড়ত। যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে যেত তাদের মধ্যে নবম শ্রেণির আগেই ৪২% ঝরে পড়ত। তা হলে অনুমান করেন মোট শিশুর ক্ষুদ্র একটি অংশ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত টিকতে পারত। দশম শ্রেণির পূর্বে তাদের কোনো জাতীয় স্বীকৃত সার্টিফিকেট ছিল না। তাই তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বা নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া সবই তাদের কাছে সমান বা স্বীকৃতিহীন।

তাছাড়া সকল শিশুকে স্কুলে আনার জন্য আমরা বিনামূল্যে বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক দিচ্ছি, ৪০% দরিদ্র শিশুকে উপবৃত্তি দিচ্ছি। শিশুদের স্কুলে আসা এবং অভিভাবককে তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠানোকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের নানা কার্যক্রমের মধ্যে এই পরীক্ষাকেও আমরা আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য জাতীয় পরীক্ষায় রূপান্তরিত করলাম। এতে একটি সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় পঞ্চম শ্রেণি বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে থাকার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া এই সকল পর্যায়ে পরীক্ষা দিয়ে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। জাতীয়ভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে একটি সমমান অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হবে, গ্রামে-শহরে বিরাজমান বিরাট পার্থক্য কমে আসবে।

বড় শহরের উচ্চবিত্তদের সন্তানদের হয়তো এরকম পরীক্ষার প্রয়োজন নেই; কিন্তু আমাদের গ্রাম-হাওর-বাঁওড়, পাহাড়, নদীভাঙন-চরাঞ্চল, পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিশুদের জন্য পরীক্ষা দুটি উৎসব। সন্তানরা উৎসাহের সঙ্গে পাবলিক পরীক্ষা দিচ্ছে। এজন্য তাদের পিতা-মাতা গৌরবান্বিত। এক সময় হয়তো এ পরীক্ষা প্রয়োজন হবে না; কিন্তু স্কুলে আসতে, টিকে থাকতে, একটি সমমান অর্জনে এবং সর্বোপরি—শিশুদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে যদি এই পরীক্ষা সাহায্য করে তা হলে পরীক্ষাগুলোর যে সকল সমস্যা বা ত্রুটি আছে তা দূর করে

www.pathagar.com

এগিয়ে যেতে পারি। কারণ পরীক্ষার্থী ও তাদের পিতা-মাতা আমাদের কাছে তাদের আনন্দ প্রকাশ করেন। পরীক্ষার সময় স্কুলের সামনে দাঁড়ালেই যে কেউ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ আনন্দ আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি করতে পারবেন।

তারপরও যেহেতু এরকম একজন ব্যক্তিত্ব এই পরীক্ষা দুটোকে 'মৃত পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তখন আমরা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের দিয়ে তদন্ত করে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে করণীয় নির্ধারণ করবো।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে, সমালোচনা, সুপারিশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং প্রশংসা করার জন্য ধন্যবাদ।

দৈনিক যুগান্তর, ৯ই ডিসেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

মেধাবী প্রজন্মের সাফল্য কামনা করছি

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি মেধাবী ও উন্নত মানসম্পন্ন। তাদের মেধার বিকাশ ও বিশ্বমানের উন্নত শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিদক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য সামনে রেখে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে ঢেলে সাজিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে তার বাস্তবায়ন চলছে। ১৭ বছরের পুরনো শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকেই জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিষয় চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দেওয়া, বছরের প্রথম দিন থেকে ক্লাস শুরু করা, নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা শুরু করা ও ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ এখন রীতিমত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। গত ছয় বছরে এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে এখন শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

জাতির ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্মকে মেধাবী, সমভাবাপন্ন, সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ২০১০ সাল থেকে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা চালু করেছি। শিক্ষার মান বৃদ্ধি, দেশজুড়ে শিক্ষার সমতা অর্জন, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ব্যাপ্তি, সম্প্রসারণ ও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমানোও আমাদের লক্ষ্য। পূর্বে ৫ম ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হতো। আবার এদের মধ্য থেকে বাছাই করে অল্প সংখ্যক মেধাবীকে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হতো। শিক্ষকরা স্কুলের সুনাম ও কতিপয় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অর্জনের পেছনে সবটুকু মনোযোগ, চেষ্টা ও আন্তরিকতা উজাড় করে দিতেন। শিক্ষার্থীদের বৃহদাংশ পদ্ধতিগত বৈষম্য, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হতো। আমরা সকল শিক্ষার্থীর মানবৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকদের

www.pathagar.com

মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে, উৎসাহিত হচ্ছে। জীবনের শুরুতেই জাতীয় পর্যায়ের দু-দুটো সার্টিফিকেট পেয়ে তারা নিজেরা গর্ববোধ করছে। আমরা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াইনি, বরং কমিয়েছি। আগের দুটি পরীক্ষার স্থলে একটি পরীক্ষা নিচ্ছি। ঝরে পড়ার হার এখন অনেক কমেছে।

পরীক্ষার্থীদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো—মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, তবে এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি সবাইকে অধিক যত্নবান হতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ ওদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেবেন আশা করি। তোমরা সবাই খুব মেধাবী। সকল বাধার বিন্দাচল পেরিয়ে তোমরা এগিয়ে চলো। জাতি তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বে। আমি তোমাদের সবার সাফল্য কামনা করছি।

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর শুভেচ্ছা, নভেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

শিক্ষা দিবসের ৪৭তম বার্ষিকী : অর্জনের সম্ভাবনা

'৬২ শিক্ষা-আন্দোলনের প্রতীক ১৭ই সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক 'শিক্ষা দিবস'। শিক্ষার জন্য সংগ্রাম, ত্যাগ, বিজয় গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতীক এই শিক্ষা দিবসের এবার ৪৭তম বার্ষিকী। আজ থেকে ৪৭ বছর পূর্বে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিভূ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেওয়া গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা এবং একটি গণমুখী বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সহজলভ্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রসমাজ অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে আইয়ুবের শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে আগষ্ট মাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রসমাজের আন্দোলনের প্রতি সাধারণ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ ও জনগণের মধ্যেও বিক্ষোভ এবং আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে।

১৯৫৯ সালে প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক আইয়ুব খান তৎকালীন শিক্ষা সচিব এস এম শরিফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব সরকার এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এই তথাকথিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি'তে যে সকল বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যের মতো শুধু উচ্চবিত্তের সন্তানদের স্বার্থে উচ্চশিক্ষাকে সীমিত করা এবং সাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ একেবারেই সংকুচিত করে ফেলা। শিক্ষাব্যয় পুঁজি বিনিয়োগ হিসেবে

www.pathagar.com

দেখে শিক্ষার্থীদের তা বহন করা, 'যে অভিভাবক বেশি বিনিয়োগ করবেন তিনি বেশি লাভবান হবেন' এ জাতীয় ধারণা অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে উল্লেখ; ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক; উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা; সাম্প্রদায়িকতাকে কৌশলে জিইয়ে রাখার চেষ্টা; ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় ছাত্রসমাজ এবং সচেতন মহলকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এরই পরিণতিতে শিক্ষার দাবিতে ছাত্রসমাজের আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং ১৭ই সেপ্টেম্বরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন আইয়ুব সরকারকে বাধ্য করে ওই শিক্ষানীতি স্থগিত করতে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর সকল রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ড, ছাত্রসংগঠনসহ সব ধরনের সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠনের তৎপরতা বেআইনি করে সকল ধরনের মৌলিক মানবাধিকার ও ন্যায়-বিচারের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়। চলে চরম দমননীতি। এরই মধ্যে ষাট সালের দিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা গোপন সমঝোতা ও যোগাযোগ রেখে নিজ নিজ সংগঠন গোছানোর এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এভাবে ছাত্র সংগঠন দুটি ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে এবং সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তোলে।

তৎকালীন দুই বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এবং ডাকসু, বিভিন্ন হল ও কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সাধারণ ছাত্রসমাজের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে ছাত্র-আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়, যার ফলে সকল আন্দোলন ও কর্মসূচির প্রতি সাধারণ ছাত্রসমাজের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

একদিকে সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, অন্যদিকে চাপিয়ে দেওয়া গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল এবং গণমুখী শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভে দেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই পটভূমিতে বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ১৭ই সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষার দাবিতে ওই হরতাল সারা দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য এবং ছাত্র-জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আইয়ুবের সামরিক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তখন সাধারণভাবে যে কোনো ধরনের আন্দোলন এমনকি ছাত্রসমাজের যে কোনো তৎপরতার ওপর ছিল সামরিক সরকার খড়্গহস্ত। ১৯৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে সূচিত আন্দোলন দমন করারের জন্য গ্রেফতার, মামলা, হয়রানি, নির্যাতন, এমনকি বেত্রদণ্ডসহ বর্বরোচিতভাবে নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র-জনতার ব্যাপক আন্দোলন ও হরতাল কর্মসূচি ঠেকানোর জন্য চরম নির্যাতনমূলক পথ গ্রহণ করা হয়। ওই দিন ঢাকাসহ দেশের সকল শহরের রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকে। লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস প্রভৃতি তা দমন করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল থেকে ছাত্রদের একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল আবদুল গনি রোড হয়ে অগ্রসর হলে পুলিশ পেছনে থেকে

www.pathagar.com

অতর্কিতে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ঐ দিন পুলিশের গুলিতে বাবুল, মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ শহিদ হন। পুলিশ ও ইপিআরের নির্যাতন ও গুলিতে সারা দেশে বহু ছাত্র-জনতা আহত হন।

১৭ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা ছাত্র-আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। ছাত্র-সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাধারণ জনগণ ছাত্রসমাজের প্রতি আরও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। সারা দেশে তিন দিনব্যাপী শোকের কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে এক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের সমর্থিত ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়ে আইয়ুবের সামরিক সরকার তথাকথিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং একটি গণমুখী সর্বজনীন আধুনিক শিক্ষানীতির দাবিতে ঐতিহাসিক ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলন ও শহিদদের আত্মদান তথা শিক্ষার ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক ১৭ই সেপ্টেম্বরকে সেদিন 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বহু উত্থান-পতনের মধ্যেও প্রতিবছর এই দিনটি ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছে। আজও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে ১৭ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' অম্লান হয়ে আছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আজও সম্পূর্ণ সফল হয়নি।

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি তাদের কায়েমি স্বার্থ এবং শাসন-শোষণ স্থায়ী করার লক্ষ্যে শিক্ষাকে ব্যবহার করার জন্য ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা চেয়েছিল শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখতে। তাই ছাত্রআন্দোলন ও ছাত্র-জনতার ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে তথাকথিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' স্থগিত ঘোষণা করলেও আইয়ুব খানের সরকার বা শাসক শ্রেণি তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

সরকার ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করে নতুন মোড়কে তাদের পরিকল্পিত শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা কায়েমের পথ গ্রহণ করে। বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের নাম দেওয়া হয়েছিল—'Commission on Students' Problem and Welfare' বা 'ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ কমিশন'। এই কমিশন দ্রুতই বছরের মাঝামাঝি তাদের রিপোর্ট প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু করে। 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' নামে পরিচিত এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য বহু চেষ্টা ও কৌশল গ্রহণ করেও প্রবল ছাত্র-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার তা বাস্তবায়নে সক্ষম হতে পারেনি। এরপরও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী হাল ছাড়েনি। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের ক্ষমতা ত্যাগ নিশ্চিত হলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় বসেই সীমিত সময়ে নির্বাচন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে সর্বাগ্রে আবারও শিক্ষানীতি প্রণয়নে হাত দেয়। প্রায় চার

www.pathagar.com

মাসের মধ্যে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে একটি কমিশন করে দ্রুত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই পুরোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নতুন প্রজন্মের ওপর তাদের চিন্তা-চেতনা চাপিয়ে দেওয়া। দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজ এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তা প্রত্যাখ্যান করে। কেবল পাকিস্তানি ভাবধারা ও শাসক শ্রেণির অনুসারী জামায়াতে ইসলামি ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘ (বর্তমান ইসলামি ছাত্রশিবির) ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করে।

আমাদের গৌরবময় সকল সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ শহিদের জীবনের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি আধুনিক গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেও ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর প্রায় অর্ধডজন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আজও স্বাধীন দেশে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

এবারের শিক্ষা দিবস এক নতুন সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিতে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বিগত ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব রায়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট সরকার গঠনের ফলে ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবসের মূল লক্ষ্য এবং জাতির আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে আজ বাস্তবায়ন করেই 'শিক্ষা দিবস' এবং শিক্ষার জন্য আন্দোলনের সকল শহিদের স্বপ্ন সফল করে তোলা সম্ভব।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও শিক্ষার অধিকার এবং বিশেষ করে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির স্বার্থে প্রণীত গণবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিমুখী, আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক গৌরবময় ছাত্র-আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের ছাত্রসমাজ পরবর্তীকালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক ১১ দফার প্রথম দাবিই ছিল শিক্ষার দাবি।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা-লগ্ন থেকেই একজন কর্মী হিসেবে আমি নিজেকে সরাসরি সম্পৃক্ত করেছিলাম। আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র এবং গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি গণমুখী শিক্ষানীতির জন্য ষাটের দশকে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনের প্রথম মিছিলে যোগদান এবং সিনিয়র নেতাদের সাথে থেকে সামগ্রিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক হিসেবে

www.pathagar.com

আমার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও আজ পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবেই শিক্ষা-আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সব সময়ই জড়িত রয়েছি। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আন্দোলন, সামরিক সরকারের শিক্ষানীতি বাতিল এবং একটি গণমুখী আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল সংগ্রাম এবং শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের সাথে আজও যুক্ত আছি।

বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা গত প্রায় ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক এবং বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে আমাকে শুধু সম্মানিতই করেননি, সেই সঙ্গে আমার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করে এক কঠিন চ্যালেঞ্জিং কাজে নিয়োজিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় এই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি জীবন বাজি রেখে নিজেকে এই কাজে নিয়োজিত করেছি। আমি আশা করি সকলের সহযোগিতায় আমরা কাজ করে যাব, সকলে মিলে আমাদের সফল হতেই হবে। অন্য কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নেই। পিছু হটার কোনো অবকাশ নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ (ভিশন-২০২১) এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন তা আমাদের বাস্তবায়ন করতেই হবে। সেজন্য আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের নতুন প্রজন্মকে যুগোপযোগী মানসম্মত আধুনিক শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং এই দক্ষ নতুন প্রজন্মকেই তা বাস্তবে প্রয়োগ করে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, ঝরে পড়া বন্ধ করা, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা এক একটি বড় বড় চ্যালেঞ্জ। সেই সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা, মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করাসহ সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা ইতোমধ্যে অনেকগুলো বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কার্যকর করতে শুরু করেছি। আশা করি এগুলো দেশবাসীর অজানা নয়। তবে এগুলোর সুফল পেতে সময় লাগবে। শিক্ষকরা আমাদের আসল শক্তি। তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমরা সচেতন রয়েছি। আবার তাঁদের কাছেও জাতির দাবি—আমাদের নতুন প্রজন্ম ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক

www.pathagar.com

হিসেবে তাঁরাই প্রস্তুত করে দেবেন। ভবিষ্যত প্রজন্মকে একদিকে যেমন মানসম্মত আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে, সেই সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে প্রকৃত শিক্ষিত, জ্ঞানী, সমাজ-সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য আদর্শ ও চেতনা এবং ৩০ লক্ষ শহিদের স্বপ্ন তথা শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' অর্থাৎ দারিদ্র্য ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি ও পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে বাষট্টির ঐতিহাসিক শিক্ষানীতির আন্দোলনের ৪৭ বছর পর নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আমাদের অতীতের শিক্ষার সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এ বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে এই মূহূর্তে আমি এখানে কোনো মন্তব্য না করাই সমীচীন মনে করছি। আমরা খসড়া শিক্ষানীতি সকলের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইটে (www. moedu. gov. bd) দিয়েছি। আমরা সকলের মতামত নিয়েই তা চূড়ান্ত করতে চাই।

শিক্ষা কোনো দলীয়, গোষ্ঠীগত, আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক বিষয় নয়। শিক্ষা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমরা আশা করব, দেশের সকল শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মানুষ এবং দলমত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতিকে চূড়ান্ত করার কাজে এগিয়ে আসবেন।

আসুন—আমাদের শিক্ষার জন্য ঐতিহাসিক আন্দোলনের ৪৭তম বার্ষিকীতে শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাবিদ, তথা শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল মহল এবং সকল শ্রেণির মানুষ তাদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে ১৯৬২ সালে একটি গণমুখী শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামের শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।

আমাদের শিক্ষার অধিকার এবং গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, যুগোপযোগী প্রগতিশীল একটি শিক্ষানীতির জন্য প্রায় অর্ধশতাধিক বছর ধরে যে সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলমান তারই সফল পরিণতি হলো এবারের শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতির চূড়ান্তকরণ এবং বাস্তবায়নে সকলের কাছে সবিনয় আহ্বান—আপনাদের সকলের সাহায্য-সহযোগিতা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই হবে এর সাফল্যের আসল শক্তি।

দেশের সকল শহিদ এবং জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকেই তা করে যেতে হবে।

দৈনিক যুগান্তর, তারিখ : ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৯

www.pathagar.com

শিক্ষাখাতে ঐতিহাসিক সংস্কার ও যুগান্তকারী পরিবর্তন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতিমুক্ত এক উন্নত সমৃদ্ধ সুখী মর্যাদাশীল গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁর প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ একদিন শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে দক্ষ হয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তিনি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে হাজারো সমস্যার মধ্যে ৩৭ হাজারের অধিক প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণ করে সোনার মানুষ গড়ার যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে আনলেও তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যার পর তা আর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এরপর প্রায় তিন দশক ধরে ৫/৬টি শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হলেও কোনোটিরই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন।

বর্তমান সরকার একটি **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য **'ভিশন-২০২১'** ঘোষণা করেছে।

এ লক্ষ্য অর্জনে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে এর মূল শক্তি ও অগ্রবাহিনী হবে আমাদের নতুন প্রজন্ম। সরকার তাদের আধুনিক যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

www.pathagar.com

বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। আর এটিই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জন যে খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করি; কিন্তু গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে এ কাজ যত কঠিনই হোক তা আমাদের করতেই হবে।

বহু পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমাকে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সৌভাগ্য বাষট্টির গৌরবময় ছাত্র-আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তখন শিক্ষানীতির আন্দোলনের মিছিলের প্রথম দিন থেকেই সামনের সারিতে ছিলাম। এ দেশের প্রতিটি শিক্ষা-আন্দোলনের সাথে আমি কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলাম। জননেত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা আমি আগে থেকেই ওয়াকিবহাল। আমাকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছেন তিনি। বহু আন্দোলন-সংগ্রাম, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, আলোচনাসভার মাধ্যমে আমরা আগে থেকেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিহীন প্রচলিত পথেই চলছিল শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা বা শিক্ষানীতি ছিল না। সাধারণত মার্চ-এপ্রিলের দিকে প্রাথমিকের ৪০% ছাত্রছাত্রী নতুন পাঠ্যবই পেত, অন্যরা পেত পুরোনো বই। তাও সবাই পেত না। মাধ্যমিকের সকল বই কিনতে হতো বাইরের বইয়ের দোকান থেকে। তাও আবার মার্চ-এপ্রিলের আগে নয়। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পড়ানো হতো মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস। ভালোভাবে ক্লাস শুরু হতো আরও ২/৩ মাস পরে। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ছিল না। পরীক্ষার ফল বের হতে তিন-সাড়েতিন মাস চলে যেত। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ছিল অবহেলার শিকার। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কালো থাবায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল পুরো শিক্ষাব্যবস্থা। তেমন প্রেক্ষাপটেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সকল দপ্তর-বিভাগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলে মিলে আমরা পুরো শিক্ষাপরিবার এই কঠিন চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে

www.pathagar.com

যাচ্ছি। আধুনিক বাংলাদেশ তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে প্রধান শক্তি হিসেবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। নতুন বাংলাদেশের নির্মাতা এবং সকল স্তরের নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যুগোপযোগী বিশ্বমানের শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তুলতে চাই। তাই শিক্ষার সকল স্তরে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি যুগান্তকারী গুণগত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের পরপরই আমরা শিক্ষাখাতকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছি। বিগত পৌনে চার বছরে শিক্ষাখাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

নিম্নে বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষাখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো :

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

১. সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও দিকদর্শন ছাড়া সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় না। যে কোনো দেশে পরিকল্পিতভাবে যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি থাকা অপরিহার্য। সুদীর্ঘকাল পরে হলেও আমরা দলমত নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে একটি সদ্য স্বাধীন দেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে দূরদর্শী একটি বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গণমুখী আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন; কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে উল্টো পথে ঠেলে দেয়। বাতিল করে সে শিক্ষানীতি। এরপর আরও ৬টি শিক্ষানীতি/রিপোর্ট প্রণয়ন করা হলেও দুঃখজনকভাবে সত্য, বিগত চার দশকে তার কোনোটিই বাস্তবায়ন হয়নি।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। তার আলোকে প্রণয়ন করা হয় 'শিক্ষানীতি-২০০০'। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের ধারায় পরবর্তী সরকার তাও বাতিল করে দেয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন

www.pathagar.com

লাভ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর জাতির সামনে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দায়িত্ব গ্রহণের স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিই। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি করা হয় এবং এ কমিটি চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। আমরা সর্বজনগ্রাহ্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য এ খসড়াটির ওপর ব্যাপক জনমত গ্রহণের লক্ষ্যে এটিকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করি। এছাড়াও বিভিন্ন স্তরে সভা-সমাবেশ, সেমিনার-ওয়ার্কশপ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরও সংশোধন-সংযোজন করে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। সমগ্র জাতির সকল ধরনের চিন্তা ও সমাজের সকল অংশের মানুষের মতামত গ্রহণ করে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

আনন্দের বিষয় এই যে—এদেশে এই প্রথম কোনো শিক্ষানীতি ঘোষণার পর তার বিরুদ্ধে কোনো মিছিল, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয়নি। এমনকি প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, দু-জন তাত্ত্বিক শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণ অনুমোদিত শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, শিক্ষানীতি মোটামুটি যুগোপযোগী ও আধুনিক। তবে এর বাস্তবায়ন কঠিন হবে। আমাদের জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঐক্যমতের উদাহরণ সত্যিই বিরল। প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ৯ম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনে আলোচিত হয়ে ৭ই ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদগণের 'বাস্তবায়ন কঠিন হবে' মন্তব্য—আমরা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করি। তবে আমাদের জাতির জন্য এই কঠিন কাজ করা ছাড়া কোনো সহজ বিকল্প নেই। শিক্ষানীতির প্রতি এই সমর্থনের জন্য আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, শিক্ষা বিষয়ে ভবিষ্যতেও আমরা একমত থাকব এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী সংস্কার, পরিবর্তন ও উন্নয়ন চলছে ভবিষ্যতে তা অব্যাহত রাখতে এবং এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আবারও জনগণ রায় দেবেন।

শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলাই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। এ শিক্ষানীতির মূলে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের রায় ও প্রত্যাশা এবং আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিফলন এবং

www.pathagar.com

আমাদের সংবিধানের মূল দিকনির্দেশনা। সব রকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে। ৭১ পৃষ্ঠার এ শিক্ষানীতিতে মোট ২৮টি অধ্যায় ও দুটি সংযোজনী রয়েছে। শুরুতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ৩০টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে প্রাক্-প্রাথমিক, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, মাদ্রাসা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসা, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, আইন, নারী, ক্রীড়া শিক্ষাসহ সকল বিষয় যুক্ত আছে।

আমি বারবার বলেছি—'শিক্ষা একটি ডাইনামিক বিষয়। প্রতিনিয়ত দেশ-জাতি, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্ব-পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষানীতি কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়। তাই প্রয়োজনে প্রণীত শিক্ষানীতিতেও পরিবর্তন আনা যাবে। ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধন করা হবে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে সাব-কমিটিগুলো অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার এর মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণির জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা, প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিকের সকল স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ, যুগোপযোগী কারিকুলাম উন্নয়ন ও সময়োপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পাঠদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন ও আধুনিক করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার, অবকাঠামো উন্নয়নসহ নানা উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে—এ সবই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অংশ।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

২. বাংলাদেশের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সবচেয়ে দুঃসাহসিক, যুগান্তকারী ও আশা জাগানিয়া বিশাল সফল কর্মযজ্ঞ হলো বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি স্তরের সকল শিক্ষার্থীর নতুন বই প্রাপ্তি আজ বাস্তবতা। পর পর তিন বছর শিক্ষা শুরুর প্রথম ক্লাসেই সারা দেশে সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকারের সফলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ঝরে পড়া রোধে এটি একটি বড় অধ্যায়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এ বিশাল মহতী কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রথম ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারি ১৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছিল। শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া হ্রাসের ফলে পরের দু-বছর তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২৩

www.pathagar.com

কোটিতে পৌঁছায়। ২০১৩ সালের ১লা জানুয়ারি প্রায় ২৭ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের কোনো দেশে এত বই ছাপানোর রেকর্ড নেই। বছরের প্রথম কর্মদিবসে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিতে পারা জাতির কাছে এক নতুন ইতিহাস। বর্তমান সরকারের আগে কখনোই ১লা জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বরং আগে বই কিনতে মার্চ/এপ্রিল মাস গড়িয়ে যেত। তখন শুধু প্রাথমিকের ৪০% বই নতুন ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো; বাকিরা পেত পুরোনো বই। সেক্ষেত্রে দরিদ্র-অবহেলিত শিক্ষার্থীরাই নতুন-পুরাতনের বৈষম্যের শিকার হতো। সরকার মূল্য নির্ধারণ করে মাধ্যমিকের বই ছাপাত এবং শিক্ষার্থীদের বইয়ের দোকান থেকে তা কিনতে হতো। গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য হতদরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা বছরের শুরুতে বই কিনতে না পেরে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ত, ঝরে যেত অনেকে। বর্তমান সরকার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিকেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১লা জানুয়ারি 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস' পালন করে আমাদের শিক্ষার্থীরা আনন্দিত ও উৎসাহিত।

২০১০ সালের ১লা জানুয়ারিতে বিতরণের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালের শেষ দিকে বই ছাপানো যখন শেষ পর্যায়ে সে সময় একটি বিশেষ কুচক্রীমহল সরকারের বইয়ের গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয়—এ কথা সবারই জানা। চার দিন, চার রাত ধরে আগুন জ্বলে। শুরু থেকেই এরকম শত বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র তো আমাদের পেছনে লেগেই আছে। আমরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করে প্রতিবছরই সফল হচ্ছি।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন বর্তমান সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন পাঠ্যপুস্তক বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। বইয়ের বাজারে ছিল চরম নৈরাজ্য। তার ফলে দ্বিগুণ টাকা দিয়েও শিক্ষার্থীরা বাজারে বই পায়নি। মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম দিনেই আমার কাজ শুরু হয়েছিল বাংলাবাজার বইয়ের দোকানে ও প্রেসে ঘুরে ঘুরে। এর পরের পরিস্থিতি সকলেরই জানা।

খুবই আশার কথা—বিনামূল্যে বই দেওয়া এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে প্রত্যাশিতভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১০ সালে ২,৭৬,৬২,৫২৯ জন থেকে বেড়ে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ৩,৬৮,৮৬,১৭২ জনে উন্নীত হবে। অর্থাৎ প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সকলের হাতে আগামী ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবের দিন নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রায় ২৭ কোটি নতুন বই তুলে দেব। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজটি সম্পন্ন করতে আর কেউ বাধা সৃষ্টি করবেন না। আমরা সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। ঝরে পড়া রোধ হয়ে সকল শিশু-কিশোরই স্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যাক—সেটিই আমাদের লক্ষ্য।

www.pathagar.com

ই-বুক

৩. 'ভিশন-২০২১' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে এনসিটিবি কর্তৃক ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd) তৈরি করে সেখানে ২০১০ শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ই-বুকে কনভার্ট করে (www.ebook.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা-গবেষক, বিভিন্ন সংস্থা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে ই-লার্নিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া রয়েছে, সেখানে ই-বুক ব্যবহার করে শিক্ষকরা পাঠদান করতে পারছেন।

কারিকুলাম সংস্কার

৪. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে সকল পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হচ্ছে তা লেখা হয়েছে ১৬ বছর আগে। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে প্রযুক্তির জগতে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। এর প্রতিফলন আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই। আমরা কারিকুলাম যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। ২০১২ সালে নতুন কারিকুলামের ৭টি নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে দিয়েছি। ২০১৩ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আরও ১২৭টি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিকের ৩৩টি ও মাধ্যমিকের ৯৪টি। কারিকুলাম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য, নম্বর বিন্যাস, বিষয় সংযোজন-বিয়োজনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়েছে। পূর্বে যে কোনো বইয়ের যে কোনো অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে কী শেখা হলো—তার উল্লেখ ছিল। এখন শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা ও বিষয়ের প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধ্যায়ের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে কী কী শেখা যাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্ম ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, ক্যারিয়ার এডুকেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আগের ধর্ম বইয়ের পরিবর্তে এখন ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই করা হয়েছে। বইয়ে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক

www.pathagar.com

শিক্ষার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। কর্ম ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় দুটি ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করা হচ্ছে। সমাজ বিষয়ে বইয়ের আধুনিক সংস্করণ 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' নামে বই করা হয়েছে। ৮ম শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের ১টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। বানান-রীতিতেও একই পদ্ধতি, অর্থাৎ বাংলা একাডেমির পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন

৫. বদলে গেছে সনাতন ধারার পাঠ ব্যবস্থাপনা। মুখস্থ করে বা নকল করে পাস করার দিন শেষ। এখন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে। আর পারলেই নম্বর। একটুও কম নম্বর দেওয়ার সুযোগ নেই। ২০১০ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় ২টি বিষয়—বাংলা ও ধর্মে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হয়। ২০১১ সালে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ৫টি বিষয়। ২০১২ সালে গণিত ও উচ্চতর গণিত বাদে ২১টি বিষয়ে এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। দাখিলে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি শুরু হয়। ২০১২ সালে নতুন ৩টি বিষয় যুক্ত হয়েছে এবং ২০১৩ সালে আরও ৩টি যুক্ত করা হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষায় ২০১২ সালে প্রথম বাংলা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৩ সালে যুক্ত হবে নতুন ৮টি বিষয় এবং ২০১৪ সাল থেকে উচ্চতর গণিতসহ ১৩টি বিষয় সৃজনশীল প্রশ্নের আওতায় আসবে। ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উচ্চতর গণিত বিষয় যুক্ত হবে।

সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও পরীক্ষার ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয় যৌক্তিকভাবে বোঝা ও উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে দেশজুড়ে গড়ে উঠছে একটি শিক্ষিত যুক্তিনির্ভর প্রকৃত আধুনিক প্রজন্ম।

শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে ক্লাস শুরু

৬. পূর্বে কখনো মার্চ-এপ্রিলের আগে নিয়মিত ক্লাস শুরু হতো না। এখন প্রতিবছর মাধ্যমিক স্তরে ১লা জানুয়ারি এবং কলেজে ১লা জুলাই ক্লাস চালু করা সম্ভব হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের জানার, বোঝার ও শেখার সুযোগ বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ও এগিয়ে আনা হচ্ছে। পাঠদান ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

www.pathagar.com

পরীক্ষা সংস্কার

প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষা

৭. সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণি শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে। এ পরীক্ষার কারণে এখন শিক্ষক-অভিভাবকরা ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মানোন্নয়নের চেষ্টা করেন। অনেকে অভিযোগ করেন—আমরা পরীক্ষা বাড়িয়েছি। প্রকৃত পক্ষে আমরা পরীক্ষা কমিয়েছি। আগে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে দুটি পরীক্ষা নেওয়া হতো। একটি বৃত্তি পরীক্ষা ও আরেকটি বার্ষিক পরীক্ষা। এতে শুধু বাছাই করে বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের বিশেষভাবে পড়ানো হতো আর বাকী শিক্ষার্থীরা অবহেলিত থাকতো। এখন একই পরীক্ষায় মেধাবীরা বৃত্তি পাচ্ছে এবং অন্যরা পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। সবার প্রতি সমান যত্ন নেওয়া হচ্ছে এবং সকলের জন্য ক্লাস হচ্ছে। সারা দেশে মানের ও সমতা অর্জনের অগ্রগতি হচ্ছে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতিও কমছে। শিক্ষার্থীদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, তারাও নিজেদেরকে গর্বিত নাগরিক মনে করতে পারছে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

৮. প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, জেডিসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এগিয়ে এনে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রতিবছর ১লা নভেম্বর জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু করা হয় ১লা এপ্রিল। এসব পরীক্ষার ফল পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশ নিশ্চিত হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ, ক্লাস শুরু প্রভৃতি একটি শৃঙ্খলা ও নিয়মের মধ্যে আনা হয়েছে। বিগত ৪টি এসএসসি ও ৪টি এইচএসসি পরীক্ষায় এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। এইচএসসি পরীক্ষার ফল নির্দিষ্ট তারিখের ২/৩ দিন আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১০ সালের প্রথম জেএসসি পরীক্ষার ফল তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। পরে যুক্ত হয়েছে ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট। ২০১০ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইনে দুটি করে জেলায় টেলিকনফারেন্স করে ফল প্রকাশ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন। ২০১২ সালে এসএসসি ও এইচএসসির, ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার, ২০১৫ সালের ফল প্রকাশ হয়েছে ৪৭ দিনে, পরের বছর ৩৮ দিনে। ২০০৯ সালে মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে ফল প্রকাশিত হয়। পরে যুক্ত হয়েছে ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।

www.pathagar.com

৯. গড় পাসের হার সারা দেশে শহরে-গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ ১০টি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৬.৩৭%। এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮২,২১২ জন; গত বছর ছিল ৭৬,৭৪৯ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৩৭৭টি। গত বছর ছিল ২০১৭টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছর ছিল ২৮, এবার সেটি ১৪টিতে নেমে এসেছে। ২৬,৬৮৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবারের পরীক্ষায় ৫০%-১০০% পাস করেছে ২২,৬৫৮টি প্রতিষ্ঠান। স্বাভাবিকভাবে গ্রামের স্কুলের সংখ্যাই অনেক বেশি।

বর্তমান সরকারের চার বছরে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাস করা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাসের হার (%)	জিপিএ ৫-এর সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (টি)	০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১০০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
২০১২	১০,৪৮১৪৪	৯,০৪,৭৫৬	৮৬.৩২	৬৫,২৫২	১৫,৭৩৪	০১	১৪৬৩
২০১১	৯,৮৬,৬৫০	৮,১০,৬৬৬	৮২.১৬	৬২,৭৮৮	১৫,৪৪৯	০১	৭৫০
২০১০	৯,১২,৫৭৭	৭,১৩,৫৬০	৭৮.১৯	৬২,১৩৪	১৫,১৮৩	১০	৫৬১
২০০৯	৭,৯৭,৮৯১	৫,৩৭,৮৭৮	৬৭.৪১	৪৫,৯৩৪	১৫,২১৩	২২	৩৪৩

বর্তমান সরকারের চার বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

২০১২	২,৭৩,০৮৩	২,৪১,৬৭১	৮৮.৫০	১৩,৪৯৭	৯১৭৪	৫	১৭৮৩
২০১১	২,৩৭,৫২৬	১,৯৭,৮৭৪	৮৩.৩১	১২৮০৩	৯১৫৬	১৭	১১৩০
২০১০	২,১০,৪২২	১,৮২,৬০০	৮৬.৭৮	২০,৮১২	৯১৫৫	২৪	২৩২২
২০০৯	১,৮৫,৭২০	১,৫৯,৫১৯	৮৫.৮৯	১৬,৩৩৫	৯০৪৭	১৮	২৩২০

বর্তমান সরকারের চার বছরে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল

২০১২	৯১,১৭০	৭৩,৫৬৬	৮০.৬৯	৩৫২৪	১৭২১	৪	১১৩
২০১১	৮২,৯৮১	৬৭,৫২১	৮১.৩৭	১২০৯	১৬০৭	৫	১১৭
২০১০	৭৭,৯৭৬	৬৪,৫০১	৮২.৭২	৭৯	১৬০৭	৮	৫৮
২০০৯	৭৫,০৫৮	৫৩,২১৬	৭০.৯০	৬৫	১৫৭০	২৩	৫৬

১০. এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ২০১২ সালে ১০টি বোর্ডের গড় পাসের হার ৭৮.৬৭%। এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬১,১৬২ জন; গত বছর ছিল

www.pathagar.com

৩৯,৭৬৯ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩৬টি। গত বছর ছিল ৮৯২টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪টি। এবার ৭,৪৬৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৫০%-১০০% পাস করেছে ৬,০৩৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে।

বর্তমান সরকারের চার বছরে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাস করা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	পাসের হার (%)	জিপিএ ৫-এর সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (টি)	০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১০০% পাস প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
২০১২	৭,৫২,৬৫৮	৫,৬৭,৯৪০	৭৬.৫০	৫১,৮৭৮	৩৪১২	১৯	১১২
২০১১	৬,২২,২৭৭	৪,৫০,২৫৪	৭২.৩৬	৩৪,৩৮৫	৩৩০৪	১৯	৮২
২০১০	৫,৮০,৬২৩	৪,১৬,৯৮৭	৭১.৮২	২৫,৫১২	৩২২২	১৮	৬১
২০০৯	৪,৮৯,১০২	৩,৪৪,৪৮৫	৭০.৪৩	১৮,২২২	৩১৮৫	২১	৫২

বর্তমান সরকারের চার বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষার ফলাফল

২০১২	৮৪,২৪৬	৭৭,৩২৬	৯১.৭৯	৭০৮৭	২৬৪০	২	৭৫৯
২০১১	৭৬,০১৫	৬৮,২৪০	৮৯.৭৭	৪২৯১	২৬৩৩	১	৬৭৮
২০১০	৭৩,৭৯০	৬৩,৮৭৪	৮৬.৫৬	২৯৬৪	২৬২৩	১	৫৩৭
২০০৯	৫৮,৯৭৮	৪৯,৯০৭	৮৪.৬২	১৮৯৭	২৬১৯	১১	৫৭৫

বর্তমান সরকারের চার বছরে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি বিএম, ভোকেশনাল ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফলাফল

২০১২	৮৬,৭০৫	৭৩,১০৬	৮৪.৩২	২২১১	১৩৮৪	৩	১৫৭
২০১১	৬২,৬৫৬	৫২,৬৬২	৮৪.০৫	৭৩৪	১৩০৪	২	১২৮
২০১০	৬৩,৬৭৪	৫২,৫১৮	৮২.৪৮	২৬৩	১৩০২	২	১০৬
২০০৯	৬৪,১২৬	৫০,৪০৩	৭৮.৬০	২৮	১২৫০	৩	১১৮

১১. এসএসসি পরীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১১ সালে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে ১৫,৪৪৯টি স্কুল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫০%-১০০% পাস করেছে ১৪,৮৮৪টি স্কুল থেকে। মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ ১০টি বোর্ডে অংশ নিয়েছিল ২৬,২২৫টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ৫০%-১০০% পাস করেছে ২৫,০২৮টি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা। এই তথ্যই প্রমাণ করে শুধু বড় বড় শহরে নয় গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান বেড়েছে। তবে আরও ভালো করতে হবে।

www.pathagar.com

১২. শিক্ষা বোর্ডসমূহে ২০১০ সাল থেকে জেএসসিতে প্রথমবারের মতো 'ইউনিক রেজিস্ট্রেশন' নম্বর প্রদান চালু করা হয়েছে। আগে এসএসসি ও এইচএসসিতে ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্ট্রেশন করতে হতো। রেজিস্ট্রেশন নম্বরও ভিন্ন হতো। এখন থেকে জেএসসির করা রেজিস্ট্রেশন নম্বরই পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।

সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের মানদণ্ড পুনঃনির্ধারণ

১৩. ২০১০ সালের আগে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে শিক্ষা বোর্ডগুলোর সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হতো। এটিকে আরও সর্বজনীন করা ও মূল্যায়নের পন্থা অধিকতর সঠিক করার লক্ষ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের আগের ২টির স্থলে ৫টি মানদণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেগুলো হলো—পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর হার, পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার ও প্রতিষ্ঠানের গড় জিপিএ। বোর্ডগুলোতে সেরা ২০ এবং একই মানদণ্ডের বিচারে প্রতিটি জেলায় সেরা দশ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে। ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া এখন শুধু রাজধানী ঢাকার নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলোই সেরা নির্বাচিত হচ্ছে না, ঢাকার বাইরের অনেক প্রতিষ্ঠান সেরা তালিকায় স্থান পাচ্ছে। আগামীতে নির্বাচনের চলমান মানদণ্ড আরও নিখুঁত করা হবে। এ পদ্ধতি সকল শিক্ষার্থীর পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

১৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কার্যকরী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাভাষাসহ বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার ব্রত নিয়ে গত ৫ই অক্টোবর ২০১০ তারিখ জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন ২০১০' পাস হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষাসহ বিশ্বব্যাপী হারিয়ে যেতে বসেছে এমন সব ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ঢাকা মহানগরীর রমনা থানাধীন সেগুনবাগিচাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১২ তলা ভিতের উপর বেজমেন্টসহ ৩ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ কাজ ১৬৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০১০-এ সমাপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরে এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত অক্ষর-সমৃদ্ধ দেশসমূহ হলো—আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, চীন, কুক আইল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কাজাখিস্তান, কিরিবাতি, কিরঘিজস্তান, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মার্শাল আইল্যান্ড, মাইক্রোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, নাউরু, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পালাউ, পাপুয়া নিউগিনি, ইরান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, সামোয়া, সিঙ্গাপুর, সলোমন আইল্যান্ড, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর, টোঙ্গা, তুর্কমেনিস্তান, টুভালু, ভানুয়াতু, ভিয়েতনাম।

জাতিসংঘের শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো)-এর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভা (Ms. Irina Bokova) ১১ই মে ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন—আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মাতৃভাষা চর্চা, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর উন্নয়নে ইউনেস্কো সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। তিনি বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

গত ১৫ জুলাই ২০১২ তারিখে পরিদর্শনকালে ইসলামিক এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (আইসেসকো)-এর মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওসম্যান আল্টওয়াইজ্‌রি (Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ওআইসি দেশসমূহের ভাষা গ্যালারি স্থাপন এবং ইনস্টিটিউটের ডিজিটালাইজেশনে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি সারা বিশ্বের মাতৃভাষা চর্চা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

১৫. অবকাঠামোগত উন্নয়নেবিষয়টি একনেকের অনুমোদন লাভ করেছে এবং ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে দেশের নির্বাচিত ৩০৬টি মডেল স্কুল স্থাপন (যেসব উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল নেই এমন সব উপজেলায়) এবং ২৬৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

১৬. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এ উন্নয়ন কাজ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে মোট ৭১টি কলেজে একটি করে

www.pathagar.com

একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, শিক্ষার্থীর আবাসিক হল ও ল্যাব নির্মাণ করা হচ্ছে, এবং প্রতিটি কলেজে অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পটি কাজ শুরু করেছে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৬৫৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ ছাড়াও এর অধীনে ৫৬০০ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি শেষ হবে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৭. সরকারি ইডেন কলেজে ১০০০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে এবং একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে ৩০০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি মিলনায়তন নির্মাণ করা হবে।

১৮. ৩৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, ৩০০০টি পুনর্নির্মাণ, ১৪,৮৩৬টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম, ১০,৮০৮টি টয়লেট, ৭২২২টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ, ৪৫টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩১,৬৮৫টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৭০৯টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, ১,২৭,৯৫৫টি টয়লেট নির্মাণ, ৪০ হাজার নলকূপ স্থাপন, ছাত্রীদের জন্য আলাদা ১৫,২৪৬টি টয়লেটসহ বিশাল কর্মযজ্ঞ সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন

১৯. বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস-বিকৃতি রোধে প্রথিতযশা ইতিহাসবিদদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ইতিহাস-বিকৃতি সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ/সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এতে করে বর্তমান প্রজন্ম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় বীরদের সঠিকভাবে জানতে পারছে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, জনগণের সংগ্রাম—সব কিছু আড়াল করা হয়েছিল। এতদিন ধরে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ করে সঠিক তথ্য ও ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জাতীয় দিবস পালন

২০. দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য জাতীয় দিবসসমূহ পালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় দিবসগুলোতে সরকারি

www.pathagar.com

ছুটির দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ রেখে যথাযোগ্য কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে। এখন প্রতিবছর স্কুল-কলেজে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট, ১৬ই ডিসেম্বর প্রভৃতি দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বীরত্বগাথা আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত ও সাহসী করে তুলছে।

এনসিটিবির অন্যান্য কাজ

২১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক পাঠ্যবই প্রদান, কারিকুলাম যুগোপযোগী করার কঠিন কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক ইন্টার‍্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া শিখন সামগ্রীর উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক মডেল শ্রেণি কার্যক্রমের অডিও-ভিডিও তৈরি, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-সহায়ক উপকরণ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য টেক্সট্ টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার ইত্যাদি তৈরি করা, শিক্ষক নির্দেশিকায় ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিখন-শিখানো কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশিকা প্রদান ইত্যাদি কাজ করছে।

রাজধানীতে নতুন সরকারি স্কুল-কলেজ স্থাপন

২২. রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে ২০১০ সালের পূর্বে ৪১টি থানায় ১১টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও ২৪টি সরকারি কলেজ ছিল। স্বাধীনতার পর ঢাকা শহরের সম্প্রসারণ ঘটেছে, জনসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ; কিন্তু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়েনি একটিও। এই প্রথমবারের মতো ঢাকা শহরে সরকারি উদ্যোগে নতুন ১১টি স্কুল ও ৬টি কলেজ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে সরকার সম্পূর্ণ রাজস্ব খাতের অর্থায়নে ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৪ সাল মেয়াদে 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প' গ্রহণ করেছে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০টি শ্রেণিকক্ষবিশিষ্ট ৬তলা ভিত্তির ৪ তলা একাডেমিক ভবন, অফিস কক্ষ, কমনরুম, শিক্ষক মিলনায়তন, ৪টি ল্যাবরেটরি, ১টি গ্রন্থাগার, ১টি আইসিটি ল্যাব থাকবে। নির্মাণকাজ সমাপ্তির পর প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বই, অফিস, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টার‍্যাকটিভ বোর্ড, ল্যাপটপ, খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। এগুলোর নির্মাণকাজ চলছে। তাছাড়া ৩টি বিভাগে আরও ৭টি নতুন সরকারি হাইস্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে খুলনা বিভাগে ৩টি, বরিশাল বিভাগে ২টি ও সিলেট বিভাগে ২টি।

www.pathagar.com

এমপিও ভুক্তিকরণ

২৩. বিগত জামায়াত-বিএনপি জোট সরকার দেশের নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তি ২০০৪ সাল থেকে বন্ধ রেখেছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা দেশে ১৬২৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/কারিগরি) এমপিও ভুক্ত করেছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারীর কর্মসংস্থানসহ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা

২৪. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর আগে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের সুকুমারবৃত্তির অনুশীলন, অন্য শিশুর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। ৫+ বছর বয়সী শিশুরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। এ পর্যায়ে বইয়ের সাথে ছবি, রং, নানা আকর্ষণীয় শিক্ষা-উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ২০১০ সালে ২২,৮৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭,৫০৬টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৮৬৯টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ মোট ৩১,২০৮টি বিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তাদেরকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। ইতোমধ্যে ৯,২০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন করে শিক্ষককে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২৫. আন্তর্জাতিকভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য থাকলেও বাংলাদেশ তার অনেক পূর্বেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যা সমতা (Gender Parity) অর্জন করেছে এবং এখন তা স্থিতিশীল। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের মডেল দেশে পরিণত হয়েছে।

২৬. উচ্চশিক্ষায়ও ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীর সংখ্যা—৫৫,০৯৫ জন। মোট শিক্ষার্থীর ২৯%। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা—৭০,৯৭৫ জন। মোট শিক্ষার্থীর ২৫%।

২৭. ২০১১ সালের মধ্যেই নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে প্রাথমিক স্তরে ৯৯.৪৭%-এর অধিক শিশু স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এটি ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য থাকলেও আমরা তা অর্জন করেছি সময়ের

www.pathagar.com

আগেই। আমাদের এ অর্জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করছে। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ৪৮% থেকে কমে ২১%-এ নেমে এসেছে।

২৮. শুধু TQI প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৪৫,৬৪০ জন শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অনেককে দ্বিতীয় দফা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০৩ জন শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও শ্রেণিশিক্ষককে বৈদেশিক ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে এবং তাঁরা আবার অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এ প্রকল্প মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য ৩ মাস মেয়াদি সেকেন্ডারি টিচিং সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। সরকারি, বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিএড কোর্স প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের জন্য ৩৫ দিন মেয়াদি প্রি-সার্ভিস কোর্স চালু করা হয়েছে। সরকারি ১৪টি টিটি কলেজে মোবাইল আইসিটি ভ্যান চালু করা হয়েছে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২৩টি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ৩ বার বেস্ট পারফরমিং প্রজেক্ট হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

২৯. SESDP প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,১৭,৭২৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্কুল-মাদ্রাসার, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, ফিল্ড অফিসার, এসএমসির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট ও বরিশাল জোনাল অফিস, যশোর, গাজীপুর ও কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আন্ডার সার্ভড্ এলাকায় নতুন ৬৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২৫০টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম নির্মাণ, ২০টি ই-লার্নিং পাইলট স্কুল, ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা, ২৫০টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ৯,৩৪,৮৯৯ জন ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে—যার মধ্যে ২,৩৩,৪৬২ জন ছাত্র এবং ৭,০১,৪৩৭ জন ছাত্রী।

৩০. প্রাথমিকে প্রায় ৭৮ লক্ষ এবং মাধ্যমিকে প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মেধা তালিকায় প্রায় ১% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

৩১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ হাজারের অধিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও সাড়ে ২২ হাজার জনের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিটি স্কুলে ১ জন করে মোট ৩৭ হাজার জন দপ্তরি নিয়োগের কাজ চলছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুলে প্রায় ২ হাজার এবং স্কুল ও মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নতুনভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৩৫,০০০ জন কমিটি সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার জন বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ পর্যায়ক্রমে সরকারিকরণের ঘোষণা

www.pathagar.com

দিয়েছেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৭ হাজারের অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করেছিলেন। তারপর এই প্রথম আর কোনো সরকার-প্রধান এত বড় ঘোষণা দিলেন।

৩৩. বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও পরীক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অনিয়ম কমে শিক্ষায় মানোন্নয়ন ঘটবে।

৩৪. প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১,৫২২ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ নানা জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সরকার ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে নতুন যোগ্যতা-নিরূপণ মাপকাঠি ঘোষণা করে, যাতে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ বছরের উর্ধ্বে চাকরিকাল ও সিইনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫,৯৩২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের শতভাগ হারে বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। যোগ্যতাবিহীন বাকি ৫,৫৯০ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অনুরূপ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩৫. দেশের অনুন্নত জনপদ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৭-১৪ বছর বয়সী সাড়ে ৭ লক্ষ হতদরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩৭. দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০০ বা ততোধিক জনসংখ্যা সংবলিত ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব স্থাপনের ফলে আমাদের স্কুলে ১০০% ভর্তির লক্ষ্যমাত্রার আরও কাছাকাছি পৌছানো যাবে বলে আশা করা যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

৩৮. মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৩৯. ১০০০টি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩৮ কোটি টাকা।

৪০. ৩৫টি মাদ্রাসাকে আইসিটি ল্যাবসহ মডেল মাদ্রাসা হিসেবে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

৪১. 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদ্রাসা এডুকেশন' প্রকল্পের আওতায় ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।

৪২. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

৪৩. মাদ্রাসা শিক্ষকদের স্কুল/কলেজের শিক্ষকদের সাথে বেতন ও মর্যাদার সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪৪. মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিএড প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

৪৫. এ সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৪৬. আলিম/দাখিল মাদ্রাসা সুপারদের বেতন ভাতা অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকদের ভেতন-ভাতার সাথে সমতা বিধান করা হয়েছে।

৪৭. মাদ্রাসায়ও ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তির মতো বৃত্তি চালু করা হয়েছে।

৪৮. এবতেদায়ি শিক্ষকরা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা বেতন পেয়ে আসছেন। তাঁদের বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৪৯. এবতেদায়ি স্তরের কারিকুলাম উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৫০. দাখিল ও আলিম স্তরের ৪৬ হাজার শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৫১. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষায় এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা, জেডিসি পরীক্ষা সারা দেশে একই সময়ে গ্রহণ করা হচ্ছে। একই সময়ে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে অনলাইনে।

৫২. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বা এর অধিভুক্ত অন্যান্য সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাস করা দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য দেশে এই প্রথম ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স চালু করা হয়েছে। এর পূর্বে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। গাজীপুরের বোর্ডবাজারস্থ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) এক বছর মেয়াদি এ কোর্স পরিচালনা করবে।

কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো

৫৩. আমাদের জাতির সামনে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে—মানবসম্পদ উন্নয়ন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো আমাদের প্রধান কর্তব্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সমাজে গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় ও মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে এবং এর সমস্যা, সমাধান ও করণীয় চিহ্নিত করার জন্য

www.pathagar.com

জুন ২০১০ সালে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ' নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান ও পাঠদানের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশেও প্রশিক্ষণ চলছে। কারিগরি শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেইসাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশ্লিষ্ট কারখানার সাথে যুক্ত করে দিতে হবে। এতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অতীতে আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছিল অবহেলিত। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ কথা মনে রাখতে হবে—আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা ও দক্ষতা দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভবিষ্যতে কমপক্ষে ৫০% শিক্ষার্থীকে এ ধারায় নিয়ে আসা এবং যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে তার নিশ্চয়তা বিধান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৭,৬৯,৬২৩ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ৫,৭৪,৪৫৭ জন অর্থাৎ ৭৪.৬৪% এবং ছাত্রী ১,৯৫,১৬৬ জন অর্থাৎ ২৫.৬৫%।

৫৪. আগারগাঁওয়ে নিজস্ব জমিতে ১০ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৩ তলা নির্মাণ করে কারিগরি অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। শুরু করা হয়েছে অফিস কার্যক্রম। এর আগে কারিগরি অধিদপ্তরের কাজকর্ম চলত আবদুল গনি রোডে অবস্থিত শিক্ষা ভবনে। ইতোমধ্যে সরকার 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ননীতি' অনুমোদন করেছে। সে অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৫৫. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংএ ভর্তির জন্য প্রার্থীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে থেকে অনলাইনে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ তথা পূরণ করে জমা দেয়ার ক্ষেত্রে, শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ, ফল প্রাপ্তি এবং ভর্তির ফি মোবাইল ফোনে এসএসএসের মাধ্যমে জমা দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারছেন। এতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কষ্ট-দুর্ভোগ-ব্যয় বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দুই শিফটে মোট ২৩,৬৫৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

৫৬. ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১২৪৫টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০,২১৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩২০টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ২,৭৮৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২০১০ সালে নতুনভাবে ১৫৪টি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ও তার সঙ্গে ১২৮টি ভোকেশনাল স্কুল এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে।

৫৭. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাকরি-বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে প্রচলিত কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে ইমার্জিং ট্রেড ও টেকনোলজি। যেমন—টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজি, ইলেকট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি ইত্যাদি।

৫৮. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের অফিস স্থাপন করা হয়েছে, এগুলো যথাক্রমে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালে। এর জন্য ১৭৬টি নতুন পদ সৃজন করার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে কাজ চলছে।

৫৯. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যাপক প্রচার এবং জনমত গড়ে তোলাসহ বহু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীসংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৬০. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরু করা হয়েছে।

৬১. ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে ডিপ্লোমা স্তরের ২৬টি প্রতিষ্ঠানে ২য় শিফট চালু করা হয়েছে। এতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১৬০টি।

৬২. ২০১০ সালের ২০-২৬শে জুন প্রথমবারের মতো উদ্‌যাপন করা হয় 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ'। সেখানে আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রদর্শনী, গ্রুপ ওয়ার্কসহ নানা কর্মসূচি সফলভাবে পালন করা হয়েছে। তাই দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬৩. তেজগাঁওস্থ কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

৬৪. উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ২৩টি জেলা ও ৩টি বিভাগীয় শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৬৫. কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিদ্যমান ভোকেশনাল কোর্স মিলিয়ে মোট ৭৯৫টি নতুন কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৬৬. কারিগরি শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে STEP (স্টেপ) প্রকল্পের আওতায় ৬৪ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এবং আরও ১,৬০,০০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৬৭. দেশের সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইন সিস্টেমে চালু করা হয়েছে।

৬৮. সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

৬৯. কারিগরি শিক্ষা লাভ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য শুধু কারিগরি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি'তে (DUET) নির্দিষ্ট করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁরা এতদিন মনে করতেন কারিগরি শিক্ষায় তাঁদের উচ্চশিক্ষায় সুযোগ থাকে না—এ কথাটি আর সত্য নয়, তাঁরা এখন পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় (DUET) থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করছেন।

উচ্চশিক্ষা

৭০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪,৭১,০২২ জন। ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা ১,৯০,২০০ ও ৬০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৮০,৮২২ জন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১,৩৫,১০৫ জন (৭১%) এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫,০৯৫ জন (২৯%)। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ২,০৯,৮৪৭ (৭৫%) এবং ছাত্রীসংখ্যা ৭০,৯৭৫।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আমাদের ডিগ্রি কলেজগুলো পরিচালিত হয়। বিগত জোট সরকারের সময় গভীর সংকট সৃষ্টি করে কলেজ-শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সরকার সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে এর কার্যকারিতা ও মান বৃদ্ধির কাজ শুরু করা হয়েছে। সময়মতো পরীক্ষা না হওয়ার ফলে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা বিরাট সমস্যায় আছেন। এজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কিছু উন্নতিও হয়েছে। এক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ডিগ্রি কলেজ পর্যায়ে বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা প্রায় ১২,৫০,০০০। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি দূরশিক্ষণনির্ভর ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত ও ঝরে পড়া মানুষের মাঝে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা এবং তাদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করাই

www.pathagar.com

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা—২,৪৮,৫১৪। এদের মধ্যে ছাত্র ৫৮.৭৩% এবং ছাত্রী ৪১.২৭%।

৭১. উচ্চশিক্ষার দ্বার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। কারিগরি তথা বস্ত্রখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য ঢাকাস্থ টেক্সটাইল কলেজকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রাঙামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৭২. এছাড়াও নতুন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। আলেম-ওলামা ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সুদীর্ঘকালের দাবি বাস্তবায়নে ইসলামি আরবি-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' অনুসারে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের তালিবাবাদে একটি 'ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে।

৭৩. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা খাতে ২০০৯ সাল থেকে সরকার প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ও উন্নয়ন খাতে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাস্তাঘাট, একাডেমিক ভবন, আবাসিক ভবন, ল্যাব, গবেষণাসহ সকল উন্নয়নের ১০০% ব্যয়ই সরকারকে করতে হয়। অন্যান্য ব্যয়ের ৯৫% বহন করে সরকার। উল্লেখ্য, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার কর্মকর্তা ও ১৬ হাজারের উপরে কর্মচারী রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা ১০,৪৩৫ জন।

৭৪. দেশের মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২' এবং সংশোধিত আইন ১৯৯৮ অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় বর্তমান সরকার তা রহিত করে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' প্রণয়ন করেছে। নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আলোকে উচ্চশিক্ষার মান উন্নীতকরণসহ

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যাচ্ছে, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সকল শর্তপূরণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শর্তপূরণ করে মান অর্জন করেছে।

৭৫. দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩টিতে উন্নীত হয়েছে। অনেকগুলো আবেদন থাকলেও তার মধ্য থেকে নতুন আরও ৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও বিস্তারে ভূমিকা রাখবে।

৭৬. শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনে নিজস্ব একাডেমিক ভবনসহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ করে নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করেছে। অনেকে জমি কিনেছে, স্থাপনা নির্মাণ করছে। ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় মামলার কারণে জটিলতার মধ্যে আছে।

৭৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও তা বিশ্ব-পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০'-এর আলোকে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ২০১২' প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ। শীঘ্রই তা বাস্তবায়ন করা হবে।

৭৮. বাংলাদেশে বিদেশি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বিশ্বদ্যিালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি খসড়া করেছে। তার উপর মতামত গ্রহণ, আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। একে পর্যালোচনাপূর্বক পুনর্বিন্যাস করার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি কাজ করছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় মতামত আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং শেষে প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করা হবে।

৭৯. দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষিত হয়ে আসছে বলে অভিযোগ ওঠায় সরকার বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় পাঠদানে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়েছে।

৮০. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে HEQAEPসহ দুটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য ২০১২ সালে দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে গত বছর ৯৩টি গবেষণা উপ-প্রকল্পে ১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। দেশের উচ্চশিক্ষা খাতের গবেষণায় এর আগে এত বেশি বরাদ্দ আর কখনো দেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

৮১. চীনের উনান প্রদেশ কর্তৃপক্ষ উনানের মানসম্মত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে সম্মত হয়েছে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতী ২০ জনকে ফুল স্কলারশিপ প্রদান করবে উনান প্রদেশ সরকার। এদের টিউশন ফি, থাকা, চিকিৎসা ও যাতায়াতের সকল ব্যয় বহন করবে উনান প্রদেশ সরকার। চীনা প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষা ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। চীনের উনান প্রদেশীয় শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মি. ইয়াং গংঘি (Mr. Yang Gonghe)-র নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি

৮২. আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষাখাতে তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, পরীক্ষার ফরম পূরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রেরণ, পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদনসহ যাবতীয় কাজ এখন অনলাইনে হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার যাবতীয় কাজ, নিয়োগ, মন্ত্রণালয়ের সকল সিদ্ধান্ত, পরিপত্র, সার্কুলার, প্রজ্ঞাপন, বদলি, প্রমোশন, ছুটি, অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্টসহ বিভিন্ন বিষয় এখন অনলাইনে হচ্ছে এবং মুহূর্তের মধ্যেই সকলে জানতে পারছেন।

৮৩. শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষক ডাটা ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের সম্মিলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরীক্ষা সেন্টার, মডারেটর ও পরীক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে। এ কার্যক্রম অন্য বোর্ডগুলোতেও করা হচ্ছে।

৮৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে সকল রকমের শিখন-শেখানো সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক স্তরের ৫০টি বাংলা ভার্শন, ২৬টি ইংরেজি ভার্শন ও প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এনসিটিবি ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এ-টু-আই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১০৯টি পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ওয়েবসাইট (www.ebook.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকসমূহ আপলোড করার কাজ চলছে।

৮৫. সারা দেশের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া আরও ফলপ্রসূ, আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় ও ইন্টার‍্যাকটিভ করার লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২০,৫০০টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর প্রতিটি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরির লক্ষ্যে একটি ল্যাপটপ, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, একটি ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকার প্রদান এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এসব শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও শিক্ষকদের মধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট শেয়ার করার লক্ষ্যে একটি ব্লগ তৈরি করা হয়েছে। এ ব্লগের মাধ্যমে শিক্ষকগণ তাঁদের তৈরিকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট সহজেই আপলোড, ডাউনলোড ও মতামত প্রদান করতে পারছেন এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রয়োগে বদলে যাচ্ছে চিরাচরিত শিক্ষাদান পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের কাছে বিমূর্ত ও জটিল বিষয়গুলো সহজ ও মূর্ত হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করছে।

৮৬. শিখন-শেখানো পদ্ধতি আনন্দদায়ক করা এবং বিমূর্ত ও কঠিন বিষয়সমূহ সহজে উপস্থাপনের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৪১৪টি ইন্টারনেট মডেমসহ ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। এসব ল্যাপটপ দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষা বোর্ডের সাথে কাজগুলো সহজে করতে পারছে।

৮৭. দেশের বিদ্যুবিহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগুলোতে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য ১৭টি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব দু-বছর ধরে ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদেরকে কম্পিউটার সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিচ্ছে। প্রতিটি ল্যাবে ৫টি ল্যাপটপ, ৫টি ইন্টারনেট মডেম, ২টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ওয়েবক্যাম, মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার, পেনড্রাইভ, ইন্টার‍্যাকটিভ বোর্ড, সিডি, স্পিকার ও জেনারেটর রয়েছে।

৮৮. Teaching Quality Improvement in Secondary Education (TQI-SEP)—প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ১টি বিএমটিটিআইয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৮৯. Secondary Education Sector Development Project (SESDP)-এর আওতায় ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৯০. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন (HEQAEP) প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইউজিসি ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ-এর মধ্যে তাদের দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল

www.pathagar.com

ফাইবার নেটওয়ার্ক ২০ বছরব্যাপী ব্যবহার বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) Connectivity স্থাপন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষকদের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এডুকেশন এন্ড রিসার্স নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে Trans Eurasia Information Network (TEIN) সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোধ্যে বাংলাদেশ এর সদস্য হয়েছে। এর ফলে এশিয়া প্যাসিফিক, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকান দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে আমাদের দেশের নেটওয়ার্ক আরও সমৃদ্ধ হবে। এই যোগাযোগ অনেক বেশি গতিশীল ও দ্রুত হবে। এর ফলে বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি তথ্য আদান-প্রদানসহ সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।

৯১. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেল আধুনিকীকরণ : অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে এমপিও সংক্রান্ত তথ্য, বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ, বদলিসহ সকল তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ রাখা হচ্ছে। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, দেশের সকল সরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের PDS Online-এর মাধ্যমে হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরি, এক ক্লিকে সকল জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে অফিস আদেশসহ সকল তথ্য আদান-প্রদান করা, সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। সকল জেলা শিক্ষা অফিস ও আঞ্চলিক অফিসে ইএমআইএস সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৯২. এনটিআরসিএ-তে ২০১০ সালে এনটিআরসিএ অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার্থীগণ কর্তৃক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ, আবেদনপত্র গ্রহণ ও পরীক্ষাকরণ, প্রবেশপত্র প্রেরণ, পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য এবং বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য পরীক্ষার সিলেবাস ওয়েবসাইটে প্রদান, পরীক্ষার ফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজ সম্পন্নকরণ। ভবিষ্যতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ-তে Teachers' Registration Information System (TRIS) স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এনটিআরসিএ-ই বাংলাদেশে প্রথম ছবিসহ পরীক্ষার ফল অনলাইনের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। এনটিআরসিএর সার্টিফিকেটেই প্রথম 2D Barcode Reader সংযোজন করার মাধ্যমে সার্টিফিকেট জালিয়াতির সুযোগ দূরীভূত করা হয়েছে। সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনও 2D Barcode Reader-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

www.pathagar.com

৯৩. আন্তর্জাতিক মেলা ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য ৪টি ক্যাটাগরির ১৭টি সাব-ক্যাটাগরিতে দেশি-বিদেশি কয়েক হাজার প্রকল্প অংশগ্রহণ করে। জুরি বোর্ড তার মধ্যে ৩৮টিকে ফাইনালিস্ট নির্বাচন করে ১৭টি প্রকল্পকে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। ই-এশিয়াতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য 'বিল্ডিং ক্যাপাসিটি' ক্যাটাগরিতে দুটি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। Best ICT initiative for Education Administration and Governance সাব-ক্যাটাগরিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনলাইন ভর্তি পদ্ধতি এবং Best Innovation in Educational Content সাব-ক্যাটাগরিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট প্রকল্প ই-এশিয়া জুরি বোর্ডের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৯৪. শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মাইক্রোসফট্ বাংলাদেশের সাথে সমঝোতা স্মারকের আওতায় ১৩০০০ শিক্ষককে কম্পিউটার বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৯৫. ২০০৯ সাল থেকে এস.এসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার বিষয়টি ৯ম-১০ম শ্রেণির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের কম্পিউটার বিষয় যুক্ত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তা পরবর্তী ক্লাসে চালু হবে।

৯৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থায় ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। সবগুলো ওয়েবসাইটই কার্যকরী রাখা হয়েছে এবং প্রতিদিন তা আপডেট করা হচ্ছে। এগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট ভোক্তাগণ সহজেই সেবা পাচ্ছেন। শিক্ষা প্রশাসনে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের কাজ চলছে।

৯৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩৬০০ জন শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৯৮. শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফল এসএমএস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ ও ফল প্রকাশ অনলাইনে করা হচ্ছে।

৯৯. ব্যানবেইস প্রকাশিত সকল প্রকাশনা ই-বুকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

১০০. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার যুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদনপত্র ও ফি গ্রহণ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

১০১. ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভর্তি কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার যুক্ত করা হয়েছে।

১০২. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য Online Students Registration চালু করা হয়েছে।

১০৩. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সহজতর করে Electronic Students Informatin Form (e-SIF) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০৪. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে।

১০৫. ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার এডুকেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১০৬. ২০০৯ সালে পোস্ট-প্রাইমারি সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ ও জিআইএস সিস্টেম হালনাগাদ করা হয়েছে।

১০৭. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় দেশে ৩১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

১০৮. শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'আইসিটি ইন এডুকেশন মাস্টার প্লান' প্রণয়নের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। ইউনেস্কো ঢাকা অফিস এ কাজে সহায়তা দিচ্ছে।

১০৯. প্রাথমিক শিক্ষা মাঠ পর্যায়ের ১১০৯টি অফিসে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ৫৫টি পিটিআই-তে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।

১১০. পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে এবং সকল শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সকল প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিচিং ম্যাটেরিয়াল প্রেরণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিক্ষা পোর্টাল তৈরি করা হবে। গণিত অলিম্পিয়াডের মতো তথ্য-প্রযুক্তি অলিম্পিয়াড আয়োজন করার লক্ষ্যে প্রত্যেক উপজেলায় একটি স্কুলকে ইনফরমেশন অ্যাক্সেস সেন্টার হিসেবে মডেল স্কুলে পরিণত করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

১১১. এক সময় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের অনেক দুর্নাম ছিল। এসবের পরিবর্তন করা, পুরনো ভাবমূর্তির পরিবর্তে নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তোলা, জনগণকে সেবা দেয়া ইত্যাদির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর

www.pathagar.com

থেকেই অনিয়ম, দুর্নীতি, অপচয়, অব্যবস্থাপনা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ ও চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মাউশিকে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল, দুর্নীতিমুক্ত, শিক্ষা ও শিক্ষক দরদী একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এখনও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। দীর্ঘদিনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জঞ্জালে ভরা এই প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য অনুসারে গড়ে তোলা যে কত কঠিন ও জটিল কাজ তা সমাজের চারদিকে তাকালেই উপলব্ধি করা সহজ। তবে সরকার দৃঢ় ও কঠোর অবস্থান নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিদিন সারা দেশ থেকে এখানে আগত শিক্ষক-কর্মচারীগণকে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা প্রদান, হয়রানি ও দালালের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি থেকে সংশ্লিষ্টদের সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। অধিদপ্তরের নিরাপত্তা জোরদারকরণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজে গতি ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ভবনের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে লবি, অভ্যর্থনা কক্ষ, প্রতিটি তলার করিডোর ও বিভিন্ন কক্ষে ৪২টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। মাউশি অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নসহ একটি অত্যাধুনিক ২০ তলা নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান ভবনে লাইব্রেরি স্থাপন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। গত পৌনে চার বছরে ১০৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরে একটি দোতলা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এটিতে মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের জায়গার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষাভবন চত্বরে এই প্রথম নির্মিত একদিকে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহনকারী ম্যুরাল এবং অন্যদিকে শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রথম লোগো সংবলিত দুটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে শহিদ মিনার।

সরকারি হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীতকরণ

১১২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পদ গত ১৫ই মে, ২০১২ তারিখে এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীত করেছে। এতে দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৭৩২টি সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার পদ উন্নীত হয়েছে।

www.pathagar.com

সরকারি কলেজ শাখার কার্যক্রম

১১৩. ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি মাউশি অধিদপ্তরের সরকারি কলেজ শাখার মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে মোট ৪২২৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, ৩৪৩৩ জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ, ৭৪০৫ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড স্কেল প্রদান এবং ১২১৩টি নতুন পদ সৃষ্টি (প্রভাষক থেকে অধ্যাপক) করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)

১১৪. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমান সরকার এ প্রতিষ্ঠানের বিরাজমান নানা বিশৃঙ্খলা দূর করে নিয়ম-শৃঙ্খলা এনেছে। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীরা পদোন্নতি-বঞ্চিত ছিলেন। সব জটিলতা দূর করে তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে একজন সৎ প্রকৌশলীকে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৩০০০ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, ১৫০০ কলেজ এবং ১০০০ মাদ্রাসার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, যে সকল উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল নেই সেই সকল উপজেলায় একটি করে ৩০৬টি মডেল স্কুল স্থাপন, জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ এবং ২৬৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করার সকল কাজ এ প্রতিষ্ঠানই করছে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। বরিশালে স্থাপনের কাজ চলছে। সরকারি-বেসরকারি ২৮০৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

নায়েম

১১৫. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) হলো বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের ফাউন্ডেশন ট্রেনিংসহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণদানের প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, কম্পিউটার ও আইসিটি কোর্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কোর্স, শিক্ষা গবেষণা কোর্স, অধ্যাপকদের জন্য এসএসসিইউএমস ও সহযোগী অধ্যাপকদের জন্য এসিইএমএস কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১১,৬৩৮ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নায়েমের নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা-অনিয়ম দূর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিগত

www.pathagar.com

সরকারের সময় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রায় অচল ও ৫ বছর পিছিয়ে পড়েছিল। এসকল বিষয়ে বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে অতিরিক্ত কাজ করে বর্তমানে নিয়মিত করা হয়েছে। এখন নিয়মিত ও যথাসময়ে এই কোর্স চলছে। তাছাড়া অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণের জন্য ২টি নতুন অ্যাডভান্সড কোর্স অন এডুকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসিইএমএস) কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন নতুন সৃজনশীল বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। নায়েমের প্রশিক্ষণ ক্লাসরুমগুলো অটোমেশন করা হয়েছে। নতুন একটি মাল্টিমিডিয়াযুক্ত সভাকক্ষ ও একটি আধুনিক সেমিনার কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিনের আধুনিকায়ন হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন শাখা আধুনিকায়ন করে নতুন প্রশাসনিক ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। শহিদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল নামে ১৯২টি আসন সংবলিত ৭ তলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাসকে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ফটো সংবলিত গ্যালারি করা হয়েছে।

১১৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে লাইব্রেরি গড়ে তোলা ও বিদ্যমান লাইব্রেরিগুলো আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনায় শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত এবং হাক্কানী পাবলিশার্স কর্তৃক মুদ্রিত ১৫০০০ পৃষ্ঠা সংবলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৫ খণ্ডের) একটি করে সেট ১৭,৬০৫টি স্কুল-কলেজে সরবরাহ করা হয়েছে।

অবসর ও কল্যাণভাতা

১১৭. বর্তমান সরকারের সময়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানে গুণগত পরিবর্তন আনা হযেছে। তাদের ভোগান্তি, ঘুষ-দুর্নীতি, হয়রানির অবসান করা হয়েছে। অবসর ও কল্যাণভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য চালু করা হয়েছে অনলাইন ব্যবস্থা। অসুস্থ, হজ্জযাত্রী, তীর্থযাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'এখন চেকের পিছনে শিক্ষক নয়, শিক্ষকের পিছনে চেক ছুটবে' নীতি চালু করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

১১৮. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অধীনে পরিচালিত এ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করলেই কেবল বেসরকারি স্কুল-

www.pathagar.com

কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা হয়। বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগে এটি একটি মাইলফলক। বর্তমান সরকারের সময়ে এ প্রতিষ্ঠান ৪টি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ, সারা দেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শূন্য পদের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এ সংক্রান্ত ডাটা ও তথ্যাবলি এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

আন্তর্জাতিক

১১৯. বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বিপুল সাফল্য অর্জনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন 'এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ'-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সদস্য করার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রী এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের দশজন সরকার-প্রধানকে নিয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল 'এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ' তৈরি করছেন, যেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সর্বমোট ১০টি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সরকারপ্রধান সদস্য হিসেবে থাকবেন। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বিশাল অর্জন।

১২০. জাতিসংঘের নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), সবার জন্য শিক্ষার (EFA) লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৮তম কমনওয়েলথ শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত শিক্ষাকর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে ২০১৫ সালের পরবর্তী শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণের লক্ষ্যে সম্মেলনের শেষ দিনে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমনওয়েলথ মিনিস্টেরিয়াল ওয়ার্কিং গ্রুপ (Commonwealth Ministerial Working Group—CMWG) গঠন করা হয়েছে। এর কাজ হলো Commonwealth Recommendations for the Post-2015 Development Framework for Education প্রস্তুত করা। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীও এই CMWG-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সিএমডব্লিউজি'র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হলো—বাংলাদেশ, বার্বাডোস, সাইপ্রাস, ভারত, কেনিয়া, মালাউই, মরিশাস, নাইজেরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলিস, সিয়েরালিওন, তাঞ্জানিয়া ও উগান্ডা।

এ কমিটি সদস্যদের মধ্যে রেগুলার টেলিকনফারেন্স ও অনলাইনে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ চলছে। আগামী নভেম্বরেও কমিটি এক সভায় মিলিত হয়ে 'Commowealth Recommendations for the post-2015 Development

www.pathagar.com

Framework for Education' চূড়ান্ত করবেন এবং তা জাতিসংঘের মহাসচিবের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বাংলাদেশ এর প্রতিটি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। কমনওয়েলথ সদর দপ্তরের ৩ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এ কমিটিকে সব ধরনের সহায়তা করবেন।

১২১. বাংলাদেশে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যুক্ত হয়েছে। এসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন দুর্যোগে মানুষকে সচেতন করা, উদ্ধার করা, ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর মতো মানবকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত হয়েছে। বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা এসব ছাত্রছাত্রী অর্জন করছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের রেড ক্রিসেন্টের কাজে যুক্ত করতে আপাতত লক্ষ্যমাত্রা ১০ লক্ষ।

এমপিও ব্যয়

১২২. বর্তমানে শুধু বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৪,৫৬,৫৯০ জন (স্কুল-মাদ্রাসা ১৬,০৮৬টি, কলেজ-২৩৬৩টি ও মাদ্রাসা-৭৫৯৮টি)। তাঁদের বেতনভাতা বাবদ মাসে ব্যয় হয় ৪২০ কোটি টাকার উপরে। অর্থাৎ শুধু এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ বছরে ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ৫ হাজার ৪০ কোটি টাকার উপরে। এর পরিমাণ প্রতিবছর এমনকি প্রতিমাসেই বাড়ছে। এ বছর আরও অনেক বেশি বাড়বে। নতুন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে এই অর্থের পরিমাণ সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

১২৩. ২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষাখাতের বরাদ্দকৃত বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শুধু মোট বাজেটের ১০,৮৭৩ কোটি টাকার মধ্যে এমপিও খাতে ব্যয় ছিল ৫,৪১৯ কোটি টাকা (৫০%)। উন্নয়ন-ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ২,১৪৩ কোটি টাকা (২০%)। ৩,৩১১ কোটি (৩০%) ছিল আবর্তক ব্যয়। এমপিও ছাড়াও স্কুল-কলেজের সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। মাত্র ২০% উন্নয়ন-ব্যয় দিয়ে অবকাঠামো, গবেষণা, পাঠাগার, আসবাবপত্র, অন্যান্য সৃজনশীল কাজ, কো-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস কতটুকু চালানো সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এমপিওভুক্ত শিক্ষক ছাড়াও সরকারি স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ রয়েছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার

১২৪. দেশজুড়ে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে টিকিউআই প্রকল্পের আওতায়

www.pathagar.com

২০১১ সালে ছোট অথচ অত্যন্ত গুরুত্ববহ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 'মোবাইল হ্যান্ডস অন সায়েন্স এক্সিবিশন ফর স্কুল্‌স্' নামের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার এ কর্মসূচি 'বিজ্ঞানের জন্য ভালোবাসা'র যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬ এপ্রিল থেকে। আনন্দমুখর পরিবেশে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে শিক্ষার্থীদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। পর্যায়ক্রমে ৫০টি প্রত্যন্ত স্কুলে এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একটি মাইক্রোবাসে হাতে তৈরি স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ ও আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখানো হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি, আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি, ক্লাস রুম, পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণাগার প্রভৃতি আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১২৫. সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে ২৬৭২ জনকে। উপজেলা শিক্ষা-কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে আনা হয়েছে। তাদের কাজে গতিশীলতা আনা, মনিটরিং জোরদার করার জন্য বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সবাইকে নতুন মোটরসাইকেল দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রভাষক থেকে প্রফেসর পদে ৪২২৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, প্রায় সাড়ে ৯ হাজার জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে, ৩৪৩৩ জনকে স্থায়ী করা হয়েছে, ১২০০-এর অধিক স্থায়ী-অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১৬২৬ জনকে। এর প্রতিটি কাজ সুদীর্ঘকাল ধরে আটকে ছিল এবং প্রশাসনিকভাবেও ছিল জটিল। এ ক্যাডারেও কোনো সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা ছিল না, আমরা তা চূড়ান্ত করার কাজ করছি। সরকারি শিক্ষকদের অর্জিত ছুটির বিষয়টি সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই তার সমাধান হবে।

১২৬. ছাত্রীদের উপরে নির্যাতন রোধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন বন্ধের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১২৭. ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

শিক্ষা আইন

১২৮. শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় বিদ্যমান আইন-কানুনের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, পরিপত্র, সার্কুলার ইত্যাদি জারি করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান চলছে। তবে এসব বিষয়ে যখনই কোনো মামলা হয়, যথাযথ আইন না থাকায় সরকারপক্ষ প্রায়শই হেরে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত নানা অনিয়ম অসঙ্গতি দূর করা এবং আরও উন্নত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে।

১২৯. কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ভর্তি পরীক্ষার মানসিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে ২০১১ সাল হতে ১ম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এখন ভর্তির জন্য কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। পূর্বে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য শিশু-কিশোরদের কোচিং সেন্টার ও পারিবারিক চাপের শিকার হতে হতো। অভিভাবকদের গুনতে হতো অনেক টাকা।

১৩০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে দেশের সরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়তা প্রদানের জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ২০১১' পাস হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এ অনুযায়ী ফান্ডে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১৩১. বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারীশিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধি, নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ অর্জন জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে আমাদের সহায়তা করছে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, নারী উন্নয়ন প্রতিনিধি সকলের সাথে আলোচনা করে 'যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করেছে।

১৩২. ভর্তি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ৮৩টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ডাবল শিফ্‌ট্ চালু করা হয়েছে। এজন্য ২০০০টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

১৩৩. স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও সচ্ছল অভিভাবকগণের

www.pathagar.com

সহায়তায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুপুরের টিফিন সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৩৪. বাংলাদেশের চর, হাওর-বাঁওড় এলাকার মতো দুর্গম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে ২১০০ শিক্ষণকেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের টিফিন পিরিয়ডে উচ্চ পুষ্টিমান বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।

১৩৫. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও তাদেরকে স্কুলমুখী করার জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় উচ্চ খাদ্যঘাটতি এলাকা হিসেবে বিবেচিত কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় স্কুল ফিডিং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এবং সিডর ইমার্জেন্সি স্কুল ফিডিংয়ের আওতায় আরও ৫ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম করে বিস্কুট প্রদান করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায় ৬টি বিভাগের ৮টি উচ্চ দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলার ২ লক্ষ শিক্ষার্থীকে বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ১১৪২ কোটি টাকার এক প্রকল্পের মাধ্যমে অতি দারিদ্র্যপীড়িত ৮৬টি উপজেলার ২৬.৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে বিশেষ উদ্যোগ

১৩৬. সারা দেশে শিক্ষায় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করে এ সকল অঞ্চলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমগ্র দেশের মধ্যে সিলেট বিভাগ সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। এছাড়া আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকা রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সিলেট বিভাগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অন্য যে কোনো বিভাগের চেয়ে অনেক কম। সিলেটে শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পাসের হার সবচেয়ে কম ছিল। ঝরে পড়ার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। ২০০৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৩২,৪৯২ জন। এর মধ্যে পাস করেছিল ১৫,২৭০ জন। পাসের হার ৪৭.২৭ শতাংশ। ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮,৩৭৬ জনে। এর মধ্যে পাস করেছিল ৫৩,৫৭৯ জন। পাসের হার ৯১.৭৮ শতাংশ। এইচএসসিতে পাসের হার ৮৫.৩৭ শতাংশ। এর পাশাপাশি বেড়েছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা। এ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই পিছিয়ে পড়া সিলেটের শিক্ষা উন্নয়নে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। সিলেট বিভাগের ৪ জেলার শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে সভা

www.pathagar.com

করে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদেরও উদ্যোগী করে তোলা হয়। পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। এখানে ২৪৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিলেট জেলার শিক্ষা এখন তাঁর হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। শিক্ষায় সিলেটের পিছিয়ে থাকার দিন শেষ।

এরকম দেশের অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চল যথা হাওর-বাঁওড়, চর, পাহাড়, সাবেক মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল প্রভৃতি এলাকায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় ফল পাওয়া গেছে।

১৩৭. অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিলেটের সরকারি এমসি কলেজ ও ছাত্রাবাসের পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার স্থাপত্যশৈলী ঠিক রাখা হবে। এজন্য বাজেটে ৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বাড়ানো

১৩৮. সরকার ১লা জানুয়ারি ১৯৮৪ তারিখ থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ১০০ টাকা প্রদান করেছে। ০১-০১-১৯৮৪ তারিখ থেকে সরকার তাদের চিকিৎসা ভাতা ৬০ টাকা হারে প্রদান শুরু করে। ১লা মার্চ ১৯৮৬ তারিখে তা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয় এবং ১লা জুলাই ১৯৯৪ তারিখে চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা হারে প্রদান করে। শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রবল দাবি থাকা সত্ত্বেও পূর্বের কোনো সরকার তা আর বৃদ্ধি করেনি। বর্তমান সরকার তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীঘ্রই এ সম্পর্কিত আদেশ জারি করা হবে।

পৃথক কর্মকমিশন গঠন

১৩৯. সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে এসএমসি বা গভর্নিং বডি ডিজির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এ বিষয়ে স্বজনপ্রীতি, আর্থিক লেনদেন, দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষার মূল আধার। সরকার শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে একটি পৃথক বেসরকারি কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রদান

১৪০. শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি হলো শিক্ষক। শিক্ষকদের অনেক সমস্যা আছে জেনেও বর্তমান সরকার শিক্ষকদের আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। ২০১০ সালে সরকারি

www.pathagar.com

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সাথে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদেরও বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরবর্তী বেতন স্কেল পরিবর্তনের সময় সেটি অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। আমরা জাতির পক্ষ থেকে সব কিছু নিয়ে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াব; কিন্তু মহান পেশা ও জনকল্যাণে নিয়োজিত শিক্ষকদের ত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আমাদের নবপ্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে—সেটিই তাঁদের কাছে জাতির প্রত্যাশা।

ইংরেজি ও গণিতে অতিরিক্ত ক্লাস

১৪১. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)। দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চল, বিশেষ করে হাওর, বাঁওড়, চর, উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মোট ৬৮০৮টি হাইস্কুল ও মাদ্রাসা বাছাই করে এদের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ চলছে। এসব স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষার মান খুবই খারাপ ছিল এবং এসএসসি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার ছিল খুবই কম। তাই এসকল প্রতিষ্ঠানে ২৬০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষক (Master Trainer) প্রেরণ করে শিক্ষকদের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৫৭,১৩৬ জন শিক্ষককে দুই পর্যায়ে ১৮ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ইংরেজি বিষয়ে ৬,৫৯,৯২৫টি ও গণিত বিষয়ে ৬,৫৭,২২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছেন। এসব স্কুল-মাদ্রাসায় এসএসসি পরীক্ষার ফল খুবই ভালো হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে জাতীয় ফলাফলেও।

খেলাধুলা

১৪২. সকল শিক্ষা বোর্ডের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিবছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানমালার গ্রীষ্ম ও শীতকালীন খেলাধুলায় কয়েকটি নতুন ইভেন্ট সংযোজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ২০১১ সাল হতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে। দেশের ৪৮০টি উপজেলার প্রায় পাঁচ হাজার স্কুল-মাদ্রাসায় লক্ষাধিক কিশোর শিক্ষার্থীর জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১১। এ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে ১০০ জন সম্ভাবনাময় ফুটবলার, যাদেরকে

www.pathagar.com

শারীরিক-মানসিক সব রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে তিলে তিলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এরাই আগামীতে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নেবে, জয় করবে এবং বাড়াবে জাতির মর্যাদা।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা

১৪৩. যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা দিন দিন বিশাল বাণিজ্যে পরিণত হচ্ছে। আজকাল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের এধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে। পরিবারের আর্থিক ব্যয় নির্বাহে তাঁরা হিমশিম খাচ্ছেন। আর দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' শীর্ষক এক নীতিমালা জারি করেছে। সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ক্লাস-সময়ের পূর্বে বা পরে নির্ধারিত ফি নিয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবে।

১৪৪. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত এমপিও কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুবিন্যস্ত ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে এমপিও বিতরণ এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে এমপিও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কার্যালয় খুলনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিচার করে সরকার খুলনা অঞ্চলে এমপিও বিতরণ কার্যক্রম পাইলটিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; কিন্তু পাইলটিং হিসেবে খুলনা আঞ্চলিক অফিসে বিকেন্দ্রীকরণের কার্যক্রম আগস্ট ২০১২-এর মধ্যে শুরু করা সম্পর্কে মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে হাইকোর্টের একটি স্থগিতাদেশের কারণে তা বন্ধ আছে।

অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী

১৪৫. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকার অতিশয় সহানুভূতিশীল। তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করে একটি দক্ষতা দেওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনকে বাস্তব কাজে লাগানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। আমরা জেএসসি-এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করেছি।

www.pathagar.com

এখন থেকে নতুন নির্মিত প্রতিটি অ্যাকাডেমিক ভবনে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা ও লিফটের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছি। শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-সহায়ক উপকরণ টেক্সট টু স্পিচ, স্ক্রিন রিডার ইত্যাদি তৈরি করা, শিক্ষক-নির্দেশিকায় ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিখন-শিখানো কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অটিস্টিক শিশুদের জন্য উপযোগী ছাত্রাবাস, শিক্ষা-উপকরণ, আসবাবপত্র, অ্যাকাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন সংবলিত একটি বিশেষায়িত অটিজম অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়া সারা দেশের ১৫,০০০ শিক্ষককে বিশেষ প্রশিক্ষণ, মা-বাবাদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শীঘ্রই একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১৪৬. বাংলা ভাষার দূষণ, বিকৃত উচ্চারণ (যা বলতে আঞ্চলিক উচ্চারণ বোঝাবে না), বিদেশি ভাষার সুরে বাংলা উচ্চারণ ইত্যাদি রোধের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৪৭. কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, আলেম-ওলামা সমন্বয়ে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়েছে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে তাঁরা কাজ করছেন। তাঁদের প্রণীত সুপারিশমালা অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মাদক ও জঙ্গিবাদ

১৪৮. শিক্ষার্থীরা যাতে মাদক থেকে দূরে থাকে, জঙ্গিবাদের সাথে যুক্ত না হয়; সে লক্ষ্যে নানা সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুল-কলেজে এসব বিষয় নিয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, আলোচনা-সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

বখাটে-সন্ত্রাসী প্রতিরোধ

১৪৯. ছাত্রীদের ওপর বখাটে-সন্ত্রাসীদের আক্রমণ, হুমকি ও তাদের উত্তক্ত করা থেকে বিরত রাখা এবং ছাত্রী ও মা-বোনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সর্বাত্মক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত ছাত্রীনির্যাতনের যে কোনো খবর পাওয়ার সাথে সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া

www.pathagar.com

হচ্ছে। নির্যাতিত ছাত্রীর বাড়ি যাওয়া, হাসপাতালে দেখতে যাওয়াসহ সমবেদনা জানানোসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

১৫০. দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৮৩টি সরকারি বালক/বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ডাবল শিফ্‌ট্‌ চালুর ব্যবস্থা এবং এ লক্ষ্যে ৮৩টি সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ প্রায় ২০০০ শিক্ষকের পদ সৃজন করেছে।

এ পর্যন্ত সংক্ষেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের বিগত পৌনে চার বছরে শিক্ষাখাতে সাধিত কতিপয় অগ্রগতির বিষয় উল্লেখ করা হলো। সহজেই এ রকম তালিকা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ধরনের বহু কার্যক্রম চলছে; কিন্তু এ কথাও ঠিক, ইচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছুই এখনও করতে পারা যায়নি। আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের ভুল-ত্রুটিও হয়ে থাকে। অতীতের জঞ্জাল, দুর্নীতি, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা শতভাগ মুক্ত হতে পারিনি। এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত আছে। আমরা চাই সকল স্তরে স্বচ্ছ, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত গতিশীল শিক্ষা-প্রশাসন। আমরা জনগণের অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য এক টাকা দিয়ে দু টাকার কাজ করতে চেষ্টা করছি। অপচয় ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও আমাদের অবস্থান দৃঢ়। আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। আপনারা আমাদের ত্রুটি ধরিয়ে দিন, আমরা শুধরে নেব।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আমরা কঠোর অবস্থান নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। এটা যে কঠিন ও জটিল কাজ তা আমি খুব ভালো করে বুঝি। সমাজের সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে লালিত এই ব্যাধির নিরাময় সহজ নয়। কঠোর আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি সচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধসহ নৈতিক মূল্যবোধ এবং সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জীবনাচরণ সব মিলিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

বিশ্বের যে সকল দেশে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে বাংলাদেশ তার অন্যতম। আমাদের এই দরিদ্র দেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি শিক্ষার্থী (এ বিশাল শিক্ষার্থীর সমান মোট জনসংখ্যা আছে এমন দেশই-বা দুনিয়ায় ক'টি আছে?)। আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর, বহু ধারার শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। সারা বিশ্বে শিক্ষায় সবচেয়ে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয় যে সকল দেশে বাংলাদেশ তার অন্যতম। পুরনো পদ্ধতি, পুরনো শিক্ষাক্রম, পুরনো ধ্যান-ধারণার অধিকাংশ শিক্ষক, সুযোগ-সুবিধার অভাব, বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাবানদের চাপ এবং তাদের চাপের ফলে যথাস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগদানে বাধা। এমনকি আইন ও বিধিমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

কমিটি করাও বড় বাধা। এ ধরনের হাজার সমস্যা কাটিয়ে ওঠা এবং একদিকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অন্যদিকে দক্ষ জনবল, দক্ষ শিক্ষক, দক্ষ পরিচালক সংকট ইত্যাদি তো সচেতন মহলের একেবারেই অজানা নয়।

এ সকল বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে সীমাবদ্ধ সম্পদের ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের এগোতে হচ্ছে। অতীতের অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার কাজ শুরু থেকেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাস্তবতা ও সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষানীতি প্রণয়ন থেকে আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের যে সকল কার্যক্রম হয়েছে তা অতীতে কখনও হয়নি এবং তা কল্পনাও করা যায়নি। এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও বাধা রয়েছে, তা আমরা বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সংশোধন করে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি, আপনারা সকলেই তা উপলব্ধি করবেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করবেন।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১২

www.pathagar.com

বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত এবং 'বিশ্বে শিক্ষার সর্ববৃহৎ কর্মসূচি'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সকল পদ্ধতির প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত (নবম ও দশম শ্রেণি একই বই) সকল শিক্ষার্থীকে বছরের প্রথম দিন (১লা জানুয়ারি) 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস' পালন করে বিনা মূল্যে সকল পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের বছর ভিত্তিক সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পাঠ্যপুস্তকের বিষয় -সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো।

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিষয়-সংখ্যা :

শিক্ষাবর্ষ	সরবরাহকৃত পুস্তক-সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিষয়-সংখ্যা
২০১০	১৯,৯০,৯৬,৫৬১	২,৭৬,৬২,৫২৯	২২২
২০১১	২৩,২২,২১,২৩৪	৩,২২,৩৬,৩২১	২২৩
২০১২	২২,১০,৬৮,৩৩৩	৩,১২,১৩,৭৫৯	২৩৫
২০১৩	২৬,১৮,০৯,১০৬	৩,৬৮,৮৬,১৭২	২৬৫
২০১৪	৩১,৭৮,১২,৯৬৬	৪,৩৩,৫৩,২০১	২৭৬
২০১৫	৩২,৬৩,৪৭,৯২৩	৪,৪৪,৫২,৩৭৪	২৯১
সর্বমোট	**১৫৫,৮৩,৫৬,১২৩টি**		

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বমোট ১৫৫,৮৩,৫৬,১২৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

- ১৭ বছর পূর্বে রচিত পাঠ্যপুস্তক আমাদের সন্তানদের পড়ানো হতো। আধুনিক জ্ঞান-প্রযুক্তি ও সময়ের কোনো ছাপ এর মধ্যে ছিল না। আমরা প্রায় ২ বছর ধরে আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নতুন কারিকুলাম তৈরি করে নতুন বই লিখে নতুন বই ছাপিয়ে শিক্ষার্থীর হাতে আধুনিক যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিচ্ছি।
- আমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তথ্য বিকৃত করে মিথ্যা ইতিহাস ও তথ্য শেখানো হয়েছিল। আমরা প্রথম বছর থেকেই তা পরিবর্তন করে সঠিক ও সত্য ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে।
- ২০১৪ সালে ৪৯ হাজার প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে। প্রাক্-প্রাথমিক পাঠ্য উপকরণ দেওয়া হবে।
- এ বছর থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের কিছু ব্রেইল বই দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধীদের সঠিক কোনো তথ্য বা পরিসংখ্যান নেই। তাই তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করে যার যার চাহিদা নিরূপণ করে সবাইকে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে।

২০১২ শিক্ষাবর্ষ

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ১৭ বছর পর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন। ১৯৯৫ সালে সর্বশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০১২ সালে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১৪৪টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ কাজে বিভিন্ন কমিটিতে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক ও বিষয়-বিশেষজ্ঞসহ আনুমানিক ৬৮০ জন কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।
- নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরে ৭টি পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার ও দ্রুতপঠন পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রথমবারের মতো ষষ্ঠ শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় চালু করা হয়েছে।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ

- নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের অবশিষ্ট ৮৭টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ প্রাক্-প্রাথমিক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ২১৫টি নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। এ কাজে লেখক, সম্পাদক, শ্রেণিশিক্ষক ও বিষয়-বিশেষজ্ঞসহ আনুমানিক ১০৭৫ জন কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন।
- প্রথমবারের মতো ষষ্ঠ শ্রেণিতে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয় চালু।
- প্রথমবারের মতো সপ্তম শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় চালু।

২০১৪ শিক্ষাবর্ষ

- প্রথমবারের মতো প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-সহায়িকা এবং শিখনসামগ্রী প্রণয়ন ও বিনামূল্যে বিতরণ।
- প্রথমবারের মতো সপ্তম শ্রেণিতে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয় চালু।
- প্রথমবারের মতো অষ্টম শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় চালু।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ

- প্রথমবারের মতো নবম শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় চালু।
- প্রথমবারের মতো অষ্টম শ্রেণিতে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং নবম শ্রেণিতে ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয় চালু।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে মাদ্রাসা স্তরের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গতি বিধান।
- প্রথমবারের মতো ইবতেদায়ি স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক চার রঙে মুদ্রণ।

www.pathagar.com

বিগত ৬ বছরে
শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন ও কার্যক্রম

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলমান রাখা।
- গত ৬ বছরে ১৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ১২৩ টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।
- সকল পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর এবং তা www.ebook.gov.bd-তে আপলোড করা।
- ৯৯.৪৭% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে, নানা পদ্ধতি ও কৌশলে ঝরে পড়া কমানো হচ্ছে, যদিও এটা একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।
- ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। পূর্বে ৩৭,৬৭২টির সাথে মিলে বর্তমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩,৯৬৫টি।
- সরকারিকরণকৃত স্কুলের ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- ১৫০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে সরকার নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করছে। অধিকাংশ সম্পন্ন হয়ে গেছে।
- পশ্চাৎপদ দুর্গম অঞ্চলে বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটিতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে সকল আধুনিক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামসহ ৩ তলা ভবন তৈরি করে আধুনিক মানের ৬৩টি হাইস্কুল নির্মাণ করে দরিদ্র পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- যে সকল উপজেলায় সরকারি হাইস্কুল নেই সে-সব উপজেলায় (৩১০টি) সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ অবকাঠামো, আধুনিক টয়লেট, পানি, বিদ্যুৎ, গবেষণাগার, কম্পিউটার ল্যাব প্রভৃতিসহ উন্নত মানের 'উপজেলা মডেল হাই স্কুল' স্থাপন করা হয়েছে।
- পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার পরিচিত করানো এবং প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য ২০১০ সালে ১৭টি মাইক্রোবাসে ১৭টি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করে সমগ্র দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে দেখানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

- দেশে সেরা শিক্ষকদের ক্লাস রেকর্ড করে বিটিভিতে রবি, সোম, ও মঙ্গলবার—ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের ক্লাস প্রচার করা হয়।
- পশ্চাৎপদ ৮৫০০ হাইস্কুলে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা ইংরেজি ও গণিতের অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। ক্লাসের সংখ্যা ১১ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি। এর ফলে ওই সকল স্কুলের মান ও পরীক্ষার ফল পরিবর্তন হয়ে গেছে।
- ৫ বছরে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ৪০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। প্রতিবছর প্রাথমিকে ৭৮ লক্ষ, মাধ্যমিকে ৪২ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় স্নাতক পর্যায়ের ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীকে ৭৫.১৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান। এ বছর ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্ররাও পাবে।
- শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। স্কুলে ১লা জানুয়ারি ও কলেজে ১লা জুলাই ক্লাস শুরু, ১লা নভেম্বর জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা, ১লা ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা, ১লা এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু এবং ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ। গত ৫ বছরে একবারও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।
- ১৭ বছর পর শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করে সংস্কার ও নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।
- ২০,৫০০ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং আরও ৩০০০ প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। প্রাথমিক স্কুল ও কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস স্থাপন হচ্ছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান এবং পরীক্ষায় প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন।
- ইংরেজি, গণিত ও কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ২২৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৬৩ জন শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষাখাতে দুর্নীতি ২৯% থেকে ১২%-এ নামিয়ে আনা। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে শিক্ষায় সকল দেশের গড় দুর্নীতি হচ্ছে ১৭%।
- প্রায় ৮২৪০টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ।
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং ব্যাপক উন্নয়ন।
- সরকারি পলিটেকনিকে ডাব্‌ল শিফ্‌ট্‌ চালু, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যুগান্তকারী উন্নয়ন, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ গুণ বৃদ্ধি। প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় কারিগরি স্কুল স্থাপন। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় হবে।
- ঢাকা মহিলা পলিটেকনিকের উন্নয়ন। ৩টি বিভাগীয় শহরে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক স্থাপন এবং আরও ৩টিতে নতুন ৩টি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া।

www.pathagar.com

- ১০০০ মাদ্রাসায় নতুন বিল্ডিং নির্মাণ, ৩১ মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু, ৩৫ মডেল মাদ্রাসা স্থাপন, দাখিল মাদ্রাসা, হাই স্কুল এবং আলিম, কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বেতন এবং মর্যাদা সাধারণ কলেজের সমান করা হয়েছে। ৫ম শ্রেণির সমাপনী ও ৮ম শ্রেণির জেডিসি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় সংসদে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস। বাস্তবায়নের কাজ শুরু।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলমান রাখা।
- সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদা প্রদান। ৮২টি সরকারি হাইস্কুলে ডাব্‌ল শিফ্‌ট্‌ চালু।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন চলমান রাখা।
- বর্তমানে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৬টি। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০টি। ২০০৯ সালে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩০টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫২টি।
- ৪৮১টি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তি।
- বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- ঢাকা মহানগরে নতুন ১১টি সরকারি স্কুল ও ৬টি সরকারি কলেজ স্থাপন।
- ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় করা হবে।
- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের বড় ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন।
- শিক্ষায় গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
- ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগে প্রতিবছর জাতীয় দিবসসমূহ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট, ১৬ই ডিসেম্বর প্রভৃতি শিক্ষা-পরিবারের সকল স্তরে নিয়মিত পালিত হয়। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একদিন কেন্দ্রীয় কর্মসূচি এবং মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ ও সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করে এই সকল জাতীয় দিবস পালন করা হয়।

www.pathagar.com

নতুন প্রজন্মের শিক্ষার সাফল্যে মায়েদের ভালোবাসা ও মনোযোগ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর মা সদ্যপ্রয়াত আয়শা ফয়েজকে নিয়ে লিখেছেন। অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল একজন বিজ্ঞানী, সার্থক শিক্ষক, জনপ্রিয় লেখক। তাঁর প্রায় সবগুলো লেখাই আমি পড়ি। তিনি আমার একজন প্রিয় মানুষ এবং আমাদের শিক্ষা-পরিবারের একজন তারকা সদস্য। আমরা তাঁর জন্য গর্বিত। 'একজন সাদাসিধে মা' এই শিরোনামে লেখাটি পড়ে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। আরও দশজন সাধারণ মায়ের কথা এবং আমার অতি সাধারণ ও হতভাগিনী মায়ের কথাও আমার মনে পড়ে। নিজের অজান্তে চোখ ভিজে যায়।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের মা একজন রত্নগর্ভা জননী। একজন সাহসী সার্থক মা। তাঁর দূরদর্শিতা, দক্ষতা, সাহস ও কঠোর পরিশ্রমের ফসল তাঁর সফল সন্তানেরা। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছেন। আমি তাঁর জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর তাঁর আরেক বিখ্যাত ভাই আহসান হাবীবের বাসায় আমি তাঁদের মাকে আমার শোক ও সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। এই শোকের মধ্যেও তিনি আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে কথা বলেছিলেন এবং হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত নেত্রকোণার স্কুলের বিষয়ে আলাপ করেছিলেন। আমি তার স্নেহে ও আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি অসুস্থ জেনে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও যেতে সময় করে উঠতে দেরি হচ্ছিল। এরই মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর ভোরে আমি ঢাকার বাইরে একটি জেলায় কাজে চলে গিয়েছিলাম। সভায় থাকার কারণে মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। আমার মেয়ে যথাসময়ে না পেয়ে পরে আমাকে ফোন করে জানায় তাঁর মৃত্যুর খবর। আমি

www.pathagar.com

খুবই মর্মাহত হই এবং জীবিত অবস্থায় দেখতে যেতে না পারার জন্য কিছুটা অপরাধ বোধ করি। সাথে সাথে আমি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে ফোন করি এবং আমার শোক প্রকাশ করে সমবেদনা জানাই। তখনই তাঁর কাছে জানতে পারি, তাঁরা মায়ের মরদেহ নেত্রকোণায় গ্রামের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করার জন্য রওনা হয়ে গেছেন এবং গাজীপুর পাড়ি দিচ্ছেন। আমি আরও হতাশ হলাম। তাঁর মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানোর শেষ আশাও আর থাকলো না।

জনাব হুমায়ূন আহমেদ আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সাক্ষাৎ করে আলোচনা করার জন্য আমাকে তাঁর নুহাশ পল্লীতে আমন্ত্রণ জানান। খুবই আগ্রহ নিয়ে আনন্দের সাথে দেখা করতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জবাব দিয়েছিলাম। তিনি লিখেছেন একুশে বইমেলায় পুলিশ ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। মন্ত্রী এরকম সাধারণভাবে চলে, মানুষের মাঝে আরও দশজনের মতো ঘুরে বই দেখে, কেনে ইত্যাদি নাকি তিনি ধারণা করেননি। তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগেই তিনি চিকিৎসার জন্য আমেরিকা চলে গেলে এই আলোচনা হতে পারেনি—এটা আমার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে আছে এবং একটা মূল্যবান সুযোগ ও অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

সকল মা-ই সন্তানের কাছে প্রিয়। সকল সন্তানই তার মায়ের প্রিয়। এ এক অতুলনীয় ভালোবাসার প্রিয় সম্পর্ক। আমার মা এমনই এক সাধারণ নারী ও মা যাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার বা কারো জন্য শোনার বিশেষ কিছু নেই। লক্ষ কোটি মায়ের মধ্যে এক অতি সাধারণ মা। আমরা আমাদের মায়ের দুই ছেলে, যারা মায়ের চেহারাও মনে করতে পারি না। আমাদের শিশুকালে আমাদের মা জয়তুরা খাতুন তাঁর দুই সন্তানকে মাতৃহীন করে চির বিদায় নেন প্রায় ষাট বছর আগে। আমার বয়স তখন প্রায় ৭/৮ বছর। আমার ভাইয়ের বয়স প্রায় ২ বছর। মাতৃহীন দুই শিশু যৌথ বড় পরিবারে দাদি-চাচিদের স্নেহ, ভালোবাসা ও যত্নে বড় হয়েছি। দাদা, বাবা, চাচারা ভালোবাসা দিয়েছেন উজাড় করে। আমরা ষাট বছর ধরে মাতৃহীন। প্রায় ৩০ বছর ধরে পিতৃহীনও।

আমার ছোট ভাই নজরুল যুক্তরাজ্যে থাকে। প্রায় ৪২ বছর ধরে বিদেশে। পেশায় চিকিৎসক। আমাদের মা সাধারণ গৃহিণী। পরিবারের বড় বউ হিসেবে সফল ছিলেন ও সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন—এ কথা অন্য সকলের কাছে শোনা। তাদের শোক ও দুঃখ প্রকাশ থেকে নিয়মিত শুনে জেনেছি। অন্যদের কাছে মায়ের প্রশংসা শুনে আমরা গর্ববোধ করি।

আমার মায়ের বিশেষ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। আরবি না বুঝলেও খুব ভালোভাবে পড়তে পারতেন। কোরআন শরিফ নিয়মিত তেলাওয়াত করতেন। বাংলা পড়তেন এবং স্বাভাবিকভাবেই বুঝতেন। তবে প্রায় ৬ শত বছর পূর্বে প্রচলিত বাংলা ভাষার প্রমিত লিপির পাশাপাশি 'নাগরিলিপি'র প্রচলন ছিল। এটা ছিল সিলেট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। ৫০ বছর আগেই

www.pathagar.com

তার বিলুপ্তি ঘটেছে। আমার মা নাগরিলিপিতে লেখা বই পড়তে পারতেন এবং তাঁর অনেকগুলো বই ছিল, নিয়মিত পড়তেন।

আমার মা নাগরিলিপিতে লেখা বই খুব ভালোভাবে পড়তে পারতেন। সিলেট ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় এর কিছুটা প্রচলন তখনও ছিল। আমার মায়ের একটি বইয়ের কথা আমার এখনো মনে আছে। বইটির নাম 'কেতাব হালতুন্নবী'। লেখক মুন্সি সাদেক আলী।

অবসর সময়ে এই বইটি পড়তে দেখেছি। প্রতিবেশী মহিলারা মাকে ঘিরে বসতেন। মা শব্দ করে পড়তেন এবং সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। আমি আশপাশে থাকলে লক্ষ করতাম, কোনো সময় শ্রোতারা হাসছেন, কোনো সময় মন খারাপ করছেন। কারো চোখে পানি। আবার হয়তো হাসি। এখন আমার মনে হয় সুখ-দুঃখের কাহিনী।

সেই বইটির চেহারা আমার এখনও মনে আছে। যদিও মায়ের চেহারা ভালোভাবে মনে করতে পারি না। বইটিতে সাদা কাগজের একটি মলাট লাগানো ছিল। কোথায় হারিয়ে গেছে আজও খুঁজে পাইনি। তবে উৎস প্রকাশনের মোস্তফা সেলিম আমাকে সিলেটি নাগরিলিপিতে লেখা ও প্রকাশিত ২৫টি বই উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে ২৭১ পৃষ্ঠার 'হালতুন্নবী' বইটিও রয়েছে।

আমরা প্রার্থনা করি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের শ্রদ্ধেয় মা আয়শা ফয়েজকে আল্লাহ বেহেশ্‌ত নসিব করুন। আমাদের সকল মা-ই যেন তাঁর মতো সুসন্তান জন্ম দেন এবং উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দূরদর্শিতা ও সাহস নিয়ে এই সমাজে দাঁড়াতে পারেন।

গত ক' বছরের উদ্যোগ ও চেষ্টায় আমাদের নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ আমরা প্রায় সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি, তাদের ধরে রেখে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানসম্মত শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।

সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের একটি স্বীকৃত সাফল্য হচ্ছে—আমরা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের সমতা অর্জন করা, আমরা আমাদের দেশে নির্ধারিত সময়ের ৩ বছর পূর্বে ২০১২ সালেই শুধু প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে সমতা অর্জন করতে পেরেছি। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। ছাত্রী-৫৩%, ছাত্র-৪৭%। মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য আমরা অনেক ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে মায়েদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাসরুম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি মায়েদের মনোযোগ ও সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত ৫ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণের বেশি হয়ে বর্তমানে আমাদের সকল ধরনের সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ কোটির বেশি। প্রায় অর্ধেক তাদের পরিবারের প্রথম প্রজন্ম বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তাদের বাবা-মায়েরা

www.pathagar.com

শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। তাদের মায়েরা সকল বাধা উপেক্ষা করে উৎসাহের সাথে সন্তানদেরকে অনেক আশা নিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। আমরা যেন সকল সাধারণ মায়ের আশা পূরণ করে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি—সকল বাধা উপেক্ষা করে এই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অতীতের সকল প্রজন্মের চেয়ে বেশি মেধাবী। তারা আধুনিক জ্ঞান-প্রযুক্তির সুযোগ লাভ করে অনেক বেশি গুণ মানের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম। আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের মেধাবী। তাদের হতাশ ও নিরুৎসাহিত না করে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের সকল সংগ্রাম সার্থক হবে। আমাদের সকল মা অসাধারণ হয়ে উঠবেন, গর্বিত হবেন তাঁদের সন্তানের জন্য। প্রয়াত আয়েশা ফয়েজের জীবন-সংগ্রাম থেকে অভিজ্ঞতা, সাহস ও উৎসাহ লাভ করবেন। তাঁর মতো সার্থক মা হবেন। তাঁর সন্তানের মতো সন্তানে ভরে উঠবে আমাদের দেশ। মা আয়েশা অমর হোন। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, তারিখ : ২৬শে মে ২০১৪

www.pathagar.com

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৩

আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। মঞ্চে উপবিষ্ট আমার সহকর্মীবৃন্দ, এখানে উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরবৃন্দ, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা—আসসালামু আলাইকুম।

২১ বছর আগে আমি আওয়ামী লীগে যোগদান করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন রাজনীতি তো সব সময়ই করেছেন। ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন, এখন জনগণের প্রকৃত শক্তির লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। তাই শিক্ষার (আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক) দায়িত্ব দিলাম, প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিস্তারিত কর্মসূচি ও করণীয় তৈরি করুন। তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন। সুতরাং এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো কার্যকর অবদান রাখতে পারি সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারই পরিচালনায়, আপনারই নেতৃত্বে, আপনারই প্রস্তুত করা হাতে আমরা সেই কাজ করছি। সুতরাং, এসব কৃতিত্ব আপনার । আমি এও জানি কিছু ভুল-ত্রুটি আমাদের আছে, আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা এগোতে পারিনি। সেই সব দায়িত্ব অবশ্যই আমাকে নিতে হবে এবং সে জন্য যে শাস্তি দেবেন সেটা আমি নেব। তবে আপনার নির্দেশনায় আমি আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব।

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছেন, জনগণের রায় নিয়েছেন, এদেশকে পরিবর্তন করবেন, একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলবেন, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি ও পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন—সেই নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে, সেই লক্ষ্য সম্পন্ন করার দৃষ্টি সামনে রেখে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। এই প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি সকল মহলের মতামত গ্রহণ করে। কেউ বলতে পারবেন না, এমনকি বিরোধীদলও বলতে পারবে না যে আমরা তাদের মতামত নিইনি। আমরা সকলের মতামত নিয়েছি, তাই সকলের সমর্থন আমরা পেয়েছি এবং এই প্রথম এই দেশে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে।

আপনারা সবাই জানেন, আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল চরম বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, দুর্নীতি, অবহেলা, অব্যবস্থাপনা এবং নানা জঞ্জালে পরিপূর্ণ। আমরা সেটাকে একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এখন সময়মতো এসএসসি পরীক্ষা হয় ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে। পরীক্ষা শেষে ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়। একবারও ব্যত্যয় হয়নি। এইচএসসি পরীক্ষা হয় এপ্রিল মাসের ১ তারিখে। ৬০ দিনে ফল প্রকাশ হয়, একবারও ব্যত্যয় হয়নি। আমরা জানুয়ারির ১ তারিখে স্কুলের ক্লাস শুরু করতে পারি, আগে মার্চ-এপ্রিলে হতো। জুলাই মাসের ১ তারিখে আমরা কলেজের ক্লাস শুরু করতে পারি, একদিনও ব্যত্যয় হয়নি। এভাবে আমরা ক্লাস শুরু করা, পরীক্ষা দেওয়া ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পেরেছি।

আমাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে আসতে পারে না দারিদ্র্য তথা সামাজিক আর্থিক কারণে, বই-পুস্তক কিনতে পারে না। আমরা এই প্রথম, যার কোনো উদাহরণ দুনিয়ার মধ্যে নেই। আমি জেনে বলছি, জাতিসংঘের ইউনেস্কোর সভায় বলেছি, সেখানেও সবাই বলেছেন এই উদাহরণ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথমবার আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত সবাইকে বই পৌঁছে দিচ্ছি। এ বছর আমরা ২৭ কোটি বই দিয়েছি। কেউ বলতে পারবেন না সারাদেশের আনাচে-কানাচে কোনো স্কুল-মাদ্রাসা বাদ আছে, যেখানে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে বই বিলি হয়নি। তার আগেই আমরা বই পৌঁছে দিয়েছি, যার ফলে পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে শিক্ষা হচ্ছে। নোটবই মুখস্থ করে, নকল করে পাস করার কোনো সুযোগ নেই।

আমরা এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান করছি। ৫ লক্ষের বেশি শিক্ষককে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি। তাঁরা পাঠ্যপুস্তকে পাঠদান করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সৃজনশীল পদ্ধতিতে তাই তাঁরা ভালো ফল লাভ করছেন। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হচ্ছে ভালো, ভালো ফল লাভ করছে। অনেকে বলেন এত বেশি পাস করছে! আমি বলতে চাই—বাস্তবতায় আমাদের ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান পরীক্ষা করে আপনারা

www.pathagar.com

বলুন। তাদের নিরুৎসাহিত ও হতাশ করবেন না, তাদের উৎসাহিত করুন। তারা জেনে পরীক্ষা দিচ্ছে। তারা আরও উন্নততর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

এখন আমাদের পাঠদান হবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে। ইতোমধ্যে তা ২০,৫০০ স্কুলে স্থাপন হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ আরও প্রসারিত হওয়ার ফলে তা বাড়িয়ে ২৩,৩০০ স্কুলে আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করে দিচ্ছি। আমরা ল্যাপটপ দিচ্ছি, মডেম দিচ্ছি, প্রজেক্টর দিচ্ছি এবং টিচার্সদের ট্রেনিং দিয়ে ডিজিটাল Content তৈরি করার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা ইতোমধ্যে সমসংখ্যক শিক্ষককে সেই ট্রেনিং দিয়ে প্রায় স্কুলে আমরা সেই সমস্ত ল্যাপটপ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চালু করে দিয়েছি। এই বছরের মধ্যে (২০১৩) সকল স্কুল মাদ্রাসা ও কলেজে এই মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী। এটি আমাদের বিরাট চ্যালেঞ্জ। আবার এটি আমাদের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা। আমরা আমাদের জনগণকে আধুনিক যুগের জ্ঞান এবং দক্ষতায় পরিপূর্ণ করে একজন প্রকৃত দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেজন্য আমরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছি। আমরা উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে পৌঁছাতে চাই, যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য আমরা আরও দৃষ্টি দিচ্ছি এবং সেদিকে আরও এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার নির্মাতা হিসেবে।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমরা গড়ে তুলতে চাই আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে; সে জন্য আমরা তাদের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষায় নয়, এর পরিবর্তন সাধন করে, গুণগত পরিবর্তন করে নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের আমরা প্রস্তুত করতে চাই। আর সেই শিক্ষা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য। আমরা চাই আধুনিক যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা। কেউ বলতে পারেন ছোট মুখে বড় কথা। আমাকে বলতেই হবে। আমাদের ছেলে-মেয়েদের যদি আমরা বিশ্বমানের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে না পারি আমাদের স্থান আমরা করে নিতে পারব না। তাই আমরা চাই আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা, বিশ্বমানের জ্ঞান, বিশ্বমানের প্রযুক্তিগত দক্ষ মানবশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ, সততা, নিষ্ঠা, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দায়বদ্ধতা এবং তাদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এক পরিপূর্ণ মানুষ আমরা তৈরি করতে চাই, যে পরিপূর্ণ মানুষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ কায়েম করতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা কায়েম করতে পারে—সেই লক্ষ্যেই আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলছি।

www.pathagar.com

অবশ্যই আমাদের মেধাবীরা বিশ্বের সেরা কাজগুলোর মধ্যে স্থান করে নেবেন। সে জন্য তাদের প্রতি আমরা যত্ন নেব। আর সব শিক্ষার্থীকে আহ্বান জানাই—সকলেরই মেধা রয়েছে, আপনারা সবাই তা বিকশিত করার জন্য প্রস্তুতি নিন। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান—আপনারাই আসল শক্তি। আপনারা শিক্ষক হিসেবে আপনাদের অঙ্গীকার এবং নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলেন। আমাদের জনগণ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মই দেশকে পরিবর্তন করে দেবেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। আর সেই দেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তি বাস্তবায়ন করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় বসবাস করতে সক্ষম হব। বিশ্বে মর্যাদার সাথে আসন গ্রহণ করতে পারব।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে আমাদের শিক্ষা-পরিবারের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমাদের আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের শিক্ষার্থীরা, তোমরা সবাই প্রস্তুত হও আরও এগিয়ে যেতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর এদেশকে পরিবর্তন করতে হবে। শেখ হাসিনার স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ, আধুনিক বাংলাদেশ, বিশ্বের মর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নকে আমরা পূরণ করতে চাই—এই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। আপনারই নির্দেশনায়, আপনারই স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করছি। কীভাবে তা আপনি নিজে স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছেন। আপনার হাত থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে মেধাবীরা যারা অবহেলায়, অনাদরে, দূরাঞ্চলে পড়ে ছিল তাদেরকে আমরা তুলে নিয়ে এসেছি আপনার সামনে। আপনি তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের সবাইকে উৎসাহিত করেছেন। আমরা আশা করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে। দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই—দেশবাসী বলছেন শিক্ষায় অনেক উন্নতি হয়েছে, আপনাদের সন্তানরা আরও বেশি জানছে তাদেরও আহ্বান জানাই—এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। মাঝখানে ছেড়ে দিলে এই লক্ষ্য পূরণ হবে না। আমি আশা করব আমাদের দেশবাসী সেই দিকে বিবেচনা করবেন। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য শেখ হাসিনা যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাকে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। তা না হলে আমরা সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। আমি আবারও আপনাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

তারিখ : ২৩.০৪.২০১৩, স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় :
সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম

গত ৩০শে জুন ২০১৪ আকস্মিকভাবে টিআইবি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একটি 'গবেষণা রিপোর্ট' প্রকাশ করে। রিপোর্টটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঢালাওভাবে সমালোচনা, আক্রমণ এবং হেয় করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, টিআইবির 'গবেষণা' দলটি মূলত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই গবেষণার নামে না জেনে তড়িঘড়ি করে একটি ভিত্তিহীন প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এতে অনেক সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।

সূত্র হিসেবে 'তথ্য দাতার মতে' উল্লেখ করে—যত ধরনের দুর্নীতির কৌশল তাঁরা শিখেছেন, তার সবগুলো রিপোর্টের একটি ছকে লিখে গণমাধ্যমে প্রকাশ করার জন্যই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরেছেন। এতে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে এবং মঞ্জুরি কমিশনে বিভিন্ন বিষয়ে যে কোনো কাজে ঘুষ দিতে হচ্ছে। এর পরিমান সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত। এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে অর্থ প্রদানের পরিমাণের কথা বলা হলেও কাকে, কোন কাজে, কোন সময় ঘুষ দেওয়া হয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্যই দেওয়া হয়নি। টিআইবির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল, আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, বরং এর অনেক কর্মকর্তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা বিভিন্ন সময় প্রকাশ্যেই বলেছি।

আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়াকে আমরা সবসময় স্বাগত জানিয়েছি এবং আজও জানাচ্ছি। টিআইবির সমালোচনা এবং ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াকেও স্বাগত জানাই; কিন্তু এসব বিষয় সত্য, বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। তা না হলে ভালো

www.pathagar.com

কোনো কাজের সহায়ক না হয়ে তা ক্ষতিকর হবে এবং সাধারণ জনগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভ্রান্ত করবে।

সৎ উদ্দেশ্যে যদি কোনো ভুল সমালোচনাও করা হয় বা ভুল কোনো আক্রমণ করা হয় তা হলেও আমি কখনো তার প্রতিবাদ না করে বরং সে সকল বিষয় বারবার বোঝার চেষ্টা করি এবং আমার কোনো ভালো কাজও অন্যের দৃষ্টিতে ভুল মনে হচ্ছে কি না—তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, নিজেকে সতর্ক করি।

টিআইবি বলেছে—এই রিপোর্ট তাঁরা দুই বছর ধরে 'গবেষণা' করে তৈরি করেছেন। তাঁরা দু-বছর ধরে গবেষণা করলেন, কিন্তু তার মূল আক্রমণের লক্ষ্যস্থল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরি কমিশনের সাথে একটিবারও যোগাযোগ বা মতামত নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের সাথেও কোনো আলোচনা করেছেন বলে তথ্য দেননি। এ গবেষকদের মধ্যে একজনসহ ৩রা জুলাই ২০১৪ একটি টেলিভিশন চ্যানেলের আলোচনায় উপস্থাপক টেলিফোনে আমাকে ৩ মিনিট কথা বলার সুযোগ দেন। আমি প্রথমেই বলি 'আমাদের সম্পর্কে বা আমাদের কাজের সমালোচনা সম্পর্কে টিআইবির যে কোনো বক্তব্য আমরা স্বাগত জানাই। তবে আমরা আশা করব—তা সত্য, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল হবে। টিআইবির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল।'

এই 'গবেষক' আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গোলাম রহমানের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—তাঁরা রিপোর্ট প্রকাশের দিন মন্ত্রণালয়ে কপি পাঠিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ৭ই জুলাই ২০১৪ সোমবার আনুমানিক বেলা পৌনে একটায় সচিবালয়ের গেটে কেউ একজন একটি রিপোর্টের কপি জমা দিয়ে গেছেন। সেখান থেকে মন্ত্রণালয়ের রিসিভ শাখার মাধ্যমে আমরা তা পেয়েছি। যিনি প্রকাশ্যে এরকম একটা মিথ্যা কথা বলতে পারেন, তাঁর রিপোর্টকে সত্য বলে আমরা কীভাবে গ্রহণ করতে পারি? ঐ টকশোতেই বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বারবার বিভিন্ন প্রশ্ন করে প্রমাণ করেছেন—এই রিপোর্ট কোনো গবেষণা রিপোর্ট হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

গত ৬ই জুলাই ২০১৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতিদের সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ স্যার বলেছেন—এটা 'অনভিজ্ঞ, কাঁচা হাতের' রিপোর্ট, কোনো গবেষণা রিপোর্ট নয়।

সে সভায় ড. ফরাসউদ্দিনসহ সকল বক্তাই সমালোচনা ও নিন্দা করে বলেছেন এটা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢালাওভাবে অনুমানভিত্তিক পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনো উদ্যোক্তা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুসারে সকল শর্তপূরণ করে আবেদন করলে তা ইউজিসি তদন্ত করে রিপোর্ট দিলে বিবেচনাযোগ্য হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

www.pathagar.com

সুপারিশের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদন পায়। ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনয়নের জন্যে ট্রাস্টি বোর্ড ৩টি করে নাম প্রস্তাব করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহামান্য চ্যান্সেলরের দপ্তর হিসেবে হুবহু ওই প্রস্তাবের একটি সারমর্ম তৈরি করে সাথে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। তিনি চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে যে সিদ্ধান্ত দেন, তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি চিঠি দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেয়।

একটি সময় ছিল যখন আমাদের দেশের আসন-স্বল্পতার কারণে প্রায় আড়াই লাখের উপর ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে পড়া-লেখা করতে যেত। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে আরও কম খরচে অনুরূপ উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ওই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিদেশ গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে না। এতে একদিকে যেমন দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

অধিকন্তু বর্তমান সময়ে নিকটবর্তী দেশসমূহ যেমন—ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভারত, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। বিগত ২০১২ সালের তথ্য অনুসারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৪০ জন এবং বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৬৪২ জন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২৭৪ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, টিআইবির ঢালাও মন্তব্যসংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে দেশের বাইরে এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশে মানসম্পন্ন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বরং যা আছে তা শুধু দুর্নীতি। লেখাপড়া বলে কিছু নেই। ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও পুনরায় বিদেশে গিয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহী হবে।

যে সকল দেশের শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে লেখাপড়া করে সে সকল দেশের একটি থেকে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত আমাকে টেলিফোন করেছেন—তাঁর কাছে ২১ জন ছাত্রের অভিভাবকরা এসে বলেছেন টিআইবির রিপোর্ট দেখে তারা শঙ্কিত, তাঁদের সন্তানদের বাংলাদেশে পড়াতে পারবেন কি না? এই হলো—টিআইবির এই দেশবিরোধী রিপোর্টের ফল। বিদেশে ভাবমূর্তির এই সংকট সৃষ্টির দায় কে নেবে?

দুঃখের বিষয়, তথাকথিত 'গবেষণার' নামে নিজ দেশের সাফল্য, অগ্রগতি, সমস্যা কাটিয়ে ভালো পথে অগ্রসর হওয়াকে যারা চাপা দিয়ে ঢালাওভাবে নেতিবাচক ও বিরূপ প্রচার করে ভয়াবহ চিত্র বানিয়ে নিজ দেশকে সর্বনাশের পথে

www.pathagar.com

ঠেলে দিতে চান; তাঁরা দয়া করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। দেশ ও জাতির সর্বনাশ করা থেকে বিরত থাকবেন, এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টির কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে এবং লিখিতভাবে এই সকল পর্যায়ে তাঁদের কোনো অর্থ দিতে হয়নি বলে ৬ই জুলাইয়ের সভায় ঘোষণা দিয়ে গেছেন। এত কিছুর পরও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক জনাব ইফতেখারুজ্জামান কোনো বিবেচনা না করে ওই 'গবেষকের' ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্টকে কেন সমর্থন করছেন—তা বোধগম্য নয়। আমি এবং আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি বিষয়টি তিনি নিজে পুনর্বিবেচনা করবেন এবং সঠিক অবস্থান নেবেন। ইউজিসি বিধি-বিধান অনুসারে নিয়ম মেনে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করে; যে কেউ যাচাই করে দেখতে পারেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমি যেদিন প্রথম যোগদান করি সেদিনই ঘোষণা করেছি—স্বচ্ছ, দক্ষ, গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা-প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে শিক্ষায় সুশাসন গড়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে।

যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুর্নীতি শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য সাড়ে পাঁচ বছর ধরে লড়াই করছে, এজন্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও আমরা মোটেও সন্তুষ্ট নই। দুর্নীতি কমলেও কিছু ক্ষেত্রে এখনো বিদ্যমান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পুরো শিক্ষা-পরিবার) তো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সমাজের যে সকল ব্যাধি আছে তা দ্বারা আক্রান্ত হবে—এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়; কিন্তু আমরা যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি তার কি কোনো মূল্য নেই?

অনিয়ম, দুর্নীতি, বেআইনি কাজের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এজন্য বহু মানুষের শাস্তি হয়েছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির নানা ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালানো হচ্ছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস ও আমাদের বিরামহীন সংগ্রামের বিবরণ এখানে সীমিত পরিসরে দেওয়া সম্ভবও নয় বা তা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেও পাঠকদের ক্লান্তি বৃদ্ধি পেতে পারে।

১৯৯২ সালে একটি আইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। ১৯৯৮ সালে সংশোধন করা হয় এই আইন। ২০০৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরিসহ যে সকল শর্ত পূরণ করার কথা থাকলেও মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১৫ বছরে কিছু শর্ত পূরণ করে। বাকিগুলোর একটিও নিজস্ব ক্যাম্পাসের শর্ত পূরণ তো দূরের কথা; তারা বাসাবাড়ির ফ্ল্যাট, শপিং সেন্টারে, গার্মেন্টসের উপরে বা নিচে ঘর ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবসা চালাতে থাকে। মুনাফার জন্য এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মহানগরে সার্টিফিকেট বিক্রিসহ ব্যবসা চালায়। বিভিন্ন স্থানে আউটার ক্যাম্পাসও চালায়।

www.pathagar.com

২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর, এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে শর্ত পূরণ করে যথানিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য চাপ দিই। তাদের সাথে অন্তত ২০টি বৈঠক করে তাদের বুঝিয়ে রাজি করিয়ে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' তৈরি ও সংসদে পাস করিয়ে কার্যকর বা বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আমরা চালাই। অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে এবং অনেকে বাধা দিলেও সকলের সহযোগিতায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের আওতায় আনতে সফল হই।

তবে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত পূরণ না করে অনিয়ম, বেআইনি শাখা খোলা, মুনাফা, দুর্নীতি, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি চালাতে থাকে। কোনোভাবেই শর্ত পূরণ করে আইন মেনে চলতে না চাইলে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের বেআইনি কাজ ও অনিয়মের জন্য মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কিন্তু এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ইস্যুতে উচ্চ আদালতে আবেদন করে স্টেঅর্ডার নিয়ে টিকে আছে। মামলার আওতায় থাকায় এগুলোর বিরুদ্ধে আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না। তবে আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে বৈঠক করে মামলাগুলো নিষ্পত্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের সকল কাজেই যেমন সফলতা আছে, তেমনি ভুল-ত্রুটিও আছে। আমাদের সীমিত সম্পদ, নানা ধরনের বাধা, দক্ষ জনবলের সমস্যা ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। আমরা সকলের সাহায্য চাই, পরামর্শ চাই, ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে সংশোধন করে দেবেন এটি আমাদের প্রত্যাশা।

আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ ক্রমান্বয়ে মান উন্নয়নের জন্য পেছনে লেগে থাকায় শর্তপূরণ করে বর্তমানে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি নিজস্ব জমি কিনে অবকাঠামো নির্মাণ করে নতুন ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালু করেছে। ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনে আংশিক নির্মাণ সমাপ্ত করে নতুন ক্যাম্পাসে কার্যক্রম আংশিক চালু করেছে। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে ও ১১টি জমি কিনে ক্যাম্পাস নির্মাণের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। যারা শর্ত পূরণ করেছে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অন্য যারা আংশিক ও প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করেছে তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের পূর্বের অবস্থার সাথে তুলনা করলে বর্তমানের অবস্থা রাত-দিন পার্থক্য—এটা আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা। এই খাতকে আমরা বর্তমানে সফল করে তুলেছি। বর্তমানে এই সম্ভাবনাময় খাতকে উন্নত করা এবং মানসম্মত গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা করতে হবে। আবার শর্ত থাকতে হবে, তাঁরা যেন অনিয়ম বা আইন লঙ্ঘন না করেন।

www.pathagar.com

বিগত সাড়ে ৫ বছর ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে চরম বিশৃঙ্খলা ও নাজুক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ একটি সম্ভাবনাময় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠছে। যদিও কিছু প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম, ব্যর্থতা, স্বার্থপর ও মুনাফালোভী মনোভাবসহ অনেক চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান ও বিশ্বমান অর্জন এবং শিক্ষার সকলক্ষেত্রে সফলতা অর্জন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আমরা সচেতনভাবে এ সংগ্রামে এগিয়ে যাচ্ছি।

ইউজিসিকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য আমরা আইনের খসড়া তৈরি করে মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য জমা দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধান, রেটিং নির্ধারণ, উন্নয়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল করার জন্য খসড়া বিধি চূড়ান্ত করেছি। আমরা পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই আমাদের সন্তান, আমাদের ভবিষ্যৎ।

আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩৫টি এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৬১%। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সফল করার সংগ্রামে সকল মহলের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি। এই বেসরকারি খাতকে সঠিক ধারায় গড়ে তুলতে হবে। এজন্য আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আইন মেনে চলতে হবে। যাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আইন অমান্য করে অনিয়ম দুর্নীতি ও মুনাফার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় করে ব্যবসার জন্য এসেছেন, তাঁদের এই ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় চলে যেতে হবে। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা ও মুনাফা করা চলবে না। দেশের বাস্তবতার বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি, ভর্তি ফি কীভাবে আরও কমিয়ে সাধারণ পরিবারের সন্তানদের সুযোগ বাড়ানো যায় সে কথা বিবেচনা করবেন।

আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্মকে বর্তমান যুগের বিশ্বমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ করে গড়ে তোলার কাজে সকল মহল সহযোগিতা করবেন, আমাদের ভুল ধরিয়ে শুধরে দেবেন—দেশবাসীর কাছে এই বিনীত নিবেদন।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত, জুলাই, ২০১৪

www.pathagar.com

ক্যাম্পাস জীবন এক ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া

উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সকল উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে আমাদেরও উত্তরসূরি অনেক প্রজন্মের ক্যাম্পাস জীবনও বের করে আনা সম্ভব হবে এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর যে যোগসূত্র তৈরি হবে এবং অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে সামনে এগিয়ে চলার পথে অবদান রাখবে, তার গুরুত্ব হবে অপরিসীম। আমাদের সময়ের দু-একটি কথা বলার জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এটাকে আমি সম্মান হিসেবে গ্রহণ করছি এবং সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অত্যন্ত সীমিত। যেটুকুও-বা আছে তাও প্রকাশ করার দক্ষতা আরও সীমাবদ্ধ।

সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতা সব সময়ই বিদ্যমান। শত বাধা সত্ত্বেও সমাজ সব সময় পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। তাই প্রতিটি প্রজন্মেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাঁদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। এজন্য প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে নানা বিষয়ে একটা পার্থক্য ফুটে ওঠে এবং বিতর্কেরও সৃষ্টি করে। প্রবীণরা সব সময় মনে করেন এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবীনরা তাঁদের পূর্বপুরুষ ও সমাজের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আবার নবীনরা মনে করেন প্রবীণরা রক্ষণশীল, তারা আধুনিকতাবিরোধী। এটাকে আমি অস্বাভাবিক মনে করি না। এটাকে বলা হয় 'জেনারেশন গ্যাপ'। তবে আমি মনে করি, নবীনদের আধুনিক ও নতুন নতুন চিন্তা-চেতনা গ্রহণের যে উদ্যোগ ও আগ্রহ থাকে তাকে উৎসাহিত করা উচিত। সেই সঙ্গে নবীনদের একথাও বিবেচনায় রাখতে হবে তাঁদের পূর্বসূরি প্রবীণরা তাঁদের জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার মূল্য অপরিসীম। তাই এই অভিজ্ঞতা এবং আমাদের সমাজ, জাতি ও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য শিক্ষা ও ধারাবাহিকতা থেকে নিজেদের আলাদা করে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছুই জাতি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে না।

www.pathagar.com

শেকড়ের সাথে আমাদের সম্পৃক্ত থেকেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সব সময় একটা সমন্বয় ও ভারসাম্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সমাজবিকাশের নিয়মেই আর্থ-সামাজিক উন্নতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে সমাজে এবং জনগণের মানসিকতায় যে পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত তা সকল সময় সকল ক্ষেত্রে এমনকি মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করছে। অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, জ্ঞান এবং সমাজ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা—এসব কিছুকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করতে পারে। আমাদের নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। আমাদের সময়ে আমাদের প্রজন্মের কাজ, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বপালন, আমাদের সংগ্রামের সাফল্য-অর্জন সবই বেঁচে থাকতে পারে আমাদের বংশধরদের কর্মের ধারাবাহিকতায়। আমাদের কর্মের মূল্যায়ন ও তার ভালোমন্দ বিচার করে রক্ষা অথবা বর্জনের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই পরের প্রজন্মগুলোর উপর বর্তাবে। আমরা কেউই ব্যক্তি হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকব না; কিন্তু প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই প্রতিটি প্রজন্ম তার সময়ের কর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে। সকল প্রজন্মের সময়ই একই ধরনের বড় ঘটনা ঘটে না; কিন্তু সকল প্রজন্মের ছোট-বড় সকল ঘটনা একটি সুতার মালায় গেঁথেই তৈরি হয় পুরো জাতির ইতিহাস, হাজার বছরের ইতিহাসে প্রতিটি প্রজন্মের কীর্তির সমাহার ঘটে ধারাবাহিকভাবে। আমরা যেমন প্রতিটি মানুষ ও কর্মে আলাদা, তেমনি ইতিহাসে আবার আমরা একই সুতায় বাঁধা—এ এক চলমান প্রক্রিয়া।

আমাদের ক্যাম্পাস জীবন এবং আজকের সময়ের মধ্যে বহু কারণেই পার্থক্যের সীমারেখাটা অনেক বেশি। সময়ের একটা বড় ব্যবধান তো আছেই। সেই সঙ্গে বিগত প্রায় তিন-চার দশকে সমাজ-জীবনে, বিশ্ব-পরিস্থিতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নয়ন ও বিকাশ এবং অতীতের তুলনায় গতিশীল পরিবর্তনের কারণে একই সময়সীমায় অতীতে যেসকল পরিবর্তন হয়েছে তার চেয়ে অনেকগুণ পরিবর্তন হয়েছে সর্বক্ষেত্রে এই সময়ে। তাই আমাদের প্রজন্মের থেকে বর্তমান প্রজন্মের পার্থক্যও অতি সহজেই লক্ষণীয়। আমি এটাকে খুব স্বাভাবিক মনে করি। তবে একথাটা নিঃসংকোচে স্বীকার করছি—অনেক কিছু নিজে নিজেই যুক্তির বিচারে মেনে নিয়েও মনের মধ্যে একটা দ্বিধা অনুভব করি। আমাদের অভিভাবকরা আমাদের সাথে যে পার্থক্য লক্ষ করতেন, এখন আমাদের সন্তানদের সাথে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি পার্থক্য দেখতে পাই। আবার তারা ওইটুকু মেনে নিতে যতটুকু বাধা দিতেন, আজ আমরা এরচেয়ে অনেক বেশি কিছু অতি সহজেই মেনে নিতে পারি।

আমাদের সময় ও প্রজন্ম এবং বর্তমান সময় ও প্রজন্মের মধ্যে একটি মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। তখন আমরা ছিলাম পরাধীন। পাকিস্তানের শাসন-শোষণ-নিপীড়ন এবং সার্বিক বঞ্চনার পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বেড়ে উঠেছি। আমাদের মানসিকতায় ওই পরিস্থিতির চাপ ও প্রভাব ছিল তীব্র।

www.pathagar.com

আজ ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ত্যাগ, দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে আমাদের নবীন প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে ও উঠছে এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতায় জীবন গড়ে তুলছে।

আমাদের প্রজন্ম সৌভাগ্যবান যে, আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলাম তরুণ এবং ওই সকল সংগ্রামের কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বয়স অর্জন করেছিলাম। একটি জাতির জীবনে হয়তো এই সুযোগ ও গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য একবারই আসে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমাদের জন্ম সার্থক হয়েছে—আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে লড়াই-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমাদের প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ তরুণ-যুবক-ছাত্র দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন। অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বেঁচে গেছি, অনেক সহকর্মী, বন্ধু, সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। ওই সকল ঘটনা ও স্মৃতি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ। আমাদেরকে এ থেকে আলাদা করে বিচার করতে পারি না। ওই সহকর্মী বন্ধু সহযোদ্ধারা শুধু কল্পনায় নয়, আমাদের হৃদয়ের গভীরে স্থান দখল করে আছেন। তাঁদের কাছে আমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত দায়বদ্ধ। এ দায়বদ্ধতা থেকে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে শহিদের স্বপ্ন—দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মুক্ত, উন্নত, সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা কর্তব্য।

আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সিকি শতাব্দী ধরে সংগ্রাম, নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। এই অধ্যায়ের মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা এই গৌরবময় অধ্যায়ে ছাত্র-আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমাদের ক্যাম্পাস জীবনে ওই সকল সংগ্রাম ও ঘটনাই ছিল প্রধান বিষয়। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে যখন গণহত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তাদের প্রধান টার্গেট ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ছাত্রাবাস বা হলগুলো। ওই রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও ওই এলাকায় যাঁরাই তখন অবস্থান করছিলেন তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সকল সংগ্রামের সামনের সারিতে, তাই শত্রুর গণহত্যা ও ধ্বংসের তালিকায়ও ছিল প্রথম টার্গেট।

আমি সিলেট এমসি কলেজ থেকে বিএ পাস করে ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। এমসি কলেজ ছিল দেশের সেরা ২/৪টি কলেজের অন্যতম। স্কুলে পড়ার সময় যেমন এমসি কলেজে পড়ার স্বপ্ন ছিল, তেমনি কলেজে পড়ার সময় স্বপ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার। আগেই বলেছি স্কুলের শেষ বর্ষ থেকেই ছাত্র-আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ি। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা থেকেই প্রথম মিছিলে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করে রাজপথে নেমেছিলাম, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল, বরং আরও দায়িত্বশীল হয়ে অনেক কাজ করতে হয়েছে। আমার কথায় বারবার ছাত্র-আন্দোলনের কথাই এসে যাচ্ছে। তখন আমাদের মনে হয়েছে, লেখাপড়ার চেয়ে স্বাধীনতার জন্য, দেশের জন্য, জনগণের জন্য সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করাই জীবনের সার্থকতা। তখন ছিল আমাদের জাতির এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। এক বিশেষ পরিস্থিতি।

দেশের জনগণের সন্তান হিসেবে, শিক্ষিত সংগঠিত অংশ হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্রসমাজ দায়িত্ববোধ থেকেই ওই সকল আন্দোলনে সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। তবে প্রধানত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর সমস্যা, অধিকার, শিক্ষার ন্যায্য দাবি, ব্যয় প্রভৃতি সব সময়েই প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমানের মতো দলীয় রাজনীতির লেজুড় হিসেবে ছাত্ররাজনীতি বিবেচিত হয়নি। সাধারণ ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমর্থন নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি সামনে এসেছে এবং সংগ্রাম হয়েছে। আমাদের সময়ে প্রধান দুই ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ ছাত্রসমাজের স্বার্থ এবং জাতীয় প্রধান ইস্যুগুলোতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছে। এই দুই সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হলে সাধারণ ছাত্ররাও সমর্থন করেছে। আইয়ুব খানের সমর্থক ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) সরকারি দালাল হিসেবে গুণ্ডাদের প্রাধান্যকারী সংগঠন হিসেবে পরিচিত ছিল, তাদের সমর্থনও ছিল সীমিত। জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রসংঘ (বর্তমান নাম ছাত্রশিবির) ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছে। শক্তি কম হলেও তারা জামায়াতে ইসলামির অনুসারী হয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। আরও ছোট ছোট কিছু সংগঠন ছিল।

ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্র-সংগঠন তখন আজকের মতো বিতর্কিত এমনকি কারো কারো দৃষ্টিতে নেতিবাচক যে সকল কথা আসছে তা ছিল না। বরং তখন ছাত্রসমাজ দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত ছিল। ছাত্রসমাজের ভূমিকায় ও যে কোনো কাজে জনগণ সহজেই সমর্থন দিয়েছেন। একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না, এর কারণ ছিল ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনের সঠিক দেশপ্রেমিক ও গণমুখী ভূমিকা। শিক্ষার জন্য ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ছাত্র ও অভিভাবকদের নিজেদের সংগ্রাম হিসেবে গণ্য হয়েছে। তখন সংগঠন বা আন্দোলন করে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রনেতাদের কোনো সুবিধা পাওয়ার সুযোগ কল্পনাও করা যায়নি। বরং কষ্ট, ত্যাগ, সরকারি নির্যাতন, মামলা, জেল-জুলুমই ছিল প্রাপ্য। তখন কাজের দক্ষতা, সাফল্য, মেধা, ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, নিষ্ঠা, উপযুক্ততা ইত্যাদি বিবেচনায় ছাত্রনেতার দায়িত্ব দেওয়া হতো। কেউ ইচ্ছা করে সব সময় নেতৃত্ব নিতে চাইত না, সংগঠনের স্বার্থে সকলে মিলে জোর করেই সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্যান্য পদে নির্বাচিত করা হতো। নিশ্চিত সংসদগুলো ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করত। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ধরনের

www.pathagar.com

কার্য্যক্রম ছিল ব্যাপক। ছাত্র ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করত। আজকের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মী তখন এসব করতেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল শান্ত ও নিরাপদ। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিদ্যমান ছিল। আমি মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম এবং ওইসময় অন্যতম বৃহৎ সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলাম। এর পূর্বে সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকও ছিলাম। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার সকল কথার মধ্যে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন এসে গেল। পাঠকরা বিরক্ত হতে পারেন—এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী; কিন্তু তখন ক্যাম্পাসে এগুলোও অন্যতম প্রধান একটা দিক।

ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক খুব আন্তরিক ছিল। তখন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। মাসে ফুড চার্জ (দুই বেলা) ৩২/৩৫ টাকা। মাসের ১৫ তারিখে কিছু ভালো খাবার (নাম ছিল—ইমপ্রুভড ডায়েট), মাসের শেষে ফিস্ট (অর্থাৎ পোলাও, রোস্ট ও মাংস দই ইত্যাদি)। এখন সেরকম ব্যবস্থা নেই। সকালের নাস্তা যার যার মতো, ক্যান্টিনে। দিনের বেলা আড্ডা অথবা কাজ সবই চলতো মধুর ক্যান্টিনে। এখানে রাজনীতি, আন্দোলন, সভা, কর্মসূচি কত বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। জাতীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে ওখানে। আড্ডা, গল্প তো ছিলই। কতদিন দুপুরে রুটি-মাখন, সিঙ্গাড়া বা চপ খেয়ে কাটিয়েছি মধুর কেন্টিনে সে হিসাব বলা যাবে না। চা-সিঙ্গাড়া-সন্দেশ নিত্যদিনের খাওয়া। মধুর কেন্টিনের মালিক মধুদা ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। তাঁর খাতায় প্রতিদিন পাওনার তালিকা বা হিসাব বাড়ছে, মাস শেষে পরিশোধ, আবার হিসাব, আবার পরিশোধ—এ ছিল এক বিরামহীন চক্র। দুপুরের পর কেন্টিন ফাঁকা হয়ে গেলে মধুদা খাতা খুলে বসতেন, তাঁর কর্মচারীদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন অমুক সাহেব এসেছিলেন? এভাবে তালিকা অনুসারে নাম বলে যেতেন কর্মচারীরা বলতো হ্যাঁ কিংবা না। মধুদা তাঁর ধারণামতো পাওনার অঙ্ক বসিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রনেতারা বা বড় বন্ধু দল নিয়ে যাঁরা আড্ডা দিতেন তাদের হিসাব একরকম আর যাঁরা একা তাঁদের হিসাব অন্যরকম।

আমাদের সময় ছাত্রসংখ্যা কম ছিল বর্তমানের তুলনায়। এখন অনেক বেশি ছাত্র এবং বহু নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ হয়েছে, বহু নতুন হল হয়েছে। ছাত্র-সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। এখন যত সহজে ছাত্র-ছাত্রীরা মেলামেশা করতে পারে, তখন তা সম্ভব ছিল না। তবে ছাত্র-আন্দোলনে বহু ছাত্রী নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন এবং সক্রিয় কর্মীর সংখ্যাও ছিল ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক। তা সত্ত্বেও বর্তমানের তুলনায় একটা পার্থক্য রেখে চলতে হতো। অনেক সময় কোনো কর্মসূচি শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে কোনো কর্মী বোনকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাথে গেলেও একই রিকশায় পাশাপাশি বসে যাওয়া ছিল বিব্রতকর। হয়তো পৃথক রিকশায় পাশাপাশি যেতে হতো।

www.pathagar.com

আমাদের সমসাময়িকরা দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পেশা, এককথায় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। বর্তমান নৈতিকতার আকালের যুগেও অনেকে সততার সাথে তাঁদের জীবন ও কর্মে সফল হয়েছেন। সৎ জীবনযাপন, দেশপ্রেম, সমাজ ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা থেকে তারা বিচ্যুত হননি। ওই প্রজন্মের একজন সদস্য হিসেবে তাঁদের জন্য আমিও গর্বিত।

শুরুতেই আমার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছি। যে উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তারা আমাকে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের আশা যে পূরণ করতে পারিনি, সেটা আমি নিশ্চিত। এটাও তাঁদের জন্য একটা অভিজ্ঞতা হতে পারে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন আমাদের তুলনায় মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাফল্যে অনেকগুণ বেশি এগিয়ে যেতে পারে সেই প্রার্থনাই করি।

তারিখ : ২০০৯

www.pathagar.com

সুনীল অর্থনীতি : সম্ভাবনা

মাননীয় চেয়ারম্যান,
উপস্থিত সুধীবৃন্দ,
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত হয়েছি এ ধরনের সময়োপযোগী ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশেদ আলমের চমৎকার উপস্থাপনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও যে দু-জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডা. দীপু মনি ও রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশেদ আলম একসাথে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাঁরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেওয়ায় আজকের সেমিনার নতুন মাত্রা পেয়েছে। সমুদ্রসীমায় ২০০ মাইলব্যাপী বিশেষ অধিকার লাভ করায় আমাদের অর্থনীতিতে যে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে সে বিষয়ে এখানে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশেদ আলম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী ও বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন ডা. দীপু মনি এ ব্যাপারে যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেজন্য জাতি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। আন্তর্জাতিক আদালতে দীর্ঘ শুনানি ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে তাঁরা বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর আলোচনা ও উপস্থিত সুধীজনদের বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অনেক অর্থবহ আলোচনা হয়েছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অশেষ উপকৃত হয়েছি, অনেক বিষয় জেনেছি, বুঝেছি ও শিখেছি—এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

বিশ্বের অনেক দেশে কোনো সমুদ্রসীমা নেই, সেই তুলনায় আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, আমাদের বিরাট সমুদ্রসীমা রয়েছে। এই বঙ্গোপসাগর ও তার

www.pathagar.com

অপার সম্পদ আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরও রাখবে। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই সমুদ্রের ওপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। তখন তিনি আমাদের দুই প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের পক্ষ থেকে সমুদ্রসীমা ঘোষণার অপেক্ষা না করে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ভারত ও মিয়ানমার সমুদ্রসীমা ঘোষণার ব্যাপারে তাদের আপত্তি তুলে ধরে। আমাদের দুই প্রতিবেশীর ঘোষণাকৃত Exclusive Economic Zone বাংলাদেশের দাবিকৃত Exclusive Economic Zone এলাকার মধ্যে কিছু এলাকা বিরোধপূর্ণ ছিল এবং এই বিরোধপূর্ণ এলাকায় আমরা দীর্ঘ চার দশক যেতে পারিনি। সেখানে মৎস্য সম্পদ হোক বা তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ হোক আমরা তার অনুসন্ধান ও আহরণ করতে পারিনি। '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো এ বিষয়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ধরনের সমস্যা হয়েছে। আমাদের পাশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ ধরনের সমস্যার কারণে সংঘাতময় পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। আপনারা প্রেজেন্টেশনে শুনেছেন, আমরা প্রথমে মিয়ানমার ও পরে ভারতের সাথে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে আমাদের সমুদ্রসীমায় শান্তিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছি। এর জন্য হয়তো কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছে, সেটা স্বাভাবিক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়সহ ডা. দীপু মনি ও রিয়ার অ্যাডমিরাল খুরশেদ আলম তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দক্ষতায় আন্তর্জাতিক আদালত থেকে আমাদের এই সমুদ্রসীমার বিরাট ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। এর ফলে একে তো সমুদ্রসীমায় আমাদের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তেমনি গভীর সমুদ্রে আমাদের যাত্রাপথ বাধামুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে গভীর সমুদ্রে আমরা সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারব। আমরা আমাদের দুই নিকট প্রতিবেশী—পূর্ব সীমান্তে মিয়ানমার ও পশ্চিম সীমান্তে ভারতের সাথে শান্তি পূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গভীরতম হোক এই প্রত্যাশা করি।

সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত তৈরি হবে। এই নতুন অর্থনৈতিক এলাকায় আমাদের মৎস্য-সম্পদ প্রাপ্তির পরিমাণ আরও বাড়বে। এছাড়া এই এলাকায় তেল-গ্যাস পাওয়ার অপার সম্ভাবনার কথা আমরা জেনেছি, সেগুলো উত্তোলনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারব। এক্ষেত্রে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দক্ষ জনবল তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের বিপুল জনসংখ্যা রয়েছে; কিন্তু দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে প্রচুর। মেরিন বায়োলজিসহ

www.pathagar.com

সামুদ্রিক বিদ্যাসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের জনবল তৈরি করতে হবে। সামুদ্রিক জরিপ পরিচালনার মতো দক্ষ জনবলের অভাব আমাদের রয়েছে। একই সঙ্গে তেল-গ্যাস আহরণের কারিগরি জনবলে আমরা বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল। আমি চাইব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরিতে সচেষ্ট হবে। আজকের এই আলোচনায় উঠে আসা বিষয় থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি—এ ধরনের কোর্স এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুরু করতে হবে। এতে শুধু আমাদের প্রয়োজনই নয়, সমগ্র বিশ্বে আমাদের এই দক্ষ জনবল কাজে লাগতে পারে। একই সঙ্গে আমাদের কিছু দায়িত্বও পালন করতে হবে। প্রধানত Exclusive Economic Zone-এর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, যেমন জলদস্যুতা ও অবৈধ মানব পাচার, অবৈধ মৎস্য-শিকার, চোরাচালান—এগুলো রোধ করতে হবে। আমাদের সমুদ্রসীমায় এসব অপরাধ যেন না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমান সরকার এজন্য নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের আধুনিকায়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পাবে। বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে—এ আমাদের প্রত্যাশা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে সমুদ্র-সম্পদ সুরক্ষা ও ব্যবহার সম্পর্কে উচ্চমানের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর আইন প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি মেরিন একাডেমি ও ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওশেনোগ্রাফি (সমুদ্রবিজ্ঞান) বিষয় খোলা হয়েছে। আমি আশা করি আমাদের দক্ষ জনবল গড়ে উঠবে এবং সমুদ্রের প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন—মাছ, তেল-গ্যাস, অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষা, উন্নয়ন ও আহরণের জন্য আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব।

পরিশেষে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোয় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি আমার মতো অতিথিবর্গ ও শিক্ষার্থীরাও আজকের আলোচনা থেকে উপকৃত হয়েছেন। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।

তারিখ : ১৮ই নভেম্বর, ২০১৪

www.pathagar.com

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছয় বছর পূর্বেও ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। মোট শিক্ষার্থীর ১% এই ধারায় লেখাপড়া করত, তাও ছিল সব দিক থেকে গুরুত্বহীন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা দিয়েই আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। বিগত ৬ বছরে এই ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ২০% শিক্ষার্থীকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ধারায় শিক্ষাদান করা হবে।

বর্তমান অবস্থায় সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য নিচে দেয়া হলো

কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১ টি
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৪ টি (৩টি চলমান ও ১টি নির্মাণাধীন)
ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১ টি
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	৪৯ টি
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৬৪ টি
এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান এসএসসি (ভোক)	৮৫৬ টি
এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান এইচএসসি (বিএম)	৭২৮ টি
এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা (ভোকেশনাল ও বিএম)	১৮ টি
বেসরকারি ডিপ্লোমা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান	১০৮৯ টি
মাধ্যমিক স্তর ও অন্যান্য	৪১৯২ টি
সর্বমোট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	**৭০০২টি (সরকারি-২৯৩টি, বেসরকারি-৬৭০৯টি)**

www.pathagar.com

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান

টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ—ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১৮ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩ জন (২৭.৯৬%)।

৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪২০ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১১১ জন (২৬.৪২%)।

সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট—ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৮১৮২৫ জন, ছাত্রী ১৩৬২০ জন (১৬.৬৫%)।

সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ—ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৯৬৩৩৬ জন, ছাত্রী ১৩২০৯ জন (১৩.৭১%)।

সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান—ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৬০১৬০৪ জন।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,২২,৫৮৮ জন। (পুরুষ-৬,২৭,৬৬৪ জন, মহিলা ১,৯৪,৯২৪ জন)।

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (৪টিতে পাঠদান চলমান এবং ৩টি প্রকল্প প্রস্তাব)

৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (প্রকল্প প্রস্তাব আকারে রয়েছে)

কারিগরি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১০০% ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভর্তির ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সাথে সমান সুযোগ ছাড়াও ২০% কোটা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

"National Strategy for Promotion of Gender Equality in TVET" তৈরি করা হয়েছে।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট, হোস্টেল, কমনরুম ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাবান্ধব ট্রেড/টেকনোলজি (যেমন আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন, ইলেকট্রনিক্স, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং, ডাটা টেলিকম্যুনিকেশন ইত্যাদি টেকনোলজি চালু করা হয়েছে)।

ছাত্রীদের পর্যাপ্ত আবাসনসহ শিক্ষাবান্ধব নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এলাকাভিত্তিক চাহিদার প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী, সমৃদ্ধ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে ইমার্জিং টেকনোলজি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে ৫২৪ জন মহিলা শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন চলমান প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে টিটিটিসি, ভিটিটিআই ও ৬৪টি টিএসসি-র অবকাঠামো উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রকল্পের (STEP) মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কারিগরি শিক্ষার সর্বজনীন মান নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকিউরমেন্ট ও নন-প্রকিউরমেন্ট কর্মকাণ্ডসহ দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

টিভিইটি রিফর্ম ও বিএসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন আলোকে বিভিন্ন স্কিলস স্ট্যান্ডার্ড তৈরিসহ শিল্প-কারখানার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রথম পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশ ও সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হবে।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এন্‌হ্যান্সমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত **৪৩,৮১৫** জন (ছাত্রীর সংখ্যা ৮৩৪০ জন) ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৮টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ৭০০২টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পরিবেশের উন্নয়নে সৃষ্ট পদের বিপরীতে শূন্য পদসমূহে প্রকল্পের মাধ্যমে ১০১৫ জন শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রত্যেকটিতে ৫জন করে মোট ৩২০জন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত বিশাল জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন বিবেচনায় নিয়ে People With Disable (PWD) দের জন্য মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে সুয়িং মেশিন অপারেটর কোর্স চালু করা হয়েছে।

৩৬০ ঘণ্টা/বেসিক কোর্স এর মাধ্যমে নন-ফর্ম্যাল শিক্ষাব্যবস্থা চালুর জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ৭২ জন মাস্টার ট্রেইনারকে এসেসমেন্ট করে সনদ প্রদান করা হয়েছে। ১২৫ জন মাস্টার ট্রেইনারকে মূল্যায়ন করে সনদ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

বাংলাদেশের বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয় বিভিন্ন পণ্য (যেমন স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ স্থাপন করা হচ্ছে।

এই সেক্টরে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ক্রাফ্‌ট্‌ ইনস্ট্রাক্টরগণকে তাদের পেশার মান উন্নয়নে প্যাডাগজি ও স্কিলস ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে ১২,৯৬৮ জন এবং বিদেশে ১১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। কর্মরত শিক্ষকদের মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কর্মরত সকল শিক্ষককে এই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

আইটিইইএস সিঙ্গাপুর হতে ৩০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক ৯০জন শিক্ষককে মাল্টিপ্লায়ার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কিলস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদেরও সনদায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এই কার্যক্রমের আওতায় আরও ৬০ জন শিক্ষক খুব শীঘ্রই সিঙ্গাপুর গমন করবেন।

বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও টিচিং-লার্নিং পরিবেশ বাস্তবে দেখার জন্য সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ইত্যাদি দেশে প্রশিক্ষণ/স্টাডি ভিজিট চলমান রয়েছে।

সিঙ্গাপুরস্থ নানিয়াং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা-স্মারক অনুযায়ী ৪৬০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার তিন স্তরে (লিডারশিপ, টিভিইটি ম্যানেজার ও বিষয় ভিত্তিক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

www.pathagar.com

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের এমপিও সম্পর্কিত তথ্যাদি

কর্মকাণ্ডের বিষয়	পরিমাণগত			মোট সংখ্যা
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক	কর্মচারী	১৬৪১৫ জন শিক্ষক কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়েছে।
(ক) কারিগরি কলেজ (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	৭২৮ টি	৪৩২৭	৩৪১৯	
(খ) বিদ্যালয় (এসএসসি ভোকেশনাল)	৮৫৬টি	৫৯২৪	২৫৫৪	
(গ) মাদ্রাসা (ভোকেশনাল ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	১৩+৫=১৮ টি	১১৭	৭৪	
মোট =	১৬০২	১০৩৬৮	৬০৪৭	

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন এনজিও/সংস্থার সাথে যৌথ প্রচেষ্টাসমূহ

স্যামসাং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে চুক্তি করে ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে আধুনিক ল্যাব স্থাপন।

ইউসেপ বাংলাদেশের সাথে আরপিএল, স্কিল ট্রেনিং, সিপিএসসি ইন কান্ট্রি প্রোগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে যৌথ কার্যক্রম।

মটস্, আহসানিয়া মিশন, গণস্বাক্ষরতা, ব্রাক ইত্যাদি সংস্থার সাথে স্কিল ট্রেনিং বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন কারখানা এবং বিনিয়োগকারী, নিয়োগদাতা, উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে বাস্তব কাজের সাথে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর ফল ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

নিয়োগকারী ও কারখানার সাথে আলোচনা করে দক্ষতা ও শিক্ষা দেয়ার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার ফলে লেখা-পড়া শেষে শিক্ষার্থীরা সহজেই চাকরি পাচ্ছেন।

উপরে উল্লিখিত সকল কার্যক্রমই এই সরকারের আমলে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কারিগরি শিক্ষায় এক বিরাট ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এজন্য চাই সকলের সার্বিক সহযোগিতা।

www.pathagar.com

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও হুইপবৃন্দ, মাননীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত সরকারি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী, আমাদের দেশের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিনিয়োগকারী, এমপ্লয়ার নেতৃবৃন্দ, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ—আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমি প্রথমেই আমাদের সমগ্র শিক্ষা-পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার উপস্থিতি আমাদের সবাইকে আনন্দিত করেছে, উৎসাহিত করেছে এবং অনেক বেশি শক্তি জুগিয়েছে। আপনি সব সময়ই এই মন্ত্রণালয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। আমি সব সময়ই বলেছি, আপনি আমাকে প্রস্তুত করে এই কাজ করবার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি সব সময় শঙ্কিত যে, আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী আমি কাজ করতে পারছি কি না। আমি প্রথম থেকেই আমার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছি। সবাই মিলে একটা পরিবারের মতো এবং আমরা একটা টিমের মতো সর্বক্ষেত্রে কাজ করছি এবং সেই দিক থেকে এখন দেশবাসী শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার সাফল্যকে সুদৃষ্টিতে এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। সাথে সাথে তাদের আশা এবং আমাদের কাছে প্রত্যাশা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, আপনার নেতৃত্বে আপনার সুদূরপ্রসারী যে লক্ষ্য সেটি আমরা বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সমস্ত শিক্ষা-পরিবার আপনার এ

www.pathagar.com

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা যা করা প্রয়োজন সবকিছু করতে আমরা প্রস্তুত আছি এবং আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা অংশ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমরা এখানে সমবেত করিনি। আজকে এই অনুষ্ঠানটি দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা এই সপ্তাহটি আজকে (১৪ই জুন) থেকে শুরু করব এবং ২৪ তারিখে (২৪শে জুন) সমাপ্ত হবে। দেশব্যাপী এবং ঢাকায় আমাদের কারিগরি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা-সভা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠান করব। এতে আমাদের মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ করে আমাদের দেশের যাঁরা বিনিয়োগকারী, যাঁরা কারখানার মালিক, যাঁরা আমাদেরকে চাকরি দেন, তাঁদেরকেও আমরা সম্পৃক্ত করেছি। তাঁদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, তাঁরা আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল এবং যে কোনো রকমের সহযোগিতা করতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। আমরা তাঁদের দ্বারা খুবই উৎসাহিত হয়েছি এবং এটাও ঠিক যে, কারখানার জন্য যখন আমরা একজন দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে দেব তখন মালিকের কাজটা সহজ হবে, উৎপাদন ভালো হবে এবং আমাদের সুনামও বেশি হবে। আমাদের কর্মীরাও বেশি বেতন পাবে এবং দেশে আপনার যে লক্ষ্য—সম্পদ বৃদ্ধি করা, জীবনমান উন্নত করা, আমাদের এ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সেটি সফল হবে এবং সেইজন্য আমরা আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে কারখানার সাথে সম্পৃক্ত করা, উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং আমাদের বিনিয়োগকারীরা যাঁরা এমপ্লয়ার তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছি সেটি খুব সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ ছিল আপনার একটা দিকনির্দেশনা; আমরা আজকে আনন্দের সাথে বলছি, কারিগরি শিক্ষাকে আমরা অনেক বেশি কারখানা সম্পৃক্ত করেছি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে কারখানা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। শিক্ষার্থীরা কারখানা সম্পর্কে আগেই জানতে পারছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা ২০১০ সালে এই জুন মাসের ২৬ তারিখ থেকে আর একটা সপ্তাহ পালন করেছিলাম। সেই সময় আমাদের অবস্থা ছিল ভিন্ন। আজকে আমরা একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে আছি। আপনার নেতৃত্বে সাড়ে ৫ বছরে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা অসাধারণ। আমরা সকলেই বলব একথা এবং আমাদের অভিজ্ঞতা তাই বলে। সেই সময় এই সপ্তাহ পালন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কারিগরি শিক্ষাকে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এই শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করা। আমরা যখন প্রথম দায়িত্ব নিই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আপনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়, তখন আমরা দেখলাম

www.pathagar.com

যে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে সবচেয়ে অবহেলিত এবং তখন মোট ছাত্র-ছাত্রীর যে সংখ্যা ছিল তার মাত্র ১ শতাংশ অর্থাৎ এই শিক্ষায় শতকরা ১ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করত। আমাদের যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল তাতে প্রয়োজনীয় ছাত্র পেতাম না। সেই সময় দেশব্যাপী উপজেলা লেভেল পর্যন্ত আমরা জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। এই শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছি। অভিভাবকদের আমরা কনভিন্স করার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি।

আজকের যুগে শিক্ষা মানেই জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন। যে শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তব কাজে প্রয়োগ করা যায় না, তা অর্থহীন। তাই আমরা সারা দেশে এই প্রচারণা, জনমত সৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। ইতোমধ্যে লক্ষ করছি যে, আমাদের অভিভাবকগণ এখানে তাঁদের সন্তানদেরকে পাঠাতে উৎসাহ বোধ করছেন। আমাদের ছেলে-মেয়েরাও এখানে ভর্তি হতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। আমাদের শিক্ষানীতির মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ফলে আমরা সেই রকম গুরুত্ব দিয়ে এখানে কাজ করছি। ইতোমধ্যে আপনি ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি অনুমোদন করেছেন এবং তার ভিত্তিতে আপনি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করেছেন যার সভাপতি আপনি নিজেই। এটার গুরুত্ব কী পরিমাণ সেটা বোঝানোর জন্য আপনি সরকারপ্রধান হয়েও এই কমিটির প্রধান। কমিটির প্রধান হওয়ার অর্থই হচ্ছে এই শিক্ষার প্রতি, এই দক্ষতার প্রতি, এই কার্যক্রমের প্রতি আপনার গুরুত্ব সবাইকে বোঝানো এবং আপনি সেইভাবে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি আগেই বলেছি, এই শিক্ষা ছিল খুবই অবহেলিত, বিগত পাঁচ বছরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যখন দায়িত্ব নিই তখন এই শিক্ষায় অর্থাৎ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মাত্র ১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করত। আমরা সেটা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি। সরকারিভাবে আমাদের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে এবং এগুলোর পরেও আমরা ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০'র বেশি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছি। তাঁরা এখন কারিগরি শিক্ষায় লেখাপড়া করাচ্ছেন এবং সেগুলো প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের দেশে এখন প্রায় ৭ হাজার প্রতিষ্ঠানে ৬ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে লেখাপড়া করছে। বিগত ৫ বছরে আমরা ১,৭৮,৭০৪ জন কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারীকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তার মধ্যে আমরা বিদেশে পাঠিয়েছি প্রায় ১৮৫ জনকে, যাঁরা বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে ট্রেইনার হিসেবে এখানে কাজ করছেন।

www.pathagar.com

গত ৫ বছরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ বছরে মোট শিক্ষার্থী ১% থেকে বেড়ে ৮% হয়েছে। ৮ গুণ বৃদ্ধির এই প্রমাণ আপনার নেতৃত্বের এবং আপনার দিকনির্দেশনার সাফল্য। আজকে আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে এই শিক্ষা অবহেলিত নয়। আমাদের অভিভাবকদের কাছেও এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু একটা উদাহরণ দেব। আমাদের সরকারি পলিটেকনিক ৪৯টির মধ্যে ভর্তির আসনসংখ্যা হচ্ছে ১২,৩৩৬। আমরা এটাকে ডাবল শিফট করে দিয়েছি। শিক্ষকরা খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন, যার জন্য প্রথমেই আমরা তাঁদের কোনো ভাতা বাড়াতে না পারলেও তাঁরা ডাবল শিফট চালিয়ে গেছেন। এখন অবশ্য আমরা ৫০% বাড়িয়েছি। এখন প্রতিবছর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের চাপে আমরা জর্জরিত। শুধু এই বছরের উদাহরণটি দিই। এই বছরের এক শিফ্‌টের জন্য অর্থাৎ ১ম শিফ্‌টে ১২,৩৩৬ আসনের বিপরীতে ৯৮,৫৮৬ জন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে এবং বহু জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। সকলেই অনুমান করতে পারেন যে, এই শিক্ষার প্রতি আস্থা, এর গুরুত্ব, এর প্রয়োজনীয়তা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি আমরা? আপনার নেতৃত্বে, আমাদের পক্ষে এই কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয়েছে। এভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করছি। আরও দু-একটা উদাহরণ আমি তুলে ধরছি শুধু বোঝানোর জন্য যে, আমাদের শুধু এইচএসসি-ভোকেশনাল এবং এসএসসি-ভোকেশনালে এ বছর পাস করেছে ২,৮৬,২৬৫ জন এবং শিক্ষার্থী এখন ৬ লাখেরও বেশি, যা কল্পনার অতীত। অথচ অতীতে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যেত না। এই শিক্ষার গুরুত্ব দেশবাসীকে বোঝাতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

এই হলের উপরের তলায় বসে আছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, তার একটা অংশ মাত্র। আমরা কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছি। ইতোমধ্যে আমরা মেয়েদের জন্য তিনটি বিভাগে ৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছি। ঢাকায় আমরা একটি ভালো মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছি। আমরা বাকি ৩ বিভাগে আরও একটি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ে তুলছি। যেখানে প্রথমে ছেলে-মেয়ে সবাই পড়তে পারে, সেজন্য মেয়েদের জন্য ১০% কোটা নির্ধারণ রেখেছিলাম; কিন্তু এই শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমরা ১০% কোটা পরিবর্তন করে এখন ২০%-এ উন্নীত করেছি। পলিটেকনিকের সাধারণ আসনে মেয়েরাও প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং সংরক্ষিত আসন হিসেবেও ২০% ভর্তি হতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি জাতিসংঘের ১০ জন রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে একজন, এডুকেশন ইনিশিয়েটিভের সদস্য। জাতিসংঘের মহাসচিবের সাথে একটা

www.pathagar.com

কনফারেন্সে দেখা হওয়ার সময় তিনি আমাকে বলেছেন যে, তুমি কত ভাগ্যবান। তোমরা দেশে এমন পরিবর্তন এনেছ যে, সারা দুনিয়া থেকে সেরা ১০ জনকে বাছাই করলে শিক্ষার জন্য সফল এবং যিনি নিজ দেশে শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যাঁর উদ্যোগে শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে তাঁকে আমরা সারা বিশ্বের ১০ জন রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে ১ জন সদস্য মনোনীত করেছি। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ এডুকেশন ইনিশিয়েটিভের সদস্য মনোনীত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা গৌরবান্বিত যে, আপনি সারা বিশ্বের মধ্যে শিক্ষায় সাফল্যের জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন। সারা দুনিয়া এ কথা বলছে এবং জাতিসংঘের মহাসচিবও বলেছেন। দু-মাস আগে একটি কনফারেন্সে তিনি বলেছেন, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোর সামনে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা অনুসরণীয় দেশ। তিনি এটিকে রোল মডেল বলেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে আপনার দূরদৃষ্টির জন্য।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট গ্রহণ করেছি। আগে এগুলো মোটেই ছিল না। আপনার নেতৃত্বেই আমরা ৩টি প্রজেক্ট চালিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সহযোগিতা আছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আছে, এডিবি আছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে এবং আরও নতুন একটি প্রজেক্ট করছি ডিএফআইডির সহযোগিতায়, বিশাল একটা প্রজেক্ট হবে এবং এখানে আমাদের যারা দরিদ্র ছেলেমেয়ে তারা চাকরি করলে তাদের আর লেখাপড়া করা হবে না। তাই যেন চাকরি না করে এ জন্য ৮০০ টাকা করে মাসিক তাদের বৃত্তি দিচ্ছি। এই উপবৃত্তি দিচ্ছি এ কারণে যে, তারা যেন এ শিক্ষাটাকে ভালো করে কার্যকর করতে পারে। এদের আমরা শুধু লেখাপড়া শিখিয়েই সীমাবদ্ধ রাখছি না; বরং আমরা কারখানায় নিয়ে যাচ্ছি, কারখানার মালিককে বলছি, এমপ্লয়ারদের বলছি, তাদের টেস্ট নিন এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের দক্ষতা পরীক্ষা করুন। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এই বছর আমরা প্রায় সাড়ে তেইশ হাজার ছেলেমেয়েকে কারখানায় নিয়ে গিয়ে বলেছি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা শিখিয়েছি, প্রয়োজনে আপনারা এদের টেস্ট করুন। তাকে আপনারা নিয়োগ দেবেন কি দেবেন না? তাঁরা বলেছেন যে, এরা সঠিক শিক্ষা লাভ করেছে, আমার কারখানায় চাকরি দেব, নিয়োগ দেব। এটা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা ২০১০-২০১৪ সাল পর্যন্ত ৮০০ টাকা করে ৯৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১,৪৫,৪১৮ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দিচ্ছি। গরিব-দরিদ্র ঘরের সন্তান এই সমর্থন পাওয়ার ফলে একজন কারিগর, দক্ষ মানুষ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করছে। দেশের বাজারে বা বিদেশের বাজারে দক্ষতার সাথে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করছে। আমরা ইতোমধ্যে

www.pathagar.com

৩০টি পলিটেকনিক, যার মধ্যে ২৫টি হচ্ছে সরকারি, ৫টি বেসরকারি যেগুলো আধুনিকায়ন করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য ১ মিলিয়ন ডলার করে অনুদান দিচ্ছি। প্রায় ৭ কোটি টাকার সমান অনুদান হতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন মেশিন কেনা হচ্ছে, যন্ত্র কেনা হচ্ছে, নতুন প্রযুক্তি আর শিক্ষা দেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলো আমরা সেখানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এভাবে আমাদের এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে ১,৬০১টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছি, যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ১৬,৪৮০ জন। ১১৮টি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ৩২০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করেছি। যার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা হাতে-কলমে শিখছে, প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হচ্ছে এবং আমাদের এমপ্লয়াররা সন্তুষ্ট হচ্ছে। তাঁরা বিচার বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষতায় সন্তোষ প্রকাশ করছেন এবং তাদের চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তাই দেশে-বিদেশে আজকে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা দক্ষতা নিয়ে, বাস্তব জ্ঞান নিয়ে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা নিয়ে কাজে যাচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য বিরাট সাফল্য এবং আমরা আশা করছি এভাবে আমরা এগিয়ে যাব। আমরা সকল উপজেলায় একটি করে সরকারি কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করব। প্রাথমিক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০টি কারিগরি স্কুল খোলার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা এ কাজ শুরু করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে আপনি সকল উপজেলায় কারিগরি স্কুল খোলার অনুমতি দেবেন। এর ফলে আমরা গ্রাস রুট লেভেলে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল নিয়ে যাচ্ছি। এতে সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ শিক্ষার সাথে একটি ট্রেড বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হবে, যাতে করে পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষাকে বাছাই করে নিতে পারে।

কোনো দেশেই এটা সম্ভব নয় যে, সব মানুষই এমএ পাস করবে, সবাই ডাক্তার হয়ে যাবে, সবাই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে অন্য কাজ করবে কারা, রোগীর সেবা করবে কারা, সুতরাং যার যার মেধা অনুসারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষাজীবনের পরেও বাস্তব কর্মজীবনে দেশে-বিদেশে নিজেকে মেধা-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অবস্থান নির্ধারণ করে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত যে, আমরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলাম না, আমরা ওই স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না। আপনারাই বলেন, আমেরিকার সব শিক্ষার্থী হার্ভার্ডে ভর্তি হয়? সবাই কি এমআইএসটিতে ভর্তি হয়? ইংল্যান্ডের সবাই কি কেমব্রিজে ভর্তি হয়? সবাই কি অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়? দুনিয়ার কোনো দেশে তা নেই। আমাদের উপর সবাই যখন চাপ সৃষ্টি করেন মনে হয় যেন ওই স্কুলটা, ওই প্রতিষ্ঠানটায় ছেলে বা মেয়ে

www.pathagar.com

ভর্তি হতে না পারলে আমরা মহাঅন্যায় করে ফেলেছি। আমাদের স্কুল বা কলেজের সংখ্যা কম নয়। তবে মানসম্মত প্রতিষ্ঠান কম। আমরা সকল প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার মান উন্নয়ন একটি কঠিন ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

আমরা স্কুলের সংখ্যা বাড়াচ্ছি। এখন স্কুলের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যাঁ আমরা মানি, মানসম্মত স্কুলের মানের বিচারে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি; কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন প্রথম দায়িত্ব নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন, তখনকার চেয়ে আজকের মান অনেক উন্নত। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো লেখাপড়া শিখছে এবং তারা ভালো ফল করছে। যাঁরা এগুলো নিয়ে বলেন, প্রশ্ন তোলেন, আমি তাঁদেরকে অনুরোধ জানাব—দয়া করে একবার আমাদের ক্লাসে এসে আমাদের ছেলেমেয়েরা কী প্রযুক্তি, কী শিক্ষা, কী দক্ষতা অর্জন করছে সেটা পরিমাপ করে যান। দয়া করে আমাদের ছেলেমেয়েদের হতাশ করবেন না, নিরুৎসাহিত করবেন না। আমরা আশা করব, সবাই আরও উৎসাহিত করবেন যেন আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি।

আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, তা সত্ত্বেও আমরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে সকল লেভেলে শিক্ষাদান করছি। এর ফলে পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে। না পড়লে কোনো উপায় নেই। নকল করে, নোটবই সাথে নিয়ে, বই সাথে নিয়েও পাস করতে পারবে না। সুতরাং তারা জেনে-বুঝে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে ২০,৫০০ স্কুল-মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করেছি। সমসংখ্যক শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়েছি, এটা শেষ নয়। তাই সব শিক্ষককেই ট্রেনিং দিতে হবে এবং সেই শিক্ষা লাভ করে যার যার যোগ্যতা, দক্ষতা অনুসারে তারা এগিয়ে যাবে। আজকে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অনেক বেশি মূল্য। কারণ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে, অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারেন। তিনি নিজে কর্মক্ষম মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। আমাদের ৮৫ লক্ষ লোক বিদেশে কর্মরত। তার অধিকাংশই হচ্ছে অদক্ষ অথবা আধাদক্ষ। এর ফলে সমান সামাজিক স্ট্যাটাসের অন্যান্য দেশের লোক বিদেশ গিয়ে ২-৩ গুণ বেশি বেতন পাচ্ছে। আমরা এখনও পাই না। তবে আমরাও হাল ছেড়ে দেব না।

আমরাও দেশে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে সফল হয়েছি। আমরা যখন বিভিন্ন কারখানায় মতামত নিতে গেলাম, বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে গেলাম, তখন গার্মেন্ট কারখানার মালিকরা বললেন আমাদের এখানে ১৯ হাজার বিদেশি কর্মকর্তা চাকরি করেন। একথা শুনে তো আমাদের মাথায় হাত। আমাদের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না। বিদেশে ঘুরছে চাকরির জন্য। আর বিদেশিরা এখানে এসে চাকরি করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তো এই স্থান দখল করতে হবে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এসে আমাদের যে টেক্সটাইল কলেজ ছিল সেটাকে

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটি লেভেলে উন্নীত করা যায় কি না তা আলোচনার জন্য সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছি। গিয়ে বলেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই আমাদের সমস্যা, আমরা এই করতে চাই। তিনি বলেছেন, দেরি করার দরকার নেই। কাল থেকে কাজ শুরু করে দেন। তিনি নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করেছি। এখন আমি প্রায়ই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। গেলেই শিক্ষার্থীরা বলে—স্যার তাড়াতাড়ি পরীক্ষাটা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন; কারণ আমার চাকরি হয়ে গেছে। এখন আগেই চাকরি হয়ে যাচ্ছে, আমরা শিক্ষা ও দক্ষতা দিচ্ছি।

সুতরাং আজকে আর আমাদের এই শিক্ষাকে কোনোভাবেই অবহেলা করার সুযোগ নেই। কয়েক দিন আগে আমাদের এমপ্লয়ারদের একজন বিশিষ্ট নেতা, যিনি আগে এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছেন, আমাদের উদ্যোগের ফলে ১৯ হাজার থেকে ৭ হাজার পদ আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের দ্বারা দখল করতে পেরেছি। এখন বিদেশির সংখ্যা ১২ হাজারে নেমে এসেছে। আমরা ইতোমধ্যে টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি, আমাদের বিজিএমই-এর উদ্যোগে যে ইনস্টিটিউট পরিচালনা করা হতো তা ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করেছি। বিজিএমই-এর উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। আমি ওইদিন গিয়েছি, শুরুর সময় গিয়ে উদাহরণে বললাম যদি দক্ষতা দিতে পারি এবং আমরা সেই দক্ষতা দিচ্ছি, উন্নত করছি, তাহলে অবশ্যই আমাদের শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের স্থান দখল করে নিতে পারবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে সরকারি ২৮৯টি, বেসরকারি ৬,৬৭৪টিসহ মোট ৬,৯৯৩টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে ৬,০০,৯৯৬ টি আসন রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আমাদের মান এই পর্যন্ত নিতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা অবশ্যই সামনে এগিয়ে যাব। আমি এখানে দু-একটা চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করব। অবশ্যই আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদের ১৬ কোটি মানুষ, কেউ হয়তো বলতে পারেন এটি বিরাট বোঝা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা মনে করেন না। সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের জনগণ, কথটি তিনিই আমাকে বলে দিচ্ছেন, এটা মনে রেখে কাজ করতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলে দিচ্ছেন, সেই কথাও আপনি বলে দেন ১৬ কোটি মানুষ শুধু ১৬ কোটি নয়, তাদের ৩২ কোটি হাত। আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমাদের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাত দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে শুধু হিউম্যান রিসোর্স বলা হয় না, বরং বলা হয় হিউম্যান ক্যাপিটাল। এটা আমাদের পুঁজি, এটা আমাদের সম্পদ। এটা আমাদের কর্মক্ষম দক্ষ মানুষ, আমরা সেটা গড়ে তুলতে চাই।

www.pathagar.com

দক্ষতা অর্জনের জন্য আমরা অনবরত উন্নত মানের সিলেবাসের চেষ্টা করছি, যেন বাজারের সাথে সম্পর্ক রেখে বিশ্ববাজারে তার চাহিদা পূরণ করতে পারি। তাই আমরা নিজেরা ক্লাসরুমে বা অফিসে বসে সিলেবাস তৈরি করি না। আমাদের সিলেবাস তৈরি হয় আমাদের কারখানার মালিকদের সাথে, এমপ্লয়ারদের সাথে তাদের পরামর্শ নিয়ে। এমপ্লয়াররা কী ধরনের লোকদের ৩ বছর পরে চাকরি দিবেন, কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে। আমরা মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ হতে তথ্য নিচ্ছি আগামী ৩ বছর পর তাঁরা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, কী ধরনের স্কিলস প্রয়োজন সে অনুসারে তাদের লেখাপড়া শিখাচ্ছি। এখন এটা আমাদের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সিলেবাসের কন্টিনিউয়াস পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সাধন করা এবং সেটাকে বিশ্বমানে পৌঁছে দেওয়া। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই দক্ষতা নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠবে, যা হবে বিশ্বমানের জ্ঞান, বিশ্বমানের দক্ষতা। দুনিয়ার কোথাও আমাদের ছেলেমেয়েদের পিছিয়ে রাখতে পারবে না।

আমি ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ও কনফারেন্সে বলেছি যে, আপনারা মনে করতে পারেন আমাদের গরিব দেশ। এখনও আমরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র, একথা বলতে পারেন, তবে আমরা তা থাকব না, কিন্তু মেধার দিক থেকে আমরা দরিদ্র নই। আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি মেধাবী। দুনিয়ার যে কোনো স্থানে তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে, তারা সক্ষম। কিন্তু আমাদের তাদেরকে সেই মানে গড়ে তুলতে হবে। তাই আধুনিক বিশ্বের সর্বশেষ যে প্রযুক্তি, সর্বশেষ যে জ্ঞান, সর্বশেষ যে দক্ষতা সেটা দিয়ে আমরা তাদেরকে গড়ে তুলতে চাই। তার জন্য আমাদের বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের দক্ষ শিক্ষকের অভাব। আমাদের সীমিত সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষকদের নিয়মিত ট্রেনিং আমরা দিচ্ছি; কিন্তু তারপরও আমাদের শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আমরা একথা অবশ্যই বলতে চাই—বাংলাদেশের বাজার তো বটেই, বিশ্ব বাজারে আমাদের নতুন প্রজন্মের দক্ষ কারিগররা ভূমিকা রাখবে এবং দুনিয়ার যে কোনো দেশে এই প্রজন্মের মানুষের সাথে মেধায়, দক্ষতায়, জ্ঞানে টিকে থাকতে সক্ষম হবে—এই আত্মবিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম হচ্ছে আজকের যুগের অতি উন্নতমানের মেধাবী মানুষ এবং তারা সেই দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের এই অবস্থার মধ্যে শুধু একথাই বলবো—আপনি অব্যাহতভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন, গাইডেন্স দিয়ে যাবেন। আমরা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে আমাদের এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারব। আমাদের পরিকল্পনা আরও বড় করে নিতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই

www.pathagar.com

বছরও দেখেছেন যে, আমরা এক শিফ্‌টে ৯৮,০০০ ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র ভর্তি করতে পেরেছি ১২,০০০ জনকে। এই প্রতিযোগিতায় যেন আমরা সুযোগ দিতে পারি, আর এই সুযোগকে উন্মুক্ত করতে পারি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ৩০ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে, এই বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু জাগ্রত করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, সংগঠিত করেছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বাধীন করেছিলেন। আমরা সেদিন তাঁর আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশের শুধু কিছু পাকিস্তানি দালাল এবং তাদের সহযোগী ছাড়া সব মানুষই কোনো না কোনোভাবে হয়রানির শিকার হয়েছে, নিপীড়নের শিকার হয়েছে—শুধু এই আশায় যে, আমাদের দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অনুসারে গড়ে তুলব; কিন্তু আমাদের শত্রুরা নানা বাধা সৃষ্টি করল। আপনার নেতৃত্বে আবার সেই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আপনি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন—২০২১ সালের মধ্যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ, ইন্‌শাআল্লাহ্‌ ইতোমধ্যে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। এটা বলা যায়, এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ। আমরা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছি এবং আপনি আবারও নির্বাচনে স্বপ্ন দেখিয়েছেন দেশবাসীকে যে, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হব। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমরা সেভাবেই প্রস্তুত করছি। গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে আমরা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক, বিশ্বমানের শিক্ষা, বিশ্বমানের জ্ঞান, বিশ্বমানের প্রযুক্তি, বিশ্বমানের দক্ষতায় আমরা গড়ে তুলছি। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা-জ্ঞান-প্রযুক্তি ও দক্ষতার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব, যাতে তারা সারা দুনিয়ার বুকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের স্থান করে নিতে পারে এবং আধুনিক বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আপনি গড়ে তুলেছেন সেই স্বপ্ন যেন বাস্তবায়ন করতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সার্বিকভাবে শিক্ষায় আমাদের যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে সবাই বলছে একটা পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গুণগত মান বেড়েছে ঠিক; কিন্তু সংখ্যাগত এমন একটা পর্যায়ে কি আমরা পৌঁছেছি যেটা বলা যায় আমাদের সমগ্র জাতির ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষায় সমগ্র জাতি একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে। যাকে বলা যায় সংখ্যাগত দিক থেকে আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছি। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং সেই জন্য আমরা চাই গুণগত শিক্ষক, গুণগত সিলেবাস, গুণগত পাঠদান পদ্ধতি। আমরা সেটা নিয়েই এখন লড়াই করছি, সংগ্রাম করছি। আমরা সকলের সাহায্য চাই, সকলের সমর্থন চাই, সকলের সহযোগিতা চাই।

www.pathagar.com

এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় অতিথিবৃন্দকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের জানাচ্ছি আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, তোমরাই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার নেতৃত্বে আমরা এখানে এসেছি, অনেক ভুল-ত্রুটি আমাদের আছে, সেগুলো আপনি শুধরে দেওয়ার জন্য সবসময় মনে রাখেন, আমাদেরকে শুধরানোর চেষ্টা করেন এবং আপনার নেতৃত্বে ইন্‌শাআল্লাহ্ আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করবার জন্য, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য, জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর নতুন প্রজন্ম সেজন্য প্রস্তুত আছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা আমাদের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবো। আপনি এখানে আসার জন্য, আমাদেরকে উৎসাহিত করবার জন্য আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সেটাকে নিয়েই আমরা সামনে চলব। আপনাকে আর একবার আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

তারিখ : ১৮-২৪শে জুন ২০১৪, স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

www.pathagar.com

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ত্রয়োদশ সমাবর্তন ২০১৪

*ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ত্রয়োদশ সমাবর্তন ২০১৪, মাননীয় চ্যান্সেলর এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী জনাব **নুরুল ইসলাম নাহিদ** এমপির ভাষণ।*

আসসালামু আলাইকুম।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সমগ্র শিক্ষা-পরিবারের পক্ষ থেকে—আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মো. আবদুল হামিদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে এই সমাবর্তনে দায়িত্ব পালনের এই সুযোগ আমার জীবনে এক বিরল গৌরব ও সম্মান।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি এর আগেও যোগ দিয়েছি। এভাবে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার একটি প্রাণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যাঁরা এর প্রতিষ্ঠাতা আমি তাঁদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টির সভাপতি ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আমাদের প্রজন্মের আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন থেকেই শ্রদ্ধার আসনে আসীন। এ সকল দেশপ্রেমী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক সজ্জন মানুষদের হাতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান যে সুনাম অর্জন করবে—সেটা অনুমান করা গিয়েছিল আগেই। হয়েছেও তাই। আজ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির যে সুনাম, যে মর্যাদা—এর পেছনে রয়েছে এ সকল মানুষের দূরদৃষ্টি, শিক্ষকদের অবদান এবং স্নাতকদের সাফল্য। এ জন্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে, এই সমাবর্তন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ক্যাম্পাসটি অত্যন্ত মনোরম, আধুনিক এর স্থাপত্যশৈলী। সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে বলা হয়েছে। আমি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাতে চাই যে, তাঁরা এই কাজটি যথাসময়ে সুসম্পন্ন করেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভের জন্য একটি আনন্দময় ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলেছেন।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,
আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। আজ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করছেন। আপনাদের এ সাফল্যের জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। এ আনন্দঘন মুহূর্তে আপনাদের সকলের ভবিষ্যৎ-সাফল্য কামনা করছি।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,
আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাজীবন এখানে শেষ হলেও আপনাদের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হলো। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ও মেধার প্রয়োগে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সীমা বা শেষ নেই। জীবনভর তা আয়ত্ত করে আরও বড় সাফল্য অর্জন অব্যাহত রাখা সম্ভব। আপনাদের এ যাত্রাপথ শুভ হোক, সফল হোক।

সুধীবৃন্দ,
১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে গত প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে উচ্চশিক্ষায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় উঁচু মানসম্পন্ন, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত। এই মর্যাদাপূর্ণ সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের স্নাতকরা চাকরির বাজারে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। আমি শুনেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোনো বিভাগে প্রতি ১০ জন ভর্তিচ্ছুর বিপরীতে একজন ছাত্র ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই তীব্র চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির উঁচু মান ও দেশব্যাপী সুনামের জন্য এবং আমরা সকলেই জানি তা একদিনে তৈরি হয়নি। এর জন্য নিরলস মেধা ও শ্রম দিয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই। আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

www.pathagar.com

সুধীবৃন্দ,

আমরা জানি, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী এবং দৃঢ়। ২০২১ সালের মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চাই। ২০৪১ সালে আমরা উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বসমাজে স্থান পেতে চাই। দারিদ্র্য দূরীকরণ এখনও আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ততদিন দেশ উন্নত হবে না, যতদিন পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য, দেশের অর্থনীতির হাল ধরার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক আমরা সৃষ্টি করতে পারছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'সর্বোচ্চ শিক্ষা আমাদের কেবল তথ্যের যোগান দেয় না, বরং আমাদের জীবনকে জগতের সকল অস্তিত্বের সাথে সখ্য স্থাপন করে থাকতে শেখায়।' শিক্ষিত হওয়া হয়তো কঠিন নয়, কঠিন—ভালো মানুষ হওয়া। আমি নবীন স্নাতকদের আহ্বান জানাব দেশের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে, ভালো মানুষ হয়ে এই বিশ্বসভায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে।

আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য—আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত, গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে আধুনিক যুগে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির ইতিহাসে এই প্রথম সকল মহলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে রচিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করেছে, যা বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বহুমাত্রিক শিক্ষা-কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থাকতে হবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের থাকতে হবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতি ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। আর এজন্যে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও তথ্য-বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁদেরকে যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে। আমাদের

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে।

সুধীবৃন্দ,

আমরা সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা সকলেই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সকলের জন্যই আমরা মানসম্মত শিক্ষা এবং সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশি দিন চলতে পারবে না।

যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরিবেশ ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চায়, তাদের জন্য আমরা সময় বেঁধে দিয়েছি, তারা আইন অনুসারে সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি আশা করি, তারা ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবেন।

আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন আমাদের দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সকল প্রকার ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের মতো একটি আয়তনে ক্ষুদ্র, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে অপ্রতুল, বিপুল জনসংখ্যার দেশে মানুষই একমাত্র প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদ, যা কাজে লাগানো যায়। প্রকৃত শিক্ষাই পারে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে বোঝা থেকে সম্পদে পরিণত করতে। শিক্ষাহীন এ সকল মানুষ তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি বোঝা, যতক্ষণ না তারা প্রকৃত শিক্ষার আলো পায়, স্বনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সম্পদ। মানবসম্পদই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আপনারা জানেন, আমাদের জাতীয় আয়ের একটি প্রধান উৎস হচ্ছে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স । গত অর্থবছরে এই রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিদেশে যেসকল বাংলাদেশি কর্মরত, তাদের বেশিরভাগই স্বল্পশিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিক। এঁরা যদি শিক্ষিত ও দক্ষ হতো, তবে আমাদের আয় হতো কমপক্ষে দ্বিগুণ। আজ পৃথিবীর দুয়ার খোলা, প্রয়োজন কেবল যোগ্যতা অর্জন করা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই পারে সে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। এর মাঝে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সারা বিশ্বে

www.pathagar.com

অতুলনীয় বলে বিশ্বসংস্থাসমূহ বিবেচনা করছে। আমরা এর সুফলও পেয়েছি। যথাসময়ে ভর্তি, ক্লাস শুরু, পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু ইত্যাদি শিক্ষায় শৃঙ্খলা এবং মান উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। সারা দেশে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাসমূহে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে তাদের নিজেদের, পরিবারের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,

আপনাদের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আজকের এ সমাবর্তনে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। নিজ মেধা, শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আপনারা তা অর্জন করেছেন। নিঃশর্ত প্রশংসা আপনাদের প্রাপ্য। আমি সে সঙ্গে প্রশংসিত করতে চাই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী এবং আপনাদের মা-বাবা, অভিভাবকদের, যাঁরা আপনাদের লক্ষ্য পূরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে গেছেন; দিয়েছেন অপরিমেয় মমতা। আজকের দিনে তাঁদের আনন্দও কম নয়।

যে জ্ঞান আপনারা অর্জন করলেন তা যেন ছড়িয়ে দিতে পারেন সমাজের কম-আলোকিত মানুষের মাঝে, আপনাদের প্রজ্ঞা ও মেধা যেন সাধারণ মানুষের প্রাণে সাহস জোগায়, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সূচিত করে ইতিবাচক পরিবর্তন। শিক্ষা তখনই শক্তি, যখন তা প্রয়োগ করা হয় পরিবর্তন আনয়নে। আমি বিশ্বাস করি দেশপ্রেম, সততা আর নিষ্ঠার মাধ্যমে আপনারা তা করবেন। বহু বছর আগে বিখ্যাত চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছিলেন, I do, I learn. সুতরাং, জ্ঞানের প্রয়োগই প্রকৃত শিক্ষা। আপনারা হচ্ছেন সমাজের আলোকবর্তিকা, আপনাদের দিকেই চেয়ে আছে সমাজের অপরাপর কম সৌভাগ্যবান, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী। আপনারা তাদের আলোকিত করুন।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,

আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আমরা দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আজও অর্জন হয়নি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতামুক্ত এবং সুখী-সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন হতে পারে।

তরুণ প্রজন্ম বাস্তবে যুগস্রষ্টা। তাঁরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দেশের, সমাজের ও মানবজাতির কল্যাণকর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশের ইতিহাস তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। আমাদের নতুন প্রজন্ম

www.pathagar.com

শাহবাগ চত্বর থেকে দেশের সকল প্রান্তে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে উঠেছে। তাদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সংহতি ঘোষণা করছি। তরুণ প্রজন্ম, যাদের সাথে রয়েছে আমাদের সকল জনগণ, তাদের লক্ষ্য ও বিজয় কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, যেমন পারেনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। তখন আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম। আজ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাফল্যের শিখরে পৌঁছাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে যথাসাধ্য অবদান রাখার জন্য আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাই। আর সেই বাংলাদেশ গড়ার কাজে আমাদের নতুন প্রজন্মকে, বিশেষ করে আপনাদের মতো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ নবীনদের আত্মনিবেদিতপ্রাণ হয়ে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সে কাজে সাফল্যের মধ্যেই নিহিত আছে আপনাদের উচ্চশিক্ষার সার্থকতা। আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রধান শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। এ জন্য আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন করে সকলের জন্য আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের নতুন প্রজন্মকে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তাদেরকে উচ্চ নৈতিক গুণসম্পন্ন, চরিত্রবান, গণতন্ত্রমনস্ক এবং দেশ ও জণগণের প্রতি দায়বোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনারাই বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নেবেন জাতি সে প্রত্যাশায় আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা চাই শিক্ষিত-জ্ঞানী-প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক নতুন প্রজন্ম , যারা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রধান শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা আমাকে বারংবার তাদের উষ্ণ সান্নিধ্যে টেনে আনেন এবং সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। নিজস্ব ক্যাম্পাসে এসে এ বিশ্ববিদ্যালয় এখন আরও পরিপূর্ণ, আরও আকর্ষণীয় এবং আরও সমৃদ্ধ। দৃষ্টিনন্দন এই বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষালাভের চমৎকার পরিবেশ পাচ্ছে, সে ব্যাপারে আমি নিঃসংশয়। এ সুযোগে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, যাঁদের মেধার দ্যুতিতে উজ্জ্বল ওই স্নাতকরা, যাঁরা আজ তাঁদের জীবনের একটি অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল পোশাক পরিধান করে পরখ করে দেখছেন নিজেদের ঈর্ষণীয় সাফল্য।

প্রিয় স্নাতকগণ,

আমি আপনাদের উদ্দেশে পুনরায় বলতে চাই—আজ আপনাদের জীবনের একটি অত্যন্ত স্মরণীয়, বরণীয় দিন। এ দিন কোনোদিন বিস্মৃত হওয়ার নয়। অনেক সাধনা, শ্রম আর নিষ্ঠার ফসল এই সোনালি দিন। এর জন্য আপনারা কঠোর

www.pathagar.com

পরিশ্রম করেছেন, আপনারা মেধা ও শ্রমের যে বীজ পরম নিষ্ঠায় বুনেছেন, আজ তার ফসল ঘরে তুলছেন। আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারাই এদেশের ভবিষ্যৎ নেতা; কী রাজনীতি, কী অর্থনীতি, কী বাণিজ্য, কী শিক্ষা, কী বিজ্ঞান, কী গবেষণা—সকল ক্ষেত্রে আপনাদের মতো উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরাই নেতৃত্ব দেবেন। আজ আপনাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হলো; কিন্তু শুরু হলো আরেকটি অধ্যায়—কর্মজীবন। সেখানে আপনারা একই দ্যুতিতে ভাস্বর হবেন, নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবেন, আমি সেই প্রত্যাশাই করি।

প্রিয় স্নাতকগণ,
আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সুখী জীবন এবং উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধৈর্যের সাথে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিগত ৬ বছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ডিগ্রি প্রদান ও সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন প্রায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার মধ্য থেকে ১টি বক্তৃতা মুদ্রিত হলো।

তারিখ : ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ স্থান : নিজস্ব ক্যাম্পাস

www.pathagar.com

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৪

আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা, আমার সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ—আসসালামু আলাইকুম।

আমি আপনাদের সবাইকে এ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সমগ্র শিক্ষা-পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার নেতৃত্বে বিগত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধরে দু-বার নির্বাচিত হয়ে আপনি দেশ পরিচালনা করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আপনার একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়। আপনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সাফল্য অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী অর্জন দেশবাসী তাঁদের মত প্রকাশের মধ্য দিয়েই এটা জানিয়ে দিয়েছেন। দেশবাসীর সমর্থন, সহযোগিতা এবং আমাদের কাজ ও সাফল্যের প্রতি স্বীকৃতির জন্য সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। এই অনুষ্ঠান আমরা গত বছর থেকে চালু করেছি। মূল উদ্দেশ্য আমাদের দেশে বিভিন্ন কাজের সুযোগে আমরা দেখেছি, শুধু শহরে নয় সারা দেশের আনাচে-কানাচে আমাদের ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে রয়েছেন। যারা মেধাবী কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতার কারণে তারা হয়তো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাচ্ছেন। তাদেরকে আমরা সামনে আনতে পারি না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

বলেছেন, যারা অগ্রসর মেধাবী, তাদের যেন শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়। সুযোগের অভাবে যেন তারা ঝরে না পড়ে। তাদেরকে চিহ্নিত করে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে দাও এবং তাঁরই পরামর্শে আমরা গত বছর শুরু করেছিলাম দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় সে বছরের কিছু চিত্র আপনারা এখানে দেখেছেন। ঠিক এক বছর পরে এবারও আমরা দ্বিতীয় বারের মতো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।

প্রথমে একটা স্কুল থেকে প্রতি উপজেলা লেভেলে, তারপর হয়েছে জেলা লেভেলে, তারপর বিভাগ লেভেলে, তারপর হয়েছে চূড়ান্তভাবে জাতীয় পর্যায়ে। এই জাতীয় পর্যায়ে গত ২৮শে মে ২০১৪ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে সারা দেশ থেকে প্রতিযোগিতায় টিকে শ্রেষ্ঠ মেধাবী এসেছিলেন ৯৬ জন। এর মধ্যে এই চূড়ান্ত পর্বে এসে ১২ জন শ্রেষ্ঠ মেধাবী হিসেবে মনোনীত হয়েছে, আজকে যারা পুরস্কৃত হবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিবেন। আমি সমগ্র শিক্ষা-পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের এ শ্রেষ্ঠ ১২ জন মেধাবীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি; একই সঙ্গে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যাঁরা এ প্রতিযোগিতায় ১২ জনের মধ্যে আসতে পারেননি কিন্তু যে ৯৬ জন সারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে শ্রেষ্ঠ হয়ে ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় এসেছিলেন। হয়ত সামান্য ব্যবধানে ১২ জনের মধ্যে টিকতে পারেননি, তাঁরাও কিন্তু শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের অন্যতম। আমি সেই ৮৪ জনকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী ২ লক্ষের অধিক মেধাবী ছেলে-মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং এর মধ্য থেকে বিভিন্ন স্তরে তারা ৭ হাজার জন পুরস্কৃত হয়েছে নিজ নিজ স্তরের শ্রেষ্ঠ মেধাবী হিসেবে। এই সুযোগ আমাদের দেশব্যাপী সমানভাবে আমরা নিশ্চিত করতে চাই এবং এ কথাটি আমরা আবারও বলতে চাই যে, আমাদের দৃষ্টির আড়ালে আমাদের দেশের আনাচেকানাচে যাঁরা মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছেন, যাঁরা অনাদরে অবহেলায় তাদের স্থান করে নিতে পারছেন না, এখন তাঁদেরকে আমরা সেই সুযোগ সমানভাবে নিশ্চিত করে দিচ্ছি। আর তাঁরা কখনো দৃষ্টির আড়ালে থাকবেন না। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুগম করে দিয়েছেন। সেই পথেই তাঁরা এগিয়ে চলবেন। দেশকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

সেই সঙ্গে এই কথাটাও বলতে চাই—আমরা প্রতিবছর আমাদের শিক্ষা-ক্যালেন্ডারের মধ্যে এ তারিখটা আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেব, যাতে সব স্কুল আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সেই অনুসারে আমাদের শিক্ষা-কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি এবং আগামী বছর এজন্য আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার স্বপ্ন আপনার লক্ষ্য যদি আমরা একটু দূরের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে চাই, তাহলে আমরা দেখব সেটি এখন বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

হচ্ছে। যে লক্ষ্য আপনি ঘোষণা করেছিলেন ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে, যার পক্ষে জনগণ রায় দিয়েছিলেন। পরে আবার এ বছর ২০১৪, ৫ই জানুয়ারি জনগণই রায় দিয়েছেন সেই ২০২১ সালে মধ্যে যে লক্ষ্য আপনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে আমরা সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। হয়তো আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; কিন্তু তার ভিত্তি রচিত হয়েছে; আর আপনার যে চূড়ান্ত লক্ষ্য যেটা আপনি ৫ই জানুয়ারি নির্বাচনে ঘোষণা করেছেন—২০৪১ সালের মধ্যে আপনি বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে পৌঁছাবেন। দারিদ্র্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। আমাদের মানুষ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিতে বসবাস করবে। আমরা সেই পথে এগিয়ে চলেছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই দেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে ১৯৭১ সালে দেশকে স্বাধীন করেছি। বঙ্গবন্ধু এই দেশের মানুষকে সচেতন করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, সংগঠিত করেছিলেন, নেতৃত্ব দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। যারা পরাজিত হয়েছিল তাদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে সমগ্র জাতি ধংসের মুখে পড়েছিল; কিন্তু আবারও বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। শেখ হাসিনার পিছনে সংঘবদ্ধ হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা সাংবিধানিকভাবে রায় দিয়েছে এবং সেই রায়, সেই লক্ষ্য হচ্ছে তিনি যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ—সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এই লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, সেটি এই মূল জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। আমাদের এ দেশকে পরিবর্তন করতে হবে। যে স্লোগান নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে চলেছেন আমাদের সবাইকে এগিয়ে চলার পথে যার যার সর্বোচ্চ অবদান রাখতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব আমরা যা অর্জন করতে চাই, আমরা সুখ ও শান্তির দেশ গড়ে তুলতে চাই, আমরা উন্নত মর্যাদাশীল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হচ্ছে, এই জন্য আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, শেখ হাসিনার আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য আমাদের একটি অগ্রবাহিনী গড়ে তুলতে হবে—যাঁরা এই দেশকে এই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবেন, যাঁরা ভবিষ্যতে আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণ করবেন, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন বিভিন্ন স্তরে।

তাই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা, তৈরি করা, প্রস্তুত করা আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে। কিন্তু আমরা আপনার নির্দেশে সেই কাজ করে যাচ্ছি। নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় আমরা তাদেরকে গড়ে তুলতে পারবে না। তাই আমরা শিক্ষাব্যবস্থার

www.pathagar.com

আমূল ও মৌলিক পরিবর্তন চাই, গুণগত পরিবর্তন চাই, আপনার সেই নির্দেশনা অনুসারে।

প্রথমবারের মতো আমরা ১৯৬২ সালে আন্দোলন করেছিলাম শিক্ষানীতির জন্য আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। প্রথম মিছিলে আমি একজন নগণ্য কর্মী ছিলাম। মাননীয় নেত্রী, আপনি ছিলেন সেই আন্দোলনে। আপনি কী করে আজিমপুর স্কুলের দেওয়াল টপকে এসেছিলেন মিছিলে সেগুলো আমরা জানি। সে সময় আমরা আন্দোলন করেছিলাম; পাকিস্তান কোনো শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শুরু করেও পারেননি, শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে আমাদের দেশকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। শত্রুরা কখনো জয়ী হতে পারেনি। আজও তারা বিচারের কাঠগড়ায় রয়েছে; কিন্তু আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অবিচল এগিয়ে চলছে।

আমরা সকলের মতামত নিয়ে শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, আমাদের সকল মানুষ, আমাদের দেশের আলেম-ওলামা, সব রাজনৈতিক দল সবার মতামত নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়ন করছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে, এই অঞ্চলের ইতিহাসে এই প্রথম শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে, আমরা এগিয়ে চলছি। আমরা এর আওতায় বহু কাজ করছি, আমি সেগুলোর ব্যাখ্যায় যাব না, যা দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন। আমাদের মূল লক্ষ্য আমি আগেই বলেছি—নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। আর আমাদের নতুন প্রজন্ম সম্পর্কে আমাদের আস্থা রয়েছে আমি আগেও বলেছি, আমি আবারও বলতে চাই। ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স পাঁচ বছর পর পর হয়। সেই কনফারেন্সেও আমি বলেছি যে, আমাদের আপনারা অর্থনৈতিকভাবে এখনো দরিদ্র দেশ বলতে পারেন; কিন্তু আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে সেই দারিদ্র্যকেও ঘুচিয়ে দেবেন। আমি আজ বলতে চাই—আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হলেও মেধার দিক থেকে দরিদ্র নয়। এই যে আমাদের নতুন প্রজন্ম এরা বিশ্বমানের মেধাবী। আমাদের নতুন প্রজন্মের রয়েছে বিশ্বমানের মেধা। এই মেধার সৃজনশীল বিকাশসাধন করে দিতে পারলে, তাদেরকে প্রস্তুত করে দিতে পারলে তারা এ দেশকে যেমন গড়ে তুলতে পারবে, তেমনি দুনিয়ার বুকে যেখানেই হোক তারা নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে। প্রতিযোগিতায় আমাদের সন্তানদের কেউ হারাতে পারবে না—এই আস্থা আমাদের রয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় একটা শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি এবং এটা sustainable. আমরা এখন বছরের প্রথমদিন ১লা জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু করতে পারি। এজন্য আগে আমাদের বই কিনতে ৩ মাস ৬ মাস লাগত। অনেকে বই কিনতে পারত না, ১০% ছেলে-মেয়ে স্কুলেই আসত না।

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা ২০১২ সালের মধ্যে ৯৯ শতাংশের বেশি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করতে পেরেছি। উন্নয়নশীল কোনো দেশ Millennium Development Goals হিসেবেও কার্যকর করতে পারেনি। Millennium Development Goals—আরেকটা লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে আমাদের মতো সকল দেশ, ছেলে এবং মেয়েদের সমতা প্রাথমিক স্তরে অর্জন করবে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা দেশে শুধু প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছেলে-মেয়ের সমতা অর্জন করেছি। কোনো দেশ এটা অর্জন করতে পারেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার এ বিজয়, আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে আসার জন্য যে সকল বাধা ছিল আমরা একে একে দূর করেছি। দরিদ্র সন্তানদের মধ্যে আমরা প্রাথমিক স্তরে ৭৮ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে উপবৃত্তি দিচ্ছি, মাধ্যমিকে ৪২ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে উপবৃত্তি দিচ্ছি। আমরা ২০১০ সাল থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে স্কুলে, মাদ্রাসায়, টেকনিক্যালে (নাইন-টেনে একই বই)। ক্লাস ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত বছরের প্রথম দিন বিনা মূল্যে সকল বই দিচ্ছি।

কোনো বাধা আমাদেরকে আটকাতে পারেনি। প্রথম বছর আমাদের বাধা ছিল, কালো চক্র বই পুড়িয়ে দিয়েছিল, অনেকেই মনে করেছিল আমরা এখানেই শেষ, আমরা আর পারব না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—আপনি কাজ করে যান, যা হওয়ার হবে। আমরা বই ছাপিয়ে জানুয়ারির মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিলাম। পরের বার ২২ কোটি, তার পরের বার ২৪ কোটি, তার পরের বার ২৭ কোটি ১লা জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক দিবস উৎসব পালন করে সব স্কুলে আমরা সময়মতো বই পৌঁছে দিয়েছি। এইবার আমাদের ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। নভেম্বর মাসের যে দিন আমাদের জেএসসি/জেডেসি পরীক্ষা ৪ নভেম্বর থেকে সেই দিন সেই স্বাধীনতা-বিরোধীচক্রের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বানচাল করার জন্য আমাদের দেশের সেই গণবিরোধী শক্তি হরতাল-অবরোধ দিয়েছিল। তার মধ্যেও আমরা পরীক্ষা নিয়েছি জেএসসি/জেডেসি/পিএসসি/এবতেদায়ি। কেউ আমাদের রুখতে পারেনি। আর সবাই তো মনে করছে এইবার ফাঁদে পড়েছ, এইবার বই দিবা কেমনে? তারা কোনো প্রেস খুলতে পারে না, ছাপাখানা খুলতে পারে না, মানুষ হত্যার অপরাধে মেতে ওঠে রাস্তায়, গাড়ি চলতে পারে না, পেট্রোলবোমা মেরে দেয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছেন—কিছু বলার দরকার নেই, আপনার কাজ আপনি করে যান। তাঁর সকল নির্দেশ আমার কাছে অবধারিত, এটা আমার করতেই হবে। আমাদের সহকর্মীদের নিয়ে আমরা সেই কাজ করছি এবং এই বছর আমাদের বই আমরা যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে দিয়েছি। ১লা জানুয়ারি ছিল আখেরি চাহার শোম্বা। ১লা জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই বিতরণ উদ্বোধন করেছেন। তাঁকে আমাদের সাংবাদিক ভাই-বোনেরা প্রশ্ন করেছেন যে—মাননীয়

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী, এই ২ মাস একটা ট্রাকও রাস্তায় বের হতে পারেনি, গরিব মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে সে বাসেও পেট্রোলবোমা মেরে দিয়েছে, কী করে আপনারা ১৬ হাজার ৪২টি ট্রাক সারা দেশে নিয়ে গেলেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথাটাকে হালকা করে উত্তর দিলেন—আমিও তো জানি না। আমাদের কাজ তো করতেই হবে। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা ছিল, গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছিল, এটা কাজে লাগিয়েছে। এটুকু তিনি সহজভাবে উত্তর দিয়ে দিলেন। আমরা এ যুদ্ধের মধ্যেও বছরের পয়লা দিন ৩১ কোটি ৭৮ লক্ষ ১২ হাজার ৯৬৬ খানা পাঠ্যবই বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত সব প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিয়েছি। একজন শিক্ষার্থীও বলতে পারবে না, কোনো ছাত্র-ছাত্রী বলতে পারবে না বই পায়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ইতোমধ্যে আমরা তালিকা করে ফেলেছি, যাদের হাতে বই দিতে হবে আমাদেরকে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন। জাতিসংঘের অনেক সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে—৪০টা দেশের জনসংখ্যা একত্রে যোগ করলেও আমাদের এই ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সমান হবে না। আমরা তাদেরকে বই পৌঁছে দেব। আমরা সময়মতো এসএসসি পরীক্ষা নিচ্ছি, ৬০ দিনে ফল প্রকাশ করছি, আমরা সময়মতো স্কুলে ক্লাস শুরু করছি ১লা জানুয়ারি। কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা নিচ্ছি এপ্রিল মাসের ১ তারিখে, ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ। জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে কলেজের ক্লাস শুরু।

১৭ বছর পর যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ করে নতুন কারিকুলাম অনুসারে নতুন বই ছাপিয়ে এবার দিয়েছি। এতে কিছু কিছু ছাপার ভুল ছিল, এটা আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। তার জন্য এইবার আমরা নিখুঁতভাবে সব কিছু সংশোধন করে নতুন বই ছাপছি; আশা করি, কেউ ভুল পাবেন না। তার পরেও ছাপাখানার ভুল থাকলে দুএকটা ভুল থাকতে পারে। সেই ভুল আমরা সংশোধন করে সর্বত্রই দিয়েছি। আমরা এভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতমান অর্জনের জন্য সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করছি। আমাদের এই শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাস করে লেখাপড়া করছে। আমরা ৫ লক্ষ শিক্ষককে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এখন আমরা প্রতিটা স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করে দিয়েছি। ২০ হাজার ৫০০ স্কুলে শিক্ষকদের ট্রেনিং দিয়ে ক্লাস শুরু করে দিয়েছি। কেউ মনে করবেন না যে, প্রতি স্কুলে একটাই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হবে। সব ক্লাসরুম হবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেটা করেই ছাড়ব। আমরা ইতোমধ্যে শিক্ষকদের ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছি।

আমাদের সম্পদ সীমিত, তার মধ্যেও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যতই সীমিত হোক, শুরুর দিন থেকে আমি বলেছি—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সম্পদ আমাদের দেবেন তা দিয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

তাই আমাদেরকে এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কেউ আটকে রাখতে পারবে না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাব। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই বিশাল জনগোষ্ঠী, আমাদের মানুষ, আমাদের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাত, এই মানুষকে কেউ কেউ বোঝা মনে করতে পারেন। আর সেই সুযোগ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। এরাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকের যুগে দুনিয়া পাল্টে গেছে। এখন Human Resource শুধু বলা হয় না এখন বলা হয় Human Capital। তাই আমাদের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আমরা সর্বত্র গুরুত্ব দিচ্ছি। 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ'—দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। গতকাল সপ্তাহ শেষ হয়েছে। আজকে আরেক সপ্তাহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছেন এই মেধাবীদের পুরস্কৃত করতে। গতকাল শেষ হয়েছে, তার আগে ১৮ তারিখে যে সপ্তাহ শুরু হয়েছিল তিনি এখানে এসে আমাদের দেশে কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন করে দিয়েছিলেন। গতকালকে সমাপ্ত করেছি।

আমরা কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে চাই। আজকের দিনে শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে জ্ঞান এবং দক্ষতা। আমাদের নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে তৈরি করতে চাই, সেই জন্য আমরা এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার করেছি। শুধু উল্লেখ করব কয়েকটা বিষয়। আমরা যখন দায়িত্ব নিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছিল অবহেলিত। এখানে লেখাপড়া বলতে কিছুই ছিল না, ছাত্র-ছাত্রীরা আসত না। আমরা ২০১০ সালে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছি, অভিভাবকরা গুরুত্ব বুঝেছেন এবং অসংখ্য ছাত্র ভর্তি হতে আসে। আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়িয়েছি। এখন আমাদের কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ৭ হাজারের বেশি। আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন আমরা প্রথম দায়িত্ব নিই তখন ছিল মোট ছাত্র-ছাত্রীর মাত্র এক শতাংশ। এখন সেটা বাড়িয়ে আমরা আট শতাংশে পৌঁছেছি, আট গুণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি বাড়িয়েছেন। এই কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এখন সেটা আমাদের প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে এবং আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব।

আমাদের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক কারিগরি শিক্ষা, যে শিক্ষায় তার কর্মসংস্থান হতে পারে, দেশের সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, আমরা এর সাথে কারখানার মালিক ইনভেস্টার্স, ইন্টারপ্রেনার্স, বিনিয়োগকারী সবাইকে সম্মিলিত করে সকলের সাথে মিলিয়েই এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের

www.pathagar.com

দেশের কোনো তরুণ অদক্ষ থাকবে না। দক্ষ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গড়ে উঠবে আর যারা মেধাবী তারা অবশ্যই উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, বৈজ্ঞানিক হবে, শিক্ষক হবে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে বড় বড় বিষয়ে শিক্ষকতা করবে গবেষণা চালানোর জন্য, যোগ্যতা অর্জন করবে। অবশ্যই সেই পথও উন্মুক্ত করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে উচ্চশিক্ষায় বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কোনো পরিবেশই ছিল না। আমরা বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয় মানে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি—এটিই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই আপনার নেতৃত্বে আমরা নতুন প্রকল্প তৈরি করেছি। বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় Higher Education Qulaity Enhancement Project। আপনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন গবেষণার উপর। আমরা প্রতিবছর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই সুযোগ করে দিয়েছি। এখন গবেষণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা তার উন্নয়ন সাধনের জন্য সিলেবাস উন্নয়ন করা, কারিকুলাম উন্নয়ন করা, পাঠদান পদ্ধতি উন্নয়ন করা, শিক্ষকের মান উন্নয়ন করা, পরিবেশ উন্নয়ন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—সেটা সরকারি এবং বেসরকারি—সবখানে আমাদের সন্তানরা লেখাপড়া করে, সব সুযোগ আমরা সমান ভাবে উন্মুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর একটা বড় কাজ করছি—আমাদের দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা দুনিয়ার সকল বিশ্ববিদ্যলেয়ের একটা Connectivity তৈরি করে দিচ্ছি Bd Ren তার নাম। Trans Eurasian Communication-এর সাথে যুক্ত। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, শিক্ষার্থীরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। তাঁরা গবেষণা শেয়ার করতে পারবেন। জ্ঞান আদান-প্রদান, অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। সেই পথ আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। যার ফলে আমাদের কোনো শিশু ঘরে বসে থাকবে না। শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে, সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। এই বিশ্ব উন্মুক্ত করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। যার যার যোগ্যতার ভিত্তিতে তার তার দক্ষতা দিয়ে সে এগিয়ে যাবে। আর এই যে আমাদের নতুন প্রজন্ম, এই মেধাবী প্রজন্ম এই বাংলাদেশকে দুনিয়ার শীর্ষস্থানে এগিয়ে নিয়ে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে—এই আস্থা আমাদের রয়েছে। আপনারা যাঁরা এখানে আমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছেন, আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আবারও আমাদের শ্রেষ্ঠ ১২ মেধাবীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ৮৪ জন যারা প্রতিযোগিতায় এসেছিল তাদেরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা সকল লেভেলে ৭ হাজার পুরস্কার পেয়েছে তাদেরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা অংশ গ্রহণকারী সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি এখানে এসেছেন আপনার সন্তানদেরকে উৎসাহিত করতে। আপনার কর্মী আমরা। আমাদেরকে উৎসাহিত করতে এসেছেন, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার উপস্থিতি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছে। ইনশাআল্লাহ্ আপনার নেতৃত্বে আগামীবার আমরা আরও উন্নতভাবে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, আরও শ্রেষ্ঠ মেধাবীদেরকে আপনার সামনে হাজির করতে সক্ষম হবো। সার্বিকভাবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের সবার মেধা উন্মুক্ত করে দেব যাতে সবাই সামনে এগিয়ে যেতে পারে—এই কথা বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় অতিথিবৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে শুভকামনা। তোমরা এগিয়ে চলবে, এ দেশ পরিবর্তন করবে, তোমাদেরকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে, সেই কাজে এগিয়ে যেতে হবে—এই আহ্বান জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

তারিখ : ২৫.০৬.২০১৪, স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রশ্নপত্র ফাঁস :
অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্যের সাথে কিছু কথা

আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও লেখক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সম্প্রতি 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' বিষয়ে কয়েক দিনের ব্যবধানে পত্র-পত্রিকায় তিনটি কলাম লিখেছেন। তাঁর উদ্বেগ, ক্ষোভ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাগিদকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তাঁর জোরালো বক্তব্য আমাদের শক্তি জোগাবে এ জঘন্য অপরাধীদের খুঁজে বের করতে এবং ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত করতে যাতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণে স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল আমাদের শিক্ষা-পরিবারের একজন তারকা সদস্য, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও খুবই সৌভাগ্যবান যে, তিনি আমার একজন আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী। তাঁর পরামর্শ ও সক্রিয় ভূমিকা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়নে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা বাস্তবায়নে নানাভাবে তিনি সক্রিয় আছেন। বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁরই নেতৃত্বে আমরা ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি তৈরি করে স্কুলে স্কুলে প্রচারণা চালিয়েছি। আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি, পাঠ্যপুস্তক রচনা, সম্পাদনাসহ বিভিন্ন কাজে তাঁর অবদান আমাদের সাফল্যের পেছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। তাঁর লেখা বই-পুস্তক আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এসব বই পড়ে তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সহজে অনেক কঠিন বিষয় বুঝতে পারে। আমরা বিভিন্ন সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে দিই। তিনি সানন্দে তা সম্পাদন করেন। তাই তাঁকে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং শিক্ষায় সার্বিক সাফল্যের সাথে আলাদা করে দেখা যায় না।

www.pathagar.com

'প্রশ্নপত্র ফাঁস' সম্পর্কে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, আমি তাঁর চেয়ে কম উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ নই। তিনি লিখে তাঁর ক্ষোভ-উদ্বেগ যেভাবে প্রকাশ করতে পারেন, আমাকে শুধু সেটুকু করলেই চলে না। আমাকে আরও বেশি কিছু করতে হয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে মূল যে-কথা বলেছেন—আমরা কিছুই করছি না, এমনকি তিনি যে লিখছেন তাও পড়ে দেখি না, আমরা নির্বিকার। হয়তো ক্ষোভে, দুঃখে তিনি একথা বলেছেন। তাঁর এই ধারণা আমাদের প্রতি অবিচার।

আমরা ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষা গ্রহণ করছি। সর্বশেষ এসএসসি পরীক্ষা (ফল গত ১৭ই মে প্রকাশ হয়েছে) পর্যন্ত এ সময়ে একটি পরীক্ষারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে—এমন অভিযোগ ওঠেনি। যদিও এর আগে অহরহ তা হয়েছে। কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি। ২০১০ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের সময় 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' হয়েছিল, যা আমরা আগেই ধরে অপরাধীদের খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

আমাদের কঠোর সতর্ক থাকা সত্ত্বেও এবারই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় এমন অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটেছে।

পরীক্ষার শুরুর দিনের আগের দিনই প্রচার হয় প্রথম দিনের প্রশ্নপত্র বাংলা ১ম পত্র ফাঁস হয়েছে। আমি সাংবাদিকদের নিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে ফাঁস হয়েছে এমন প্রশ্ন তাদের মেলাতে বলেছি। তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম পত্র সম্পর্কে গুজব থাকলেও কোনোটাই প্রমাণ করা যায়নি।

ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষা ছিল ১০ই এপ্রিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কঠোর সতর্কতার কারণে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সন্ধান পেয়ে রাতে আমরা পরীক্ষা স্থগিত করে ৮ই জুন পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারণ করি। এটি আমরা করেছি। সংবাদমাধ্যম বা কোনো ব্যক্তি আমাদের জানাননি বা ফাঁস হয়েছে এমন প্রশ্নও তোলেননি। আমরা সাংবাদিকদের অনুরোধ করি, ১০ই এপ্রিলের স্থগিত হওয়া পরীক্ষা ৮ই জুন অনুষ্ঠিত হবে, তা দয়া করে প্রচার করতে। তাঁরা সকলে সাহায্য করেছেন এবং এজন্য সারা দেশে আমরা খবর পৌঁছাতে সক্ষম হই। রসায়ন (Chemistry) ১ম ও ২য় পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে ব্যাপক (ফেসবুকসহ) প্রচার হলেও কোনো মিল পাওয়া যায়নি। আগেই প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করে দিয়েছি, যা কেউ জানতেও পারেনি।

পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। যে প্রশ্নপত্রের প্রচার হয়েছে তা থেকে ১ম পত্রে সাজেশন আকারে প্রচারিত ৯/১০টির মধ্যে ৩টি প্রশ্ন এবং ২য় পত্রে প্রায় একই সংখ্যার সাজেশনের মধ্যে ২টি প্রশ্নের মিল পাওয়া গেছে। কথিত সাজেশনের সাথে কিছু মিলতেই পারে। ফেসবুকে বিভিন্ন পেজ-এ বিভিন্ন শিরোনামে এভাবে সাজেশন প্রকাশ করা হয়েছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা এতে আর্থিকভাবে লাভবান হননি। তাহলে প্রশ্ন জাগে—কেন তাঁরা এ ঘৃণ্য কাজ

www.pathagar.com

করেছেন? এ সব বিষয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছি। তাঁরা এ পেজগুলো বন্ধ করেছেন; কিন্তু দুষ্টচক্র তার পরেও নতুন নতুন নামে এ অনৈতিক কাজ করছে। সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে সকল বিষয়ে ব্যবসা বা সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিপদে ফেলার এবং পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিদিনই প্রচার হয়েছে। তার দু-একটি প্রশ্ন যে মিলবে তা অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এমন প্রমাণ নিশ্চিত না হওয়া গেলে ১১,৪১,৩৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিষয়ে যেনতেনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটা আরও ক্ষতিকর হতে পারে। তাই বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি। আমরা নিজেরাই সর্বাগ্রে নিশ্চিত হয়ে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি। সুতরাং, আমরা তা অস্বীকার করিনি বরং নিজেরাই সর্বাগ্রে ব্যবস্থা নিয়েছি।

বারবার একটা অভিযোগ করা হচ্ছে—'প্রশ্ন ফাঁস' বিষয়টি আমরা স্বীকার করি না। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড প্রথম জেনেছি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবং আমরা প্রথম তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষার বিষয়ে স্থগিত করে নতুন তারিখ ঘোষণা করে সকল টেলিভিশন চ্যানেলকে অনুরোধ করি দেশবাসীকে বিশেষ করে পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে। আমরা দুটি তদন্ত কমিটি করলাম। স্বীকার না করলে কীভাবে করলাম? অন্য তিন পেপারে প্রশ্ন পরিবর্তন করে দিই। তা হলে কীভাবে আমরা স্বীকার করলাম না—এই আমাদের বোধগম্য নয়।

সুতরাং আমরা জানি না বা স্বীকার করি না—একথাটি সঠিক নয়। মামলা করেছি। তদন্ত কমিটি কাজ করছে। অনেকের সাহায্য নিচ্ছি। আমরা ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা পড়ি না—এ কথাও ঠিক নয়। তাঁর যে কোনো লেখাই পড়ি, যা আমাদের সম্পর্কে তা পড়ব না এটা ভাবা আমাদের প্রতি অবিচার। এ দেশে এরকম অবস্থায় অন্য দশজন যা করে আমরা তা করিনি। বড় বড়, গরম গরম কথা বলিনি। তবে কাজ করছি না এ অপবাদ সঠিক নয়। এখন মনে হচ্ছে অন্যদের মতো গরম কথা বলে প্রতিদিন মিডিয়ায় থাকলে হয়তো বাহ্‌বা পেতাম। তা আমি করি না।

আমরা তাৎক্ষণিক দুটি তদন্ত কমিটি করেছি। একটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে। যেহেতু আমাদের জন্য গুরুতর ও মারাত্মক ঘটনা তাই আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটিও করেছি, যেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দু-জন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন। এই কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা মোঃ সোহরাব হোসাইন।

www.pathagar.com

এ কমিটির সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—(ক) এবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে যারা যুক্ত তাদের চিহ্নিত করা এবং কোথায় কীভাবে তা সংঘটিত হয়েছে তা বের করা। (খ) ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ সকল বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছে। এখনো প্রায়ই কোনো না কোনো প্রসঙ্গে খবর লেখা হয়।

এ কমিটি রাত-দিন পরিশ্রম করে কাজ করছে, সারা দেশে যাচ্ছে। যাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে তাঁদের তালিকায় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালও রয়েছেন। কমিটির চেয়ারম্যান আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁরা সিলেট যাচ্ছেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর অভিমত ও ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ গ্রহণের জন্য। পরে বলেছেন তাঁরা যাওয়ার আগের রাতে খবর নিয়েছেন, তিনি সিলেটে নেই, ঢাকায়। পরে আমিই বললাম—আরও তথ্য ও প্রমাণ বের করার পর এ রকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরের দিকে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অভিমত নিলে আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হবে। তাই কমিটি এখনো তাঁর কাছে যায়নি। স্বাভাবিক নিয়মেই যাবে। তবে আমাদের দায়িত্বশীল ও সম্মানিত শিক্ষক ও সকলের উচিত পরীক্ষার্থীদের ফেসবুকের দিকে দৃষ্টি দিতে উৎসাহিত না করে, তাদের এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার পেছনে সময় নষ্ট না করে, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য নিজ নিজ পাঠে মনোযোগী হতে বলা।

আমি কখনও আমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বা সমালোচনা করলে তার পাল্টা কোনো বক্তব্য বা প্রতিবাদ করি না। আমি তা বোঝার ও উপলব্ধির চেষ্টা করি। ভুল থাকলে শুদ্ধ করার চেষ্টা করি। না থাকলে বা আমার কাছে সঠিক মনে না হলেও চুপ থাকি। কোথাও এমন প্রমাণ পাবেন না যে, আমার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার প্রতিবাদ করেছি। আমার ত্রুটি বা সমালোচনা (সঠিক না হলেও) আমার কাজকর্মের জন্য এবং একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার জন্য সহায়ক বলে মনে করি এবং এটাই আমার রাজনৈতিক শিক্ষা।

বিশেষ করে আমার শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের কোনো বক্তব্যের প্রতিবাদ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি শুধু তাঁর বক্তব্যের সাথে কয়েকটি পয়েন্ট যোগ করেছি মাত্র।

আমাদের তদন্ত কমিটি, সরকারের বিভিন্ন জেলা ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন এজেন্সি প্রশ্ন ফাঁসকারীদের খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সাড়ে ৫ বছরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার এটাই একমাত্র ঘটনা। আমরা এজন্য অনেক ধরনের কাজ করছি। এগুলো প্রচার করার উপযুক্ত সময় হয়নি। তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অনেক কথা বলা আমার জন্য সমীচীন নয়। এতে তদন্ত ব্যাহত হতে পারে বা অপরাধীরা সুযোগ নিতে পারে।

আমি শিক্ষা-পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং সাথে সাথে সমগ্র দেশবাসীর সাহায্য চাই। শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে

www.pathagar.com

অপরাধীদের অনৈতিক প্রচারের পিছনে ছুটবেন না। আপনারা যাঁরা দেশ ও জাতির বিবেক, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাঁরা দয়া করে নকল করা বা ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ করে পরীক্ষা দেওয়াকে ঘৃণা করার জন্য আহ্বান জানালে আমাদের কোমলমতি পরীক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে। যাঁরা প্রশ্ন দিচ্ছেন বা প্রচার করছেন (সত্য/মিথ্যা যাই হোক) দয়া করে তাঁদের ধরিয়ে দিন। ১৯৮০ সালের মতো প্রশ্ন ফাঁসের কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু একজন দায়িত্বশীল মানুষও কেন তাঁদের ধরে বা তাঁদের পরিচয় আমাদের তদন্ত কমিটিকে দিচ্ছেন না? এটা কি আমাদের সকলের দায়িত্ব নয়? যাঁর কাছ থেকেই পান তাঁকে ধরিয়ে দিন যাতে তাঁর মাধ্যমে আমরা গোড়ায় পৌঁছতে পারি। এ কাজ কেন কেউ করেন না? অপরাধীদের ধরতে দয়া করে সকলে সাহায্য করুন।

দৈনিক বর্তমান, তারিখ : ২৬শে মে ২০১৪

www.pathagar.com

শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সিলেট বিভাগের জন্য কতিপয় উদ্যোগ

শিক্ষায় সারা দেশে সার্বিক পশ্চাৎপদতার পাশাপাশি কিছু কিছু অঞ্চল তুলনামূলকভাবে আরও পশ্চাৎপদ ছিল। প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফল পাওয়া গেছে। নিচে একটি অঞ্চলের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো।

আমরা জানি, সিলেট বিভাগ তুলনামূলকভাবে সারা দেশের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পেছনে। এখানে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম, জাতীয় পরীক্ষায় (জেএসসি/জেডিসি, এসএসসি/এইচএসসি) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সব থেকে কম, পাস করে সবচেয়ে কম, ভর্তি হয় কম, ফেল করে বেশি, ঝরে পড়ে বেশি। শিক্ষার মান সবচেয়ে নিম্নগামী। বিগত চার বছরে এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে ।

এ পেছনে পড়ার কিছু ঐতিহাসিক কারণও আছে এবং রয়েছে বিগত বহু বছরের অবহেলাও। ব্রিটিশ শাসন আমলে সিলেট পশ্চাৎপদ আসাম প্রদেশের অংশ ছিল। তখন আসামের পরিস্থিতিতে এক বা দুই শিক্ষকের প্রাথমিক স্কুল প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানে বা স্বাধীন বাংলাদেশেও নব্বইয়ের দশকের মধ্য পর্যন্ত এর কোনো পরিবর্তন বা সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থার সাথে সমতা আনয়ন করা হয়নি। কোনো চেষ্টা বা উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।

আমি ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সিলেট বিভাগের শিক্ষার পশ্চাৎপদতা ও সমস্যা সংসদে বারবার উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয় সামনে নিয়ে আসি এবং প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। ওই সংসদে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ফলে এই সুযোগ আমি সিলেটের জন্য কাজে লাগিয়েছিলাম। এর ফলে ২ শিক্ষকের

www.pathagar.com

পরিবর্তে জাতীয় সমতা, সিলেট প্রাথমিক শিক্ষার ডেপুটি ডাইরেক্টরের দপ্তর (পূর্বে ছিল চট্টগ্রাম), মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর (যা পূর্বে কুমিল্লায় ছিল), সিলেট শিক্ষা বোর্ড স্থাপন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (এটা পরবর্তী সরকারের সময় পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সবই সিলেটে স্থাপন করা হয়। কিছু সুবিধা হলেও সার্বিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি; কারণ ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন হলে আমি এ উদ্যোগ ও চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারিনি।

জনগণের রায়ে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর মন্ত্রী হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আমাকে প্রদান করা হয়। সার্বিক দায়িত্ব পালনের বা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার মূল কাজের অংশ হিসেবে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোর প্রতি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করি। এর মধ্যে সিলেট বিভাগকে শিক্ষায় সব থেকে পশ্চাৎপদ অঞ্চল হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আমি ২০০৯ সালের ২৩শে এপ্রিল সিলেট বিভাগের সকল জেলার শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, কর্মকর্তা, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিলেটে সম্মেলন করি ও সকল মহলকে যুক্ত করে সিলেটে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্য্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক তৎপরতা চালানো হয়। মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা বোর্ড, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকল ধরনের মানুষ সিলেটে শিক্ষায় উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসেন। এর বাইরে ব্যক্তিগতভাবে আমি বাড়তি উদ্যোগ ও কাজ করতে চেষ্টা করি। সব মিলে সকল সূচকে সিলেটের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি হতে থাকে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আমি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলে সিলেটের সকল মহল বিপুল সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ছেলেমেয়েরা পূর্বের তুলনায় ভর্তি এবং শিক্ষা-জীবন অব্যাহত রাখায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। ঝরে পড়ার সংখ্যা ৫ বছরে কমে প্রায় ৪০% থেকে ১০.৭৭% নেমে আসে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

এ ৪ বছরে নতুন ৭৫টি কলেজ অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৬০টি নিম্নমাধ্যমিক ও ৭৪টি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান। আরও ২১টি প্রক্রিয়াধীন আছে। মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ প্রায় ৩০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি।

সকল রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, আরও হবে। সকল স্তরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৫ বছর পূর্বে যেখানে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২,৪৯২ জন, পাস করে ১৫,২৭০ জন। পাসের হার ৪৭.২৭%। ২০১২ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮,৩৭৬ জন। পাস করে ৫৩,৫৭৯ জন। পাসের হার ৯১.৭৮%। এইচএসসিতে পাসের হার ৮৫.৩৭%। প্রথম জিপিএ চালু হলে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পায় মাত্র ২ জন। ২০১২ সালে

www.pathagar.com

জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৬০০ জনের বেশি। নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থী সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পাসের হার প্রভৃতি সকল সূচকেই এখন সিলেট বিভাগ জাতীয় সমতা অর্জনে সক্ষম হতে পেরেছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এম সি কলেজসহ সকল (৪ জেলায়) প্রধান কলেজগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম চলছে। সকল উপজেলায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়েছে এবং ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমস্যা সমাধান করে চালু করা হয়েছে। ২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সচল রয়েছে।

এক কথায় সিলেট শিক্ষায় এখন আর সবার পেছনে নেই। এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এই অগ্রগতির ধারা সচল রাখার জন্য সবাইকে সচেতন ও সক্রিয় থাকতে হবে।

শিক্ষার পাশাপাশি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সময়ে কৃষি, বিদ্যুৎ, রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখি কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান, আর্থ-সামাজিক নানামুখি কর্মসূচি নেয়ায় সিলেটবাসীর ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম; এক কথায় নতুন প্রজন্মকে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে।

সিলেটে শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে মৌলিক পরিবর্তন চলছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে স্বল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ উন্নত আলোকিত সিলেট দ্রুতই সামনে এগিয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে কৃষি, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নানা ধরনের সাহায্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। কর্মজীবী মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক কথায় আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন—সকল ক্ষেত্রে সারা দেশে এবং সিলেটে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বর্তমানে সিলেটে ২টি নতুন সরকারি হাইস্কুল স্থাপন করা হচ্ছে। নতুন ১৬৮টি হাইস্কুল ও ১২৩টি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে যা অতীতে ৪০ বছরেও হয়নি।

সিলেট যেখানে মাত্র ৬ বছর পূর্বে সমগ্র দেশের বিবেচনায় শিক্ষায় অতুলনীয় পশ্চাৎপদ ছিল, মাত্র ৫ বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় বর্তমানে সিলেট বিভাগ জাতীয় সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই ধারায় সিলেটবাসী অব্যাহত থাকবে—এটাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন।

www.pathagar.com

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের এখানে সর্বশেষ জেএসসি (জুনিয়র সার্টিফিকেট) পরীক্ষা ২০১৪ সংক্রান্ত কিছু তথ্য দেয়া হলো, যা থেকে সিলেট বিভাগে শিক্ষাক্ষেত্রে ৬ বছর পূর্বের অবস্থার যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে তা উপলব্ধি করা যাবে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তা জানা ও ধরে রাখার উদ্দেশ্যে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

২০১৪ এর ৩০ ডিসেম্বর জেএসসি'র এই ফল প্রকাশ হয়েছে।

১. এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৮৫ জন, যা গত বছরের থেকে ১৪ হাজার ২৮৫ জন বেশি।

২. এদের মধ্যে ছাত্র ৪৪ হাজার ১০২ জন এবং ছাত্রী ৫৬ হাজার ১৫৩ জন। ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ১২ হাজার ৫১ জন বেশি।

৩. পাসের হার ৯১.৫৭% (গত বছর ছিল ৯১.১৫% যা গত বছরের তুলনায় ০.৪২%) বেশি।

৪. ১৪১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে।

৫. মোট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ৯১২টি, গত বছর ছিল ৮৮০টি, অর্থাৎ এক বছরে ৩২টি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. অতীতে অনেক প্রতিষ্ঠানের একজনও পাস করতো না। এবার শূন্য পাসবিহীন প্রতিষ্ঠান একটিও নেই।

৭. ৫০%-এর কম পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠান মাত্র ১টি । অর্থাৎ মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সকল প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা ৫০%-এর অধিক পাস করেছে।

৮. জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১০ জন।

www.pathagar.com

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ

আজকের এ মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্ট্রিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু-কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রীপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,

Excellencies – The Ambassadors and High Commissioners,

Representatives of UN & UNESCO and other International Organizations,

সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ণ।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার প্রতীক। আজ শুধু বাংলা ভাষা নয়, সমগ্র বিশ্বের সকল জাতির, সকল মানুষের মাতৃভাষার প্রতীক হিসেবে বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত—বাঙালির সংগ্রাম ও রক্তে রঞ্জিত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙ্গালির সংগ্রাম, বিজয় ও গৌরবের এই দিনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং সমগ্র শিক্ষা-পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আমি গত কয়েক বছর ধরে প্রতিবারই বিব্রত হয়ে বলেছি—'আমরা এবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়াম তৈরী করতে পারিনি।' গতবার বলেছি—'এবার এ সম্পর্কে কিছুই বলবো না—' এই আশায় যে এবার আপনাদের

www.pathagar.com

সামনে সাফল্য নিয়ে হাজির হবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর কর্মীদের প্রতি এতই স্নেহশীল এবং মনযোগী যে, তিনি প্রতিবারই আমার বিব্রতকর অবস্থা দেখে সান্ত্বনার সুরে বলেছে—এবার হয় নাই তো কি হয়েছে। পরে যথা সময়ে হবে। তাঁর কথাটি যথার্থ হয়েছে। অনেক সমস্যা মোকাবেলা করে আমরা সফল হয়েছি।

আজ আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের সামনে ঘোষণা করছি—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শ অনুসারে কাজ করে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর নতুন আধুনিক সুন্দর মানসম্মত একটি অডিটোরিয়াম তৈরির কাজ সম্পন্ন করে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি (২০১৫) এই মহান অনুষ্ঠানটি নতুন অডিটোরিয়ামে করছি। আপনারা তা দেখতে পাচ্ছেন। এই অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে এখানে প্রবেশ করেছেন।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, আমাদের জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের অন্যতম। মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামের এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের বীর ভাষা-শহীদদের। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ভাষার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করে এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। অমর একুশের চেতনার পথ ধরেই আমাদের পরবর্তী সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মহান ভাষা আন্দোলনের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারির এবার ৬৩ বছর পূর্ণ হলো। মাতৃভাষা আন্দোলনে ৬৩ তম বার্ষিকীতে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

প্রতি বছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আজ আমরা এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। দ্বিতীয় দিনের আয়োজন হলো আন্তর্জাতিক সেমিনার; বিষয় : Preservation and Promotion of Mother Languages and Multilingualism: Scope to Make IMLI as a Research Hub. আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞবৃন্দ ছাড়াও ভারত, নেপাল, কানাডা, জার্মানি থেকে ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন। এই মহতী সমাবেশে একটি সংবাদ আপনাদের জানানোর বিশেষ তাগিদ বোধ করছি। ইতিমধ্যে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো-র ক্যাটাগোরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও মর্যাদার প্রস্তাব পাঠিয়েছি। সে-অনুযায়ী ইউনেস্কো-র প্রতিনিধিদল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা একটি

www.pathagar.com

রিপোর্টও দিয়েছেন। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীই প্রথম দিয়েছিলেন। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ পল্টনের জনসভায় তিনিই বলেছিলেন, 'বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্ত-প্রায় ভাষাগুলি'-কে জীবন্ত ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী করে তোলার জন্য ঢাকায় এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার নেতৃত্বে আমরা ইউনেস্কোর-র স্বীকৃতি লাভ করবো, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকৃতই ভাষা বিষয়ক সকল গবেষণার বিশ্বস্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিনে রয়েছে বাংলাদেশের ও এ দেশে অবস্থানরত বিদেশি শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যেই এসব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন। ইনস্টিটিউট এর সকল আয়োজনে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এর ফলে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তাৎপর্য ও গাম্ভীর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। আমরা উৎসাহ বোধ করি, প্রেরণা পাই, তিনি আমাদের নির্দেশনা দান করেন।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। এরপর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলায় ভাষণ দিয়ে আর-এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর ভাষণে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি তাঁর এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে।

বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন, ত্যাগ, গৌরব ও সাফল্যের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি। বিশ্বের সকল জাতির মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার প্রতীক হিসেবে ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। আমাদের মাতৃভাষার আন্দোলন এখন বিশ্বজনীন মর্যাদা লাভ করেছে। ইউনেস্কো এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় (theme) হিসেবে ঘোষণা করেছে : "Inclusion in and through education: Language counts". ইউনেস্কো মাতৃভাষার মাধ্যমে বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, সবার জন্য শিক্ষার কার্যক্রমের সাফল্য এখনো প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্জন করা যায়নি। এর অন্যতম কারণ ভাষিক সম্প্রদায়ের বিশ্লিষ্ট অবস্থান। বিশ্বে এমন অনেক ভাষাভাষী এমন দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করে আসছেন যেসব অঞ্চলে এ কার্যক্রম এখনো শুরু করা যায়নি। এ অবস্থায় নতুন করে ভাষা ও শিক্ষার বিষয়টিকে পূর্বের মতোই গুরুত্বসহ বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবর্তিত

www.pathagar.com

বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বহু ভাষিক সম্প্রদায়ই ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগই তাদের এখনো অপর্যাপ্ত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে ইউনেস্কো-র মহাপরিচালক যে বাণী প্রদান করেছেন তাতে বিষয়টি পুনরায় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ২০১৫ সালকে টার্নিং পয়েন্ট বা সন্ধিকাল হিসেবে দেখেছেন। এ বছরই হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্তিম বৎসর। এখন নতুন করে পূর্বের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি (sustainable development agenda) নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মহাপরিচালকের মূল্যায়ন ও আহ্বানেও তা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তার সাফল্য অভূতপূর্ব। এখন এ অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই স্মরণীয় মুহূর্তটি আমাদের সবার। আজ আমাদের সবাইকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সকল কার্যক্রম সম্পাদনের আহ্বান সংবলিত পতাকা তুলে ধরতে হবে, বলতে হবে শিক্ষার গুণগত মানের কথা এবং পৌঁছাতে হবে তাদের কাছে যাদের কাছে এতদিন পৌঁছানো যায়নি। জীবনে ও সমাজের জন্য মঙ্গলকর কোনো কিছু করার হাতিয়ার বা কৌশল প্রত্যেক বালক ও বালিকা, নারী ও পুরুষের রয়েছে। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের তাঁরাই পরম আশ্রয় ও অবলম্বন।

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী,

ভাষা আন্দোলনে আমাদের দুজন শহীদের নামেই দুজন তরুণ কানাডা প্রবাসী জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব আবদুস সালাম-সহ যাঁরা প্রথম এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এখানে উল্লেখ করছি যে, জনাব রফিকুল ইসলাম অল্প বয়সে গতবছর পরলোক গমন করেছেন। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। রফিকুল ইসলাম ও জনাব আব্দুস সালামসহ যাঁরা প্রথম এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ভূমিকা আমাদের জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিস্থিতিতে সেই সময়ের এবং আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্বরিত সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে UNESCO সাধারণ সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে বিশ্বসমাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—যা আমাদের জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করলো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এর যাত্রা শুরু

www.pathagar.com

করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সরকার, অর্থাৎ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার, কোন কাজ করেনি। আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর এ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন* প্রণীত হয়েছে। নতুন জনবল ও অর্থ অনুমোদনের পর পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। এখানে বাংলা ও বাংলাদেশের অন্যান্য ভাষা এবং দুনিয়ার সকল ভাষার গবেষণা ও চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইনস্টিটিউট এর ভাষা জাদুঘর রয়েছে, নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি সম্পাদনে নিয়োজিত হয়েছে। এ জাতীয় উদ্যোগ এ দেশে এর আগে হয়নি। এর মাধ্যমে আমাদের ভাষিক পরিস্থিতি ও নৃ-গোষ্ঠীয় পরিস্থিতির প্রকৃত বাস্তবতা আমরা জানতে পারবো। আমাদের সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সংলগ্ন করার যে-কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নে এ কর্মসূচি সহায়ক হবে।

ইনস্টিটিউট এর অবকাঠামো নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজও শুরু হয়েছে। আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা সত্ত্বেও নির্মাণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মেরুকরণ ও সংকীর্ণতার কারণে কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। কিন্তু এখন এ কাজ দ্রুতই সম্পন্ন হচ্ছে এবং দ্রুতই শেষ হবে।

সুধীবৃন্দ,

একুশের অন্তর্নিহিত চেতনায় রয়েছে আরও দুটি মহৎ উপাদান, তা হলো—গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা। বাঙালির জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার সংগ্রাম সব সময়ই অবিচ্ছেদ্য। এর তাৎপর্যও বিশ্বজনীন।

সুধীমণ্ডলী,

বাহান্নর মাতৃভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাহান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত যে লক্ষ্য, আদর্শ ও চেতনা আমাদের জাতির সকল সংগ্রামকে সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর করেছে, আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে তা বাস্তবায়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি ও পশ্চাদপদতার অবসান ঘটিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল বাংলাদেশ, তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আধুনিক ডিজিটাল

www.pathagar.com

বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করে তা প্রয়োগের জন্য দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে একুশের মূল্যবোধ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাংলাদেশ তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সুমহান সংগ্রামে আমাদের সফল হতেই হবে। তা হলেই আমাদের সকল শহীদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আমরা আনন্দিত যে, দেশবাসী শিক্ষাক্ষেত্রে এ সকল অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতির ইতিবাচক উচ্চ মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। আমাদের আরো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিরাট সাফল্য অর্জন করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে আমাদের যেতে হবে বহুদূর। আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তিদক্ষতা দিয়ে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সমগ্র দেশবাসীর সমর্থনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ৬ বছর ধরে—একুশের চেতনা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এক নতুন সম্ভাবনার দেশ—তথা দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত, উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম আধুনিক, ডিজিটাল এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষে বিশ্বমানের শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি-দক্ষতা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশ প্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সময়ে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের জঙ্গীবাদী সহযোগী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে বাংলাদেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। জঙ্গীরা পেট্রোল বোমা মেরে আমাদের মানুষকে হত্যা করছে। দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার জন্য অমানবিক হিংস্র পথ গ্রহণ করেছে। এর ফলে আমাদের শিক্ষাকে এবং নতুন প্রজন্মকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। লেখাপড়া , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাশ করা, ভর্তি, বই বিতরণ করা, পরীক্ষা সবই ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা জাতিকে বর্বর

www.pathagar.com

অন্ধকার যুগে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের ১৫ লক্ষ SSC পরীক্ষার্থী এখনই তাদের এই অমানবিক হিংস্রতার স্বিকার। ইতিপূর্বে PSC, JSC, JDC, বর্তমানে SSC, দাখিল, সামনে HSC, আলিম এবং সকল পর্যায়ের পরীক্ষা হিংস্রতার ফলে বাধা-গ্রস্ত হচ্ছে। দেশবাসীকে এই হিংস্র দানবদের রুখে দাঁড়াতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের পরীক্ষার্থী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ছেলেমেয়েদের জীবন ও নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তা বিবেচনায় রেখে যেন আমরা কৌশলে অগ্রসর হই। আমরা তাঁর নির্দেশ মতই এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আপনাদের এবং সকল দেশবাসীর সাহায্য চাই—আমাদের ভবিষ্যৎ ও ভবিষৎ-বংশধরদের রক্ষা এবং সামনে এগিয়ে চলার জন্য।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারির মূল মর্মবাণীই হচ্ছে আমাদের মাথা উঁচু করে সামনে চলা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সে পথেই এগিয়ে চলেছি। বহু বাধা অতিক্রম করে আমরা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছি। ভবিষ্যতেও সকল বাধা ও ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করে আমাদের জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে চলতে হবে। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একুশের এবং একাত্তরের চেতনায় আমরা এগিয়ে যাব, এবার আমাদের শহীদদের স্বপ্ন সফল করতেই হবে।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছে, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আজকের এ আয়োজন সফল করতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার উপস্থিতি আমাদের সকল সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান ও আয়োজনকে সার্থক করে তুলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সমগ্র শিক্ষা-পরিবার এবং আপনার হাতে গড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জয় হোক একুশের চেতনার।

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫

www.pathagar.com

Bangladesh : A long way to go for achieving the goal of education

Once, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman successfully led the nation to the harbor of freedom, at the cost of three million martyrs. He felt the necessity of golden citizens to build a golden Bengal. He wanted to have done away with poverty, illiteracy, backwardness, sectarianism and corruption to have a dignified, prosperous and happy Bangladesh. But his dream and spirit of liberation is yet to come true.

Now an enormous endeavour is afoot under the dynamic leadership of the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina to free the country from poverty and make it prosperous. Efforts are also going on for achieving the goal she set – digital Bangladesh by 2021 and prosperous Bangladesh by 2041. No amount of obstruction from any evil force will be able to derail us from these targets. Sheikh Hasina, the leader of the masses, and the people will be successful; but they will have to read a long and thorny way.

As a member of the education family and as an active member of acomplishing the goal in education sector, here on this special publication of the Daily Sun to mark its 4th anniversary, I take to spotlight our education system. On this auspicious occasion, I am also availing myself of the opportunity of conveying my heartiest felicitations and congratulation to all those who made this newspaper a success. And I hope the Daily Sun will continue its support for the betterment of education sector.

www.pathagar.com

The Awami League led Grand Alliance swept to power in January 2009 after a landslide victory in the general elections of December 2008. The people's mandate also went in AL's favour in January 5 elections of 2014 as it has been doing a commendable job in freeing the country from the morass of poverty, illiteracy, corruption and backwardness. As a result an unprecedented change and development is evident in the country's horizon.

The country has already achieved food-autarky and success in power generation and made considerable progress in infrastructure development. A fundamental change in health sector has brought about a remarkable reduction in child and maternal mortality rate and also increased the average life expectancy. A qualitative and quantitative change is also obvious in economic and social development. When even the developed economies were mired in global financial meltdown, Bangladesh achieved considerable growth in GDP–thanks to the right steps and policy support from the government of Sheikh Hasina. In 2009 our per capita income was USD 684, but in 2014 it shot up to USD 1190. Reserve of foreign currency escalated from 3 billion to 20 billion. Prevalence of poverty has come down by more than a half. And people's living standard has changed for the better.

Various development activities such as anti-poverty programmes, employment generation and social development movement are taking place in rural life. Information technology is easily available even to the common people which paved the way for building modern Bangladesh.

The overall development activities and reforms will take Bangladesh forward. The main objective is to make Bangladesh a mid-level economy by 2021 and developed economy by 2041. To that end the entire nation will have to work together. The spirit and goal of the Liberation War did not end once the country was liberated; the subsequent struggle for building a modern Bangladesh, a country that would ensure equal rights for all, freeing people from the clutch of poverty and corruption, and ensuring prosperous life for the people, is the ultimate goal of the Liberation War. No doubt, it is a tough task and we must keep up our struggle to get it done. We have to *forge* ahead to that goal building awareness and unity among all citizens. It requires

www.pathagar.com

prudent leadership which will be organised, skilled, strict to the principle, astute in tackling obstacles, and most importantly capable of unifying and inspiring the people with honesty, integrity and sacrifice.

But most importantly, in order to build such a new Bangladesh with fundamental change we have to create an advance force, who will be the creator of modern Bangladesh and its future leader. But who will be that force? They are our new generation; those who are the student of school, madrasha, college and university, or many of those who are being deprived of a formal education. In a word, our new generation will be the *advance* force in our pursuit of building modern Bangladesh.

Now, the real question is – how will we shape this new generation? The answer is easy and known to all. All of us will have to say, we have to educate them. But we must bear in mind that we will not be able to shape our new generation as the builders of modern Bangladesh with this existing traditional education system. Therefore, we are for a fundamental and radical change in our education system. Having a new education system in place is the prime and foremost duty before us.

In that direction, the government and Education Ministry formed 'National Education Policy 2010' in the light of opinions from people of all walks of life: teacher, academic, intellectual, professional, businessman, farmer, labourer, journalist, spiritual and religious leader and the then opposition leader. And we are implementing the policy after due discussion and approval in national parliament. It is not a policy of any particular party, rather a national 'Education Policy', and we are thankful that we received no opposition, except cooperation. It is the first ever education policy in our country that is being implemented. It consists of farsighted goals, many of which have already been implemented and the rest are under implementation. It is a continuous process.

As I mentioned earlier, we cannot prepare our new generation as the builders of modern Bangladesh with this existing education system. So what kind of education do we want? We want time befitting world class education, technology, knowledge and skill for our new generation. At the same time we want our *youngsters* to be complete human beings imbued with morality, gratitude towards people, honesty,

www.pathagar.com

integrity and patriotism. It is them who will make our dream nation come true.

We are carrying out wide range of activities to achieve that goal. Consider the followings as some examples. By now have we managed to enrol more than 99 percent children in schools. Though the drop out rate decreased to a great extent, we are now up to the challenge of bringing cent percent children under education. We have created a student friendly environment in schools across the country to encourage children to go to school, to prevent them from dropping out and to provide quality education. We have been providing text books free from class I to class X on the first day of academic year since 2010. Similarly, this year too, we handed over as many as 31 crore 16 lakh books across the country. This is unprecedented in the world.

We are providing stipends to 40 percent of the students (30% female, 10% male) of poor families. A total of 78 lakh students in primary level and 42 lakh in secondary level are getting this stipend. Besides, we have started providing financial support to students by forming 'Prime Minister's Education Assistance Trust Fund'. Last year we provided stipend to 1.33 lakh female students from that fund. This year we will extend this support to male students too. Public certificate examinations after class V and VIII have made students more attentive. They are becoming more and more self-confident.

The Millennium Development Goal calls for equalizing the ratio of male and female students in secondary level by 2015, but we achieved that milestone in 2012. A feat no other developing countries could achieve.

Old text books were revised to make them time befitting and the books of new curriculum have been distributed for the last two years. Creative method has been introduced in the curriculum to render quality education. As a result students are now learning better. We have been training teachers to ensure that students are taught in line with the new method and to achieve equal academic standard in all educational institutions.

Technology has made a great inroad in classrooms. Now 20,500 institutions have multimedia classrooms. Another three thousand institutions will get this facility very soon. One teacher from every

www.pathagar.com

school has been trained so that they can prepare digital content. They have also been provided with laptop, modem and projector. And the digital contents prepared in every school are being uploaded in a central portal named *Shikkhok Batayon* (www.teachers.gov.bd). As a result now teachers can teach students choosing the best contents from the portal.

We have brought about an order in academic schedule by fixing the dates of starting class, holding examination, result publication and admission. Earlier SSC examination used to take place in March, April or in May. And then HSC examination would hold after several more months. Results would come out after 3-4 months. Thus we used to lose a whole year without our knowledge. But now SSC examination starts on February 1 and HSC on April 1. Once the examinations end results are published within sixty days. New class stats in schools on January 1 and in colleges on July 1. There has been no change in these fixed schedules since we set it.

In the National Education Policy 2010 we put highest importance on turning youngsters into human resource in quickest possible time. Driven by that goal, we have been paying sharp focus on technical and vocational education. Earlier this academic discipline was ignored. Only one percent of total students used to go for technical education when we assumed office in 2009, but now the number of students in this field increased seven fold. We have charted national strategy paper to achieve gender equality in technical and vocational education and training activities. The quota for female students in institutions under Technical Board has been increased from 10% to 20%. We have set up three new women technical institutes in Rajshahi, Chittagong and Khulna. Besides, procedures are under way to set up three more women technical institutes in Barishal, Sylhet and Rangpur.

In a word, we are working to train up 20% of our total students in technical education by 2020, and 30% by 2030. Thus we can turn our massive population into human resource.

We are making various efforts in the higher education field to make it more up to date. In the last few years the number of students receiving higher education has shot up from 11 lakh to 26 lakh. Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP), which is being

www.pathagar.com

implemented with the assistance of World Bank, has triggered a wide range of activities to ensure quality education and research. Now we have a total of 36 public universities, 5 more are in the pipeline. Determined efforts are being made to turn the universities into hub of knowledge and research, and centre of excellence.

Private University Act 2010 is being implemented to ensure that the universities provide quality education, and have academic atmosphere, infrastructure, permanent campus and required fulltime teachers. Earlier a majority of the private universities were driven by profits only. We are compelling them to fall in line. Now nearly all of the 79 private universities, except 10-12, have fulfilled the conditions or trying to do so. The rest are stuck in legal limbo. We cannot let go off these only for profit and remain devoid of minimum standard institutions.

Education system in Madrasha has been developed with the inclusion of modern text curriculum. Salary structures and position of Madrasha teachers are now at par with the teachers of schools and colleges. All modern education facilities have been incorporated in 35 model Madrashas, and honours course has been introduced in 31 of them. As many as 1,000 Madrasah buildings have been constructed. An Islamic Arabic University has been set up fulfilling a 93 year old demand of Alems. Technical and vocational education has been introduced in 160 and 100 Madrashas respectively. A Madrasha teachers' training institute and a separate Division have been set up.

Moreover, construction works are underway to build infrastructures, academic building mainly, in 5,540 secondary schools, 1,130 Madrashas, 1,500 colleges and 70 post graduate colleges.

Corruption is a major problem. In fact it is an uphill task to wipe out corruption in a matter of days when this malice runs deep and wide in the society. We have been fighting corruption in education ministry since the beginning. One year after we assumed office, TIB in a report said, corruption prevalence decreased to a half, from 29% to 15%, in education ministry. This year a global report on corruption in education sector says, the world's average corruption rate in this sector is 17%, but in Bangladesh it is 12%.

www.pathagar.com

Our resource is very limited. In hindsight, the budgetary allocation in education looks massive, but in reality, we are incapable of meeting the bare minimum necessities of four crore students. Therefore, it is imperative to increase public and private investment in this sector. But the investment must not be a trap of making money in the name of providing education. Benevolent and philanthropist investors have to come forward for the sake of education and building nation.

Today education means knowledge and skill. And knowledge and skill that cannot be put in use in real life necessities is meaningless. Therefore we are striving hard to embolden our new generation with real life skills and knowledge.

By all accounts, local and international, our education sector has made a great stride. Now the biggest challenge incumbent upon us is to achieve qualitative change in education and enforce it in all academic institutions. For that we need skilled and dedicated teachers. So far we have trained about 10 lakh teacher in different capacities and terms.

Besides, all of us involved in education sector should always try to acquire new skills and translate them into action. We have to accomplish our task in time. All have to be accountable, including minister, for their actions. Our resource is limited, so our efforts must be redoubled.

We should not let complacency set in, for we have a long way to go and many more great things to do. In this long audacious journey of preparing a new generation with both academic and practical knowledge, we seek cooperation from all.

The Sun, 30.10.2014.

www.pathagar.com

Thirty-sixth Session of UNESCO General Conference

Madam President,
Madam Chair of the Executive Board
Madam Director General
Excellencies,
Distinguished delegates and guests

Ladies and Gentlemen,

Let me begin, Madam President, by congratulating you on your election as the President of the 36th Session of the UNESCO General Conference. I also express my deep appreciation for your predecessor H. E. Mr. Davidson. L. Hepburn. And I would like to express our full confidence on the dynamic and visionary leadership of Ms. Irina Bukuba, the Director-General of UNESCO.

Madam President,

I come from a country which is ranked 93rd in the world in terms of its area but ranked 8th in the world in terms of population. We are a nation of more than150 million people!

In terms of per capita carbon emission our rank is at the bouom of the list of the countries in the world. But we are one of the few most vulnerable countries when you consider the adverse impact of climate change.

www.pathagar.com

Madam President,

Bangladesh is highly committed to UNESCO's ideals and visions and deeply appreciates UNECSO's mission to promote a culture of peace and sustainable development. We earnestly believe that under the strong leadership of three capable women—the President of the General Conference, Chair of the Executive Board and the Director General—UNESCO would soon become a more effective and more visible 'platform for soft power' and would breathe new life into the ideal of culture of peace.

Madam President,

We are very happy to note that the UNESCO's Africa focus has produced significant results. Africa focus will put new feathers in UNESCO's cap. Madam President, we think there are countries in South Asia, in Central Asia, in South Pacific as well as in Latin America which are becoming vulnerable to emerging new challenges. May be more of UNESCO activities should be there to bolster their struggle against these emerging challenges.

Madam President,

Our present Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared 'Vision 2021' for Bangladesh. A vision to become a knowledge-based ICT oriented middle income country, by 2021, where poverty will be drastically reduced, the citizens will be able to meet every basic need and development will be on fast track, with ever-increasing rates of growth. All our development efforts now aim at achieving this vision.

We identified education as the sine qua non for ensuring sustainable development. But ensuring education for a huge young population like ours is a gigantic task. The enrollment in our primary level schools is 19 million. Around 11 million students are there at secondary and higher secondary levels and more than 1.5 million students study in pre and post graduate levels.

Yet our interventions in the education sector have started to show results. The rates of access and retention in both primary and secondary

www.pathagar.com

education have increased. Gender parity has not only been achieved but also being retained among students both at the primary and secondary levels of education. 57% of our primary and 30% of our secondary level school teachers are now females. The qualitative improvement in the performance of the students is also visible.

Madam President,

The future of the globe is in the hand of the young people. But millions of them across Asia, Africa and Latin America are remaining illiterate or lack the right kind of knowledge and skill to face the future world. We must make them literate and equip them with the modern, scientific and technical skill that would usher them into a challenging yet promising future. At the same time we must inculcate the values of humanity, democracy and peace in them.

I would like to call upon UNESCO to stand beside Bangladesh and other countries like ours, to take up the role of a mentor and come up with a more focused and cutting edge technical assistance and support our effort to create a literate and enlightened environment for responding to the 21st century challenges.

Madam President,

Bangladesh recognizes cultural and linguistic diversity as the building blocks for a culture of peace. We are a nation that shed blood to protect its mother tongue. In recognition of this glorious sacrifice of our language martyrs UNESCO declared 21st February as International Mother Language Day. With a view to working towards protection and promotion of the endangered languages we set up our International Mother Language Institute.

Madam President,

May be a big cloud is looming large in the horizon. But let us look for the silver lining.

Let UNESCO become a platform to work shoulder to shoulder to find new, appropriate and updated solutions to all emerging and diversified problems.

www.pathagar.com

Madam President.

I am an incurable optimist and I would like to conclude by quoting from a famous poem of the greatest poet of our Bangla language and the poet of our national anthem Rabindranath Tagore.

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।

'Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth ...
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake'.

Thank you all for your patient hearing.

Paris, 28 October, 2011.

www.pathagar.com

UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development – Learning Today for a Sustainable future

His Highness the Crown Prince of Japan Naruhito,
Her Highness the Crown Princess of Japan Masako,
Her Royal Highness the Princess of Morocco Lalla Hasana
Madam Director-General of the UNESCO Ms Irina Bokova
Hon'ble Ministers
Distinguished Representatives and Delegates
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

A very good morning to you all.

It is indeed a great pleasure and honour for me to attend the 'UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development—Learning Today for a Sustainable Future' in this beautiful city, Nagoya. Bangladesh being one of the proud members of Girls' Education First Initiative (GEED) champion countries, I am very happy to share some of our thoughts and achievements in ESD with this distinguished audience.

I would like to take this opportunity to convey my sincere thanks and deep appreciation to Her Excellency, Madam Irina Bokova, the Director-General of UNESCO and the Japan government, for the

www.pathagar.com

excellent arrangements made for the conference and the warm hospitality provided to our delegation. I am confident that the Conference will achieve its goal under the able and dynamic leadership of the UNESCO, its Director-General and the leaders struggling world over.

Mr. Chairman,

Education for Sustainable Development (ESD) is of critical importance for the world community, particularly for the developing countries and LDCs. ESD is the use of education as a tool to achieve sustainability. It allows every human being to acquire the knowledge, skills, attitudes and values necessary to shape a sustainable future. It also enables students to relate what they learn in the classroom to their real life actions and thus contributes to changing their behaviour and life style towards a better future.

ESD is also empowering people to take actions that contribute towards sustainable outcomes. It encourages people to work towards a better future. As per the policy briefing of Network of Education Policy Centers (NEPC), we need to incorporate some vital elements in the curriculum in order to realize sustainable education. A few of these are:

- **ESD** should become one of the fundamental principles of curriculum;
- The ESD-relevant themes missing in the curricula should be introduced into the knowledge content of the compulsory education in both framework curriculum and subject curriculum, and;
- Teacher Training for ESD Competences should be introduced at in-service and pre-service level.

Ladies and Gentlemen,

The government of Bangladesh led by Prime Minister Sheikh Hasina, upon assuming its office in 2009, adopted 'Vision 2021' to turn Bangladesh into a middle income, technology based and poverty free country by 2021. The education sector has been given topmost priority. In line with the vision of the government, we formulated a National Education Policy (NEP) in 2010, which was lauded by people from all strata of the country. The NEP, at present, provides for free and

www.pathagar.com

compulsory education for all up to class V and we have plans to increase it up to class VIII. The government provides stipends to 40% students at primary and secondary level. We also started giving stipend to 133 thousand girl students last year at higher secondary and tertiary level. This year the male students will also receive their share.

We have achieved a number of MDGs in education well ahead of time. Our target is to bring every child to school. We achieved almost 99% enrollment in primary school.

It is indeed a great pleasure that we already achieved gender parity at primary and secondary level by the end of 2012—three years ahead of the stipulated time. However, our main challenge still remains the drop outs.

Ladies and Gentlemen,

In our primary education sector, we have reserved 60% quota for female teachers. At present, the percentage of female teachers in primary level is 58.2, which is an encouraging scenario. We expect to increase it to 60% soon.

We have taken some very 'innovative' and 'inclusive' programs in primary and secondary levels to reduce drop-outs and increase the quality of education. One such unique program is the free distribution of textbooks to students from class I - IX. We started this journey in 2010 by distributing 191 million books among 17.6 million students and we'll be distributing 326 million books among 44.3 million students on January 01, the very first day of 2015. We are creating research opportunity for improving the quality of higher education, setting up of new public and private universities for enhancing higher education opportunities in the country. Our another sector of priority is —technical and vocational education for promoting skill development.

Mr. Chairman,

The government of Bangladesh has also taken a number of initiatives to implement ESD in the country. I would like to share some of the best practices that have been set nationally to ensure ESD in Bangladesh:

- Various social, economic and environmental issues e.g. ecology, man biosphere, environment, climate change, global warming, cultural diversity, tolerance, peaceful co-existence etc. have been

www.pathagar.com

incorporated in the curriculum of primary and secondary education.

- In non-formal adult education, technical and vocational education and in the curriculum of teachers training institutions ESD issues have also been incorporated.
- Besides, some public and private universities have separate departments for sustainable development, peace and human rights.

As for sustainable development, we have devised a National Sustainable Development Strategy (NSDS) including identification of priority areas for sustainable development. These priority areas include, disaster risk reduction, climate change, good governance and gender issues.

As I have mentioned earlier, we have formulated 'National Education Policy 2010' and through its implementation, we will be able to:

- Reduce socio-economic disparities;
- Create unhindered and equal opportunities of education for all;
- Enhance tolerance for different ideologies that will contribute to the development of a democratic culture and help develop a life-oriented, realistic and positive outlook.

The government has also enacted a National ICT Policy in 2009 with the aim and objective of building a 'knowledge based society' and to become a middle-income country by 2021.

Ladies and Gentlemen,

The government has taken initiatives to upgrade and modernize the national curriculum for the purpose of Education for Sustainable Development under the supervision of National Curriculum and Textbook Board (NCTB) to meet the requirements of ESD. Some of the elements incorporated in the new curriculum are:

- inclusion of ICT and career Education as new subjects; and introduction of Bangladesh and Global Studies instead of conventional Social Science.
- inclusion of issues like climate change, reproductive health and autism.
- Inclusion of 'Ethnic Language and Culture' as elective subject.
- Promoting use of technology in classroom teaching.

www.pathagar.com

- Emphasizing on moral learning in all subjects including religious studies, emphasis on patriotism and national integrity based on the ideals of Language Movement, the Liberation War, and secularism.
- Emphasizing life-oriented and pragmatic education.
- Creating human resources compatible for local contexts.
- Removing discriminations in terms of gender, religion, race, ethnicity, profession and financial status through uniform education.
- Developing human resources in line with the demand of globalization.
- Introducing formative assessment to identify learners' weak areas and taking remedial measures accordingly.

Ladies and Gentlemen,

Learning of Education for Sustainable Development goes beyond the classroom. The students learn from their families, peers, workplaces, the media, social forums and networks and the environment. There are many other influences in the society that also help to shape the ways we think, feel and act. In ESD, it is essential to learn informally other than learning in a formal institution.

We are facing huge challenges in implementing ESD. The challenges are of a diverse nature that include, awareness problem to resources constraints to technical and financial supports. We need great efforts from all stakeholders, including national, regional and international stakeholders for the success of our efforts in ESD. We believe that the international community particularly our development partners will come forward with their help and assistance to complement the initiatives of the national governments in this regard.

Let us build a better future together for our next generation.

Ladies and Gentlemen,

Before I conclude, let me once again thank H. L. Madam Irina Bokova, the Director-General, UNESCO and the government of Japan for holding this important conference on ESD.

I thank you all for your patient hearing.

Japan, Date: 10-12 November, 2014.

www.pathagar.com

A Struggle for Going Forward and TIB's Report

I welcome TIB's efforts to criticize, find errors and comment on our activities, But these should be based on true, substantive, informative and real evidence. Otherwise, it will create confusion among the general people, teachers, students and all others concerned. I never protest any criticism which has really good intention even if it is wrong. Rather I ponder over the issue and try to understand it. I always try to be careful so that my positive attempts are not misunderstood by anyone.

On June 30, 2014, TIB came up with a 'research report' on private universities. The report was prepared and subsequently reported in mass media in a manner that unjustifiably criticises, attacks and undermines the Ministry of Education (MoE), the UGC and private universities.

The report explicitly says that approval of a new university, appointment of a VC, Pro-VC or Treasurer and execution of any work involved with the UGC are subjects to bribery – amounting to maximum Tk. 3 crore. Interestingly, although the amount paid at different levels is mentioned in the report there is no data about who takes bribe, where bribing takes place and when it happens. I do not have any grievance against TIB. On several occasions, I have openly expressed my admiration for many of their officials.

www.pathagar.com

It has been said that TIB researched for two years to prepare the report. Surprisingly, they did not feel it necessary to communicate or exchange views or verify the information with MoE and the UGC who are their main targets. Even no indication is given as to whether they had discussed things with the authorities of the private universities. On July 3, one of the researchers of the TIB research team participated in a talk show and I got the opportunity to talk to him over phone. In the three-minute long conversation, I started with appreciation for TIB's comment and criticism about our activities and said the opinions or criticisms should be true, meaningful and informative. In that talk show the researcher, in reply to a question by Golam Rahman a professor and a research scholar of Dhaka University, claimed that they had sent a copy of the report to MoE on the very day of its publication. But this is totally false. In fact, some one dropped the copy of the report at the secretariat gate on July 7 at around 12.45 pm and it reached us through the reception section of the ministry. How can we consider the report to be true when the reseacher can openly lie about a simple matter of sending the report to MoE? In that very talk show, Mr. Golam Rahman proved that the TIB report was totally unacceptable as a research work.

On July 6, in a meeting held at MoE where VCs and chairmen of Trustee Boards of all the universities were present. Chairman of the Trustee Boards Professor Dr. Emajuddin Ahmed, former VC of Dhaka University said: "The TIB report is a product of inexperienced and unskilled researchers. It cannot be termed as research report. "All speakers including Dr. Farashuddin Ahmed said that the report was "prepared with a predetermined intention of degrading MoE, UGC and private universities."

When an entrepreneur plans to establish a new university, he has to submit an application fulfilling all the necessary terms and conditions of the Private University Act 2010. The UGC then investigates the application and prepares a feasibility report on it. Based on the report, MoE sends it to the prime minister for approval. The Trustee Board proposes three names against each of the posts for the VC, Pro-VC and treasurer. The MoE, as an attached department of the Chancellor, prepares a summary of the proposal and sends it to the honourable president for approval via honourable Prime Minister. Then we send

www.pathagar.com

the letter of approval with final decisions given by the chancellor to the university concerned.

It is obvious that the TIB research group, being ignorant of the fact, has submitted a groundless and fabricated report on the basis of some newspaper documents. It was prepared without following any methodology. It is written in the report that they collected information from "some sources." They did not even mention identities of those so-called sources. The report mentioned that there are 93 private universities in Dhaka city. This is a clear distortion of the reality.

There was a time when about 2.5 lakh students of our country would go to neighboring countries for higher studies due to lack of adequate seats in public universities. But now they do not need to go abroad because similar opportunities of higher education have been developed in our country at a comparatively lower cost. It is not only widening scope for higher studies but also saving a huge amount of foreign currency. In addition, students from nearby countries including Bhutan, Nepal, Sri Lanka, the Maldives, India, Turkey and so on are coming to Bangladesh for higher studies.

According to the statistics of 2012, the number of students in private universities was 3,14,640 among whom 1,642 were foreign nationals. The numbers of foreign students admitted in private universities are 122, 63, 72 and 17 in the years 2011, 2012, 2013 and 2014, respectively.

Regretably, TIB's unsubstantiated report will naturally create an image in the outside world that Bangladesh has not yet been able to set up a world class university. As a result, foreign students will lose interest in pursuing higher studies in our country. On the other hand, our local students will be compelled again to go to foreign countries for higher studies expending valuable foreign currency.

Recently, our ambassador to a foreign country, whose students are pursuing education in Bangladesh, informed me that guardians of 21 students of that country expressed their deep concern over the findings of TIB report. They are wondering whether their children should continue education in Bangladesh. This is the outcome of the TIB report and it goes against our national interest. Who will take responsibility for this? It is a matter of regret that some people being

www.pathagar.com

apathetic to the uninterrupted success and progress of the country amid all sorts of impediments try to portray a terrible image of the country by presenting their so-called 'research.' They are trying to push the country towards destruction. We and our countrymen expect them to refrain from this type of activity.

In a meeting at the MoE on July 6, authorities of 79 private universities gave an open declaration in writing that they did not pay any money at any phase. After all these, it is incomprehensible why Mr. Iftekharuzzaman, Executive Director of TIB, relies on the baseless and prejudiced report of the researchers.

We expect him to reconsider the matter and take an objective position. The UGC works transparently in accordance with the given rules. I declared on the very first day of joining the education ministry that we had to wage a struggle for building a transparent, efficient, dynamic and corruption-free education administration that will ensure good governance in the education sector. The struggle is going on and will continue in the future.

MoE has been fighting for five and half years to reduce corruption to zero level. The situation has improved a lot but not to our full satisfaction, MoE is not an island. It is naturally prone to existing social disease. But doesn't our relentless struggle have any meaning? We have mounted pressure on private universities along with all the institutions, officers, staffs, teachers and other concerned persons to prevent corruption and irregularities. Many people have faced punishment for corruption and irregularities. Multiple initiatives are being undertaken to provide regular training to increase awareness, and enhance skills and sense of responsibility.

In Bangladesh, private university started its journey in 1992 in line with a law. This law was amended in 1998. Before 2009, there were 56 private universities operating in Bangladesh. Though there was a provision of fulfilling certain conditions, including building own campus within five years, only 3 universities implemented such provisions in 15 years. The rest continued their business in rented flats, shopping centers and garment factories, let alone establishing their own campus. Basically, they were profiteering from selling certificates in

www.pathagar.com

the capital. They also operated outer campuses in different parts of the country.

After we came to power in 2009, under the leadership of Sheikh Hasina, we insisted that private universities should abide by government provisions. We organised at least 20 meeting with them and managed to formulate the Private University Act 2010, which was approved by the parliament in 2010. Despite initial reluctance shown by some universities we managed to bring all the private universities on board to implement the Act. Still, 15 private universities kept indulging in irregularities like opening unauthorized branches, profiteering, corruption, internal conflicts and violating conditions of the Act. The MoE and UGC reached joint decisions and took measures against them. But they are still functioning by the means of `Stay Order` issued from the High Court. As their cases are under trial we cannot take punitive measures against them. However, in consultation with the attorney general, we are trying to resolve these cases.

We have a mixed bag of successes and lapses. Despite limited resources, shortage of skilled manpower and various impediments, we are moving forward. We expect cooperation and suggestion from all. We will cordially entertain any criticism that would improve our work.

Some 28 universities among 79 have now started to operate on purchased land. Four universities have started limited activities on their own lands with partial construction works. Some 12 universities are building campuses on their lands, and 11 more are likely to establish campuses on acquired lands. We congratulate those who have already fulfilled those conditions and also thank those who have completed partial or preliminary works.

When we compare the present status of private universities with that of 2009, we find a sharp difference. It is obviously due to our continuous efforts for the last five and half years and the cooperation received from the university authorities. Private universities have now come out of chaos and anomalies and become a prospective sector of higher education. More support is needed to develop it and ensure quality education. We still have many challenges before us, like irregularities, failures, narrow interest and profiteering attitude of some institutions. We are also facing the challenges of ensuring quality

www.pathagar.com

education, maintaining global standard and achieving progress in all the areas of education. In this struggle, we are moving ahead judiciously.

We have already prepared the draft law to strengthen the UGC further and submitted it to the ministerial meeting for consideration. We have also finalized a draft policy to establish the Accreditation Council that will monitor, fix rating and ensure overall development of private universities. We do not want to discriminate between public and private universities.

Now, there are twice as many private universities as public universities. They account for 61% of university students. We request their authorities to abide by the laws, rules and regulations, and to sincerely consider the reality of Bangladesh and find ways so that children from ordinary families can get more opportunities through less tuition and admission fees.

We want to build our new generation as skilled manpower who will be capable of competing globally and meeting the challenges of modern times. In this great endeavor, we seek support from all quarters. If we make mistakes, remind us of the correct way forward. This is our humble appeal to our countrymen.

The Daily Star, 17 August 2014.

www.pathagar.com

9th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2014)

Mr. Chairman
Distinguished Participants,
Ladies & Gentlemen,

It gives me great pleasure and honor to be a part of this auspicious occasion of the 9th International Forum on Strategic Technology (IFOST-2014) organized by Chittagong University of Engineering & Technology (CUET). I welcome you all distinguished participants, guests and specially the delegates from abroad in this beautiful Cox's Bazar. It is really significant that about 90 experienced and renowned Educationalist, Scientists, Professors, Researchers and young Scientists and researchers from abroad are participating in the conference. I hope their stay in Bangladesh will be fruitful and enjoyable.

I am impressed by the comprehensive range of issues that the conference will cover. I truly believe that IFOST-2014 promises to be a technical programme addressing the critical problems and needs of our country as well as the whole world and the application of latest technological advancements for solving the problems in flair of less complexity.

It is really encouraging the Conference has secured the active participation of some of the most esteemed researchers in industry, the public sector and in academia as well. As evident from the programme,

www.pathagar.com

this conference will provide an avenue for collaboration and fusion between researchers in academia, the business community and the public sector as well. It bariced that the conference will prove its significance as a platform for creating and discovering knowledge and eventually it will pave the way towards strengthening the platform for researchers, scientists, engineers, and practitioners throughout the world. Their latest findings and innovations in relevant fields will surely make the way of solving national as well as international problems easier and smoother. Moreover, it will certainly make an opportunity to the researchers for knowledge sharing and build a framework for joint research collaborations within the research communities. I believe that this event would promote greater corporation among the young researchers of the world through networking of the individuals and practitioners engaged in the respective area.

There is no way to deny that our dependability on technology has become very acute. We are today evolving in a new, competitive and highly dynamic era. It is now an urgent need to modernize all sectors to make harmony with the fast advancement of the world. This fact encouraged the Government of Bangladesh to channel much effort into strengthening the researches support in this sector. Ministry of Education of Bangladesh is working relentlessly to make the vision of Digital Bangladesh true and a success through providing value based education and strengthening technological progress. The country is going forward in full swing by the effective utilization of latest technology for positive change in society and for balanced socio-economic up-liftment. I think the conference opens up door towards our students and researchers to become acquainted with recent researches and share their views with the world.

The main objeative of our education is to make our new generation as builder of modern digital Bangladesh. We want to prepare them with moral standard education, science, knowledge, technology and also with high moral values and patriotism. We have great achievements in education. 99% enrolment, equality of girls and boys up to secondary level achieved by 2012.

www.pathagar.com

The main target of our nation lead by the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is to eliminate proverty, illeteracy and build up a developed country by phases: 2021 and 2041.

We are preparing the new generation for achieving our targets. Modern Advance Technology is the main tool, and it is our first priority in education and activities.

The theme of today's conference is "Advanced Technology: Recent Trends and Their Implications". We know that researches and developments pave the way to building a technologically developed country and world as well as to progress in changing the quality of life. This conference will surely make effective ways for the major developments being implemented in technological sectors in Bangladesh as well as the world.

I thank to the CUET for hosting this conference. I believe this will provide an opportunity for participants across the world to exchange and develop ideas. It will give entrance to the broad area of world research in the relevant field. I shall, therefore, appeal to all of you to enjoy the program and take maximum advantage. I hope more conference will be organized in near future to enhance the prospects of this field. I hope that CUET will be able to keep their continued commitment and effort to enhancing the profound and positive impact of technology on the future world by ensuring the highest levels of excellence in teaching, research and innovations as well.

I wish this conference the fullest success in generating new enthusiasm and momentum in new technology oriented research.

Thank you all for your patient attention.

www.pathagar.com

Second SAARC Education Minister Meeting, New Delhi

Madam Chair, Hon'ble Minister of Human Resource Dev. Republic of India, Madam Smriti Jebin Irani.
Hon'ble Ministers for Education from SAARC member states,
H.E. the Secretary General of SAARC
Secretaries and Senior government officials,
Distinguished delegates,
Ladies and Gentlemen,

A very good morning to you all.

It is a great pleasure and honour for me to attend this important meeting of SAARC Ministers of Education in this historic city of New Delhi. On behalf of my delegation, I would like to convey my deep appreciation to the government of India for the excellent arrangements made for the meeting and for the warm reception and generous hospitality extended to us. Let me congratulate you Madam Chair on your unanimous election as the Chair. I am confident that under your dynamic leadership the meeting will reach a successful outcome generating greater cooperation in the area of Education.

The second meeting of the SAARC Education Ministers is taking place after an interval of almost five years. I consider myself fortunate as I am the only member here who attended the First meeting in

www.pathagar.com

Colombo in 2009. I believe that this meeting provides us with an effective platform to work together, share experiences, enhance cooperation, open up new opportunities and promote closer and friendly relations.

Madam Chair,

Education plays an important role in ensuring sustainable development as well as promoting peace and tolerance in the society. It also significantly contributes towards poverty alleviation and women empowerment. Considering the importance of education in sustainable socio-economic development, the government of Bangladesh has placed high importance to the strengthening of the education sector. Now, please allow me to give an overview of our education policies as well as recent achievements in the education sector.

The government of Bangladesh led by Prime Minister Sheikh Hasina, upon assuming its office in 2009, adopted 'Vision 2021' to turn Bangladesh into a middle income, technology based and poverty free country by 2021. *The education sector has been given topmost priority.* In line with the vision of the government, we formulated a National Education Policy (NEP) in 2010, which was lauded by people from all strata of the country. The NEP provides for free and compulsory education for all up to class V. The aim is to increase the basic education level to class VIII, which will be free and compulsory by next few years.

The main aim of our education policy is to prepare our new generation as architects of a modern Bangladesh, which the traditional education system cannot fulfill. We have brought basic changes in the total education system with a view to providing the new generation with world standard education; equip them with the latest knowledge and skills and also to ingrain in them high moral values and patriotism.

We are committed to achieve the goals of DAKAR declaration on Education for All (EFA) and designed our strategies and programs for an 'inclusive' education accordingly. Our target is to bring every child to school. We have already achieved almost 99% enrollment in primary school and gender parity at primary and secondary level in 2012, three

www.pathagar.com

years ahead of stipulated time. However, drop-outs still remain as our main challenges in achieving 100% enrolment.

We have taken some very 'innovative' and 'inclusive' programs in primary and secondary levels to reduce drop-outs and increase the quality of education. One unique program is the free distribution of textbooks. We are distributing free textbooks to students from class 1 to 10 on 1st January every year. From 2010 to 2014, we distributed about 1230 million textbooks among 165 million students. We expect to distribute another 330 million books among 44.4 million students on 1st January 2015. All primary and secondary level students are now getting textbooks free of cost on the very 1st day of the academic year. We also provide stipends and other incentives such as tuition fee, registration/form fill up fee for SSC & HSC examination to the 40% poor students of Primary and Secondary level. We have extended the stipend scheme up to graduation level for girls. Special programmes have been taken for physically and mentally challenged students to ensure all opportunities. In backward areas we are going to give midday meal with the support of local community.

We have developed a new national curriculum for primary and secondary level to ensure quality of education. Our new curriculum has been designed to match the demands of job market as well as to achieve global standard. We have introduced multimedia classrooms in 23,300 schools, madrashas and colleges. Use of ICT in school is being increased gradually. We have already introduced electronic registration system for secondary and higher secondary students to make the registration process easier. Results of almost all public examinations are being published through web hosting, SMS and e-mail. Admission procedures of public universities are being done online since 2010-11 academic session. Electronic version of the textbooks has been made available in the website of National Curriculum and Textbook Board.

Priority is given to technical and vocational education to prepare our new generation with required skills. TVET system is being reformed to turn the young generation into a productive & skilled workforce for local and overseas job market. National Skills Development policy 2011 has been adopted and a National Skill Development Council (NSDC) has been established for coordination

www.pathagar.com

among skill development agencies. National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) has been approved and an initiative to set up a technical school in each Upazila (sub-district) has also been taken. A project has already been started for establishing 100 technical schools in the 1st phase. As a result of these initiatives, number of students in TVET has increased from less than 1% of the students in 2009 to 8% in 2013 and our target is to achieve 20% by 2020 and 30% by 2030.

Higher education is of critical importance in building a modern and self-reliant country. Realizing the fact, the government has placed high importance on higher education. However, our biggest challenges in achieving this goal remain as lack of qualified teachers and the financial constraints. In order to promote higher education, we have established many new universities and higher educational institutions throughout the country. At present, we have 117 universities in Bangladesh, out of which 37 are public and the rest 80 are private. We have also set up a number of Technical Universities to foster science and technology education at the tertiary level and have a plan to establish one technical university in each district.

The government is also fully conscious of the need for quality in education. In order to enhance the quality of higher education, the government has taken a Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP) to improve learning and research at the tertiary level. Despite all these initiatives, our tertiary educations still faces many deep-rooted and intertwined challenges, the critical one being the lack of resources. Because of non-availability of required fund, we are unable to fund sufficiently in research, labs, equipment, books and journals, and infrastructure maintenance for improvement of teaching, learning and research.

Madam Chair,

Bangladesh is deeply committed to the SAARC Process and believes in collective efforts. We strongly believe that we can achieve a lot by working together. In this context, I recommended holding of the Ministerial meeting on a regular basis, in order to address the evolving challenges in Education sector. I am convinced that there is a lot of

www.pathagar.com

scopes for cooperation in the area of education such as sharing of knowledge and experiences, teachers, training cooperation and networking between the universities, sharing of research results, online materials, free access to e-libraries etc.

Bangladesh has been offering SAARC Chair, fellowships and scholarships to the teachers/students of the SAARC Members States for the last several years, which is likely to be expanded further in future. We would like to see the reciprocity of such offers from the other Members State.

We are happy at the steady progress of the South Asian University towards its set goal of becoming a unique educational institute in the world. We hope that the university will be able to move to its new campus rather sooner than later. In this connection, we would like to express our desire to have a regional campus of the South Asian University (SAU) in Bangladesh as enshrined in the relevant instruments of the University.

Madam Chair,

We are standing at a crossroad of our civilization. Therefore, our collective efforts should be directed to build a developed, pragmatic, poverty free and knowledge based region, free from the curse of hunger and illiteracy. I believe, we would only reach their hand-in-hand.

New Delhi. Date: 31 October, 2014

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

নুরুল ইসলাম নাহিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৪৫ সালে ৫ই জুলাই সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাই স্কুল, সিলেট এমসি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন।

তাঁর রয়েছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি সকল মহলে প্রশংসিত। ষাটের দশকের ছাত্র-আন্দোলনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে কয়জন আজও রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় অবদান রাখছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি তিনি অন্যতম। তিনি মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং তাদের জন্য সংগ্রামকে প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আজও সেই কঠিন ব্রত নিয়ে আছেন জনগণের সঙ্গে, তাদেরই একজন হিসেবে।

এমসি কলেজে ছাত্রাবস্থায় ষাটের দশকের সূচনালগ্নে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামী জীবনের সূচনা হয়েছিল। সিলেটে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের প্রথম মিছিল ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং সক্রিয় কর্মী ও সংগঠকদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন। পরবর্তীকালে জাতীয় পর্যায়ে ষাটের দশকের সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, শিক্ষার দাবি ও অধিকার অর্জন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ ওই সময়ের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এবং সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। ষাটের দশকের প্রথম থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তৎকালীন গৌরবোজ্জ্বল ছাত্র-আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র-আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষ স্নেহ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকালে একজন সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা এবং তৎকালীন অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ যৌথ গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী-সমর্থকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় তিনি দিল্লিতে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে সফল হন। ন্যাপ-সিপিবির সঙ্গে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। এ তিন সংগঠনের যৌথ নেতৃত্বের পক্ষে ভারত সরকারের নিকট থেকে এই বাহিনীর জন্য ট্রেনিং, অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য আদায় করা এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন।

৬ই মে, ১৯৭১ দিল্লিতে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে গণহত্যা ও প্রতিরোধ সংগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সেখানে প্রায় সকল দেশের প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য দুনিয়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের কোনো নেতার এটাই ছিল এ ধরনের প্রথম সংবাদ সম্মেলন, যেখানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। এ সংবাদ সম্মেলন সারা দুনিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও সার্বিক পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে ১০ই মে, ১৯৭১ আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (IUS) এবং বিশ্ব যুব ফেডারেশনসহ (WFDY) বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক ছাত্র ও যুব সংগঠন এবং সকল দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানিয়ে তিনি চিঠি প্রেরণ করেন। তারপর সারা বিশ্বের ছাত্র-যুব সংগঠনগুলো দ্রুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন এর সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে সারা দেশে 'ছাত্র ব্রিগেড' গঠন করে সর্বক্ষেত্রে গঠনমূলক সৃজনশীল বহু কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল। তাঁদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। সে বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ৯-১১ই এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এত বড় আকারের বৈচিত্র্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সম্মেলন। স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সকল সদস্য, বিদেশের রাষ্ট্রদূত, সমাজের সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিবসহ বিশ্বের ১৯টি ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রধান অতিথি এবং নুরুল ইসলাম নাহিদ ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সকল ছাত্র সংগঠনকে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক আহ্বান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে তাঁর নিজ সংগঠন বিলুপ্ত করতেও প্রস্তুত আছেন বলে ঘোষণা দিয়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন— স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা এখনও সক্রিয়। তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে না পারলে জাতির জন্য মহাবিপদ নেমে আসতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন এবং লক্ষ্য পূরণ হবে না। বিশ্বের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বাধীনতা অর্জন করা খুবই কঠিন; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা ও তা জনগণের জন্য অর্থবহ করা অনেক বেশি কঠিন ও জটিল। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা তাদের পরাজয় কখনও মেনে নেবে না। সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমর্থন ও সহযোগিতায় তারা তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল পরিবর্তন করে নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর পথে জাতির সকল অর্জন ও বিজয়কে ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতির শত্রুদের পরাজিত করে প্রকৃত স্বাধীনতাকে জনগণের জন্য অর্থবহ করার কঠিন ও জটিল সংগ্রামের স্বার্থে ঐতিহাসিক ঐক্য অপরিহার্য। আমার এই ঐক্যের আহ্বানকে কেউ দুর্বলতা ভাববেন না, এটা আমাদের সংগঠনের দেশপ্রেমের তাগিদ থেকে উৎসারিত। (*দৈনিক সংবাদ*, ১০-০৪-১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধুর ওই সম্মেলনে (এবং অন্যান্য সময়েও) ছাত্র ইউনিয়ন এবং এ সংগঠনের সভাপতি নাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক সেলিমসহ নেতা-কর্মীদের ভূমিকাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করে তাঁর ভাষণে নাহিদের ঐক্যের বক্তব্যকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

১৯৭০ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তিনি তৎকালীন এই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদকও ছিলেন। এর পূর্বে তিনি সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং দু-বার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্কুল-জীবনেই তিনি ছাত্রসমাজের দাবিদাওয়া আদায়, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যার ফলে তিনি পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাইস্কুলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্কুল ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি সামরিক শাসনামলে বেআইনি ঘোষিত গোপন ছাত্র-আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। সিলেট এমসি কলেজ ছাত্র সংসদে তিনি পরপর দু-বার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৫৯ সালে যখন নবম শ্রেণির ছাত্র, তখন তিনি তাঁর নিজ গ্রাম কসবা শিশু-কিশোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিয়ানীবাজার সমাজকল্যাণ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। খেলাধুলা বিশেষ করে ভলিবল, সাঁতার, হাই জাম্প, লং জাম্প প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় তৎকালীন বৃহত্তর সিলেট জেলায় স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

যুবসমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৬ সালে গঠিত যুব সংগঠন 'বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি যুবসমাজের মধ্যে নতুন ধারায় কাজ, চেতনা ও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।

www.pathagar.com

নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাক-বাহিনীর দালাল খুনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত 'ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র সাত সদস্যবিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ওই আন্দোলন ও গণআদালত সংগঠিত করাসহ নব্বইয়ের দশকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার ঐতিহাসিক সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯৩ সালে ভারতে বাবরি মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তা প্রতিহত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য শেখ হাসিনাকে আহ্বায়ক করে দেশের সকল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শ্রমিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বদলীয় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়। তিনি সেই কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন।

১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠনের (সাংগঠনিক সম্পাদক) দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি পার্টির আদর্শগত শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি সিপিবির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বাস্তবতা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পার্টিকে রূপান্তরিত করা এবং জাতীয় ঐতিহ্য, দেশ ও সমাজের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে রূপান্তরিত ও সংস্কারের লক্ষ্যে পরিবর্তনের চেষ্টায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যসহ তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুণগত পরিবর্তন দেখা দিলে বাস্তবতার বিবেচনায় সেই প্রক্রিয়াতে পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মেহনতী মানুষের সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে তিনি জোটের লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কিছু সময় তিনি লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৮ সালে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সপ্তম জাতীয় সংসদে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, জাতীয় শিশু পরিষদ, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় প্রেস কাউন্সিল প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালনা বোর্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পরিচালনা পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি। তিনি ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সভাপতি। তিনি কাউন্সিল অব মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স

www.pathagar.com

অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী নায়েম-এর 'বোর্ড অব গভর্নার্স'-এর চেয়ারম্যান। তিনি এনটিআরসি-রও সভাপতি।

জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালে তাঁর নিজ এলাকা গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজারে সকল ক্ষেত্রে তিনি অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হন, সাধারণ জনগণের ভাষায়—'অতীতে পঞ্চাশ বছরেও এত উন্নয়ন হয়নি'। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি সিলেটে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি তাঁর নিজ এলাকা ও সিলেট বিভাগের সমস্যা ও দাবিদাওয়া তুলে ধরা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য জাতীয় সংসদে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, সব সময় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সংসদের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। জাতীয় সংসদে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকার মধ্য দিয়ে একজন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে সকল মহলের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, অর্ধ-শতাব্দী ধরে সিলেট বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়সহ শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট করণীয় ও দাবি তিনি জাতীয় সংসদে অব্যাহতভাবে তুলে ধরেন। সিলেটে শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের দুটি উপ-পরিচালকের দপ্তর স্থাপন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে চলে আসা 'দুই শিক্ষক পদের প্রাথমিক বিদ্যালয়' ব্যবস্থার অবসান করে চার শিক্ষকের জাতীয় সমপর্যায়ে উন্নীত করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন প্রভৃতি সার্বিক কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছেন।

আশির দশকে তাঁর লেখা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুটি বই প্রকাশ হয়েছে। এরপর *বাঙালি রুখে দাঁড়াও* (২০০৬), *বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লক্ষ্য ও সংগ্রাম* (২০০৭), *রাজনীতির সুস্থধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম* (২০০৯) এবং *শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ২০০৯ সালে* প্রকাশিত হয়েছে। ২০১০ সালে তাঁর লেখা *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও গণতন্ত্রের পথ পরিক্রমা* প্রকাশ হয়। তাঁর লেখা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বহু বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক কয়েক শ' নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। তিনি জাতীয় দৈনিক এবং বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য। মণি সিংহ-ফরহাদ স্মৃতি ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্টারের আজীবন সদস্য।

১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইউরোপে তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়ায় (বর্তমানে শ্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিশ্লাভায়) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের (International Union of Students—IUS) দশম কংগ্রেসে এ দেশের ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং IUS-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে এটাই ছিল একজন ছাত্রনেতার প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান।

বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে বিশ্বের ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সর্ববৃহৎ এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বাঙালি জাতির

www.pathagar.com

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সকলকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। তাঁরই উদ্যোগে সে সম্মেলনে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার ফলে পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের ছাত্র-যুবসমাজের সমর্থন লাভ সহজ হয়েছিল।

১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ, ঢাকা ফিরে আসার আগে পাকিস্তান সরকারকে ফাঁকি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোতে এক সপ্তাহ অবস্থান করে সেই সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ছাত্র-যুব সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি ও রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের যৌক্তিকতা ও বৈধতা এবং সমগ্র জাতির দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরে ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে তাঁদের সমর্থন ও সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। সিবিপির অনুরোধে এই ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এক সপ্তাহের কার্যক্রম ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাস পূর্বে এই তৎপরতা ছিল এক বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার এবং অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তিনি যুক্তরাজ্য, ইতালি, জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, লাত্ভিয়া ও লিথুনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, জাপান, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, কিউবা, সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, অস্ট্রেলিয়া, মালদ্বীপ, চীন ও ইরান প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন।

১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৩তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। ইউনেস্কো-এর ৩৪তম (২০০৯) ও ৩৫তম (২০১১) এবং ৩৬তম (২০১৩) সাধারণ অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতা বিশেষভাবে প্রশংসা ও সমর্থন অর্জন করেছিল। ২০০৯ সালে এবং পরবর্তী মেয়াদের জন্য আবারও বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ২০০৯-২০১৪ শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো সকল মহলের মতামত নিয়ে সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন, জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন (চলমান) সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য, শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করে বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জন এবং নৈতিক মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, সততা, নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এক মহাকর্মযজ্ঞ চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, ভর্তি নীতিমালা বাস্তবায়ন, যথাসময়ে ক্লাস শুরু, নির্দিষ্ট দিনে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, ৬০ দিনে ফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপক কার্যক্রম ও অভূতপূর্ব সফলতা সমগ্র জাতির কাছে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্বসমাজে পেয়েছে স্বীকৃতি ও মর্যাদা।

www.pathagar.com

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও তিনি একইসঙ্গে ২০০৯ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন এবং ২০১৩-২০১৪ সালে নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। এই সময়টি ছিল শিক্ষার জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং। বিরোধী দলের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং বছরের প্রথম দিনে সমগ্র দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষার্থীর হাতে ২৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৩৮টি পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এত সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক একই দিনে সকল শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার উদাহরণ দুনিয়ার কোনো দেশে নেই।

শিক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা ও অবদানের জন্য 'ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস' বিশ্ব সম্মেলনে ২০১২ সালে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীকে 'পরিবর্তনের অগ্রদূত' আখ্যায়িত করে 'World Education Congress Global Award for outstanding contribution to Education' পদকে ভূষিত করে।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সৎ ও সহজ-সরল জীবনযাপন বর্তমান সময়ে রাজনীতিতে এক ব্যতিক্রম হিসেবে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্ত্রী জোহরা জেসমিন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। দুই মেয়ে, নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নাজিয়া সামান্থা ইসলাম বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলা শিক্ষার পদযাত্রায় সহকর্মী শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, ১ জানুয়ারি ২০১৪

www.pathagar.com

১৯৭২ সালে ডাকসু ও বুয়েট ছাত্রসংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ছাত্রনেতৃবৃন্দকে নিয়ে তৎকালীন ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ (বঙ্গবন্ধুর ডানে চেক শার্ট পরা) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গণভবনে দেখা করেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ছাত্রসমাজের করণীয় বিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশনা দেন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মহীয়সী তিন নারী : ডান থেকে– জননেত্রী শেখ হাসিনা, বেগম সুফিয়া কামাল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সাথে একমঞ্চে শিক্ষামন্ত্রী (ডানে) ১৯৯২

www.pathagar.com

শিক্ষার বৃহৎ কর্মসূচী বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে একটি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী, ২০১২

www.pathagar.com

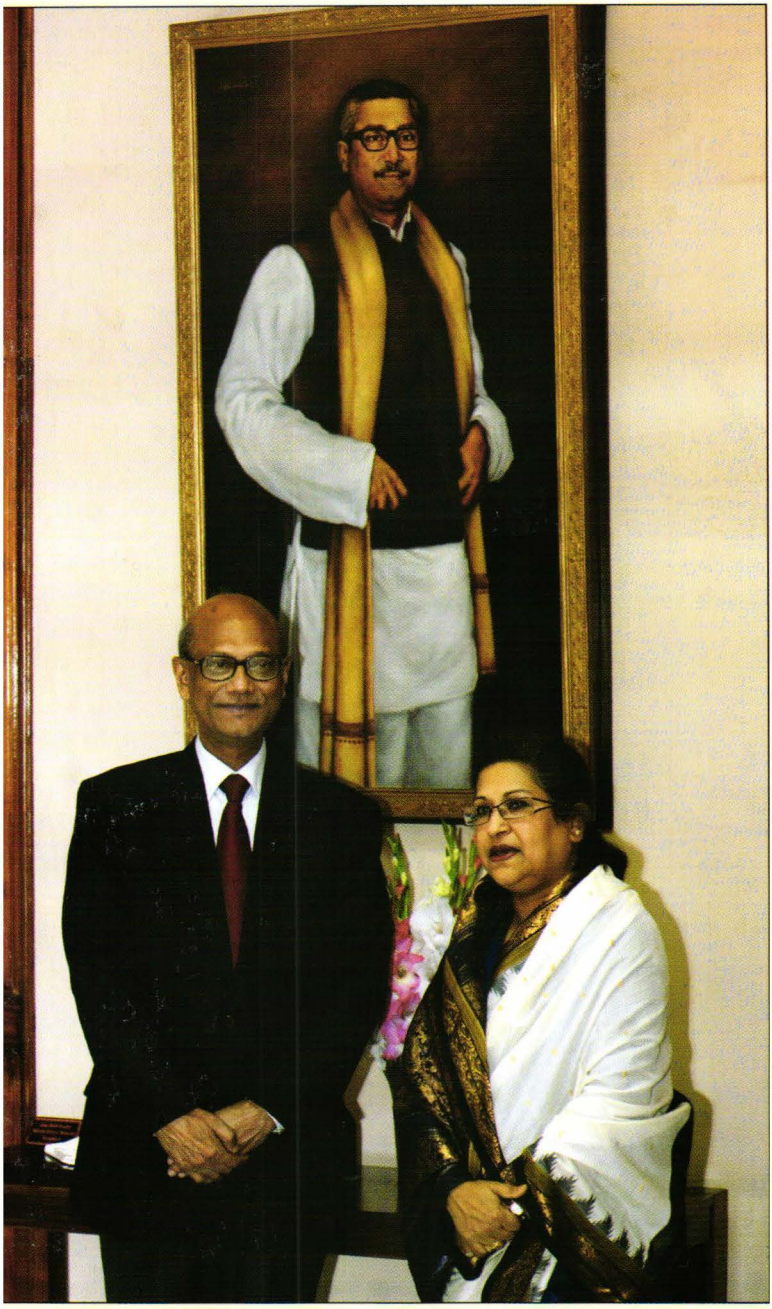

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার সাথে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ১ জানুয়ারি ২০১৫

www.pathagar.com

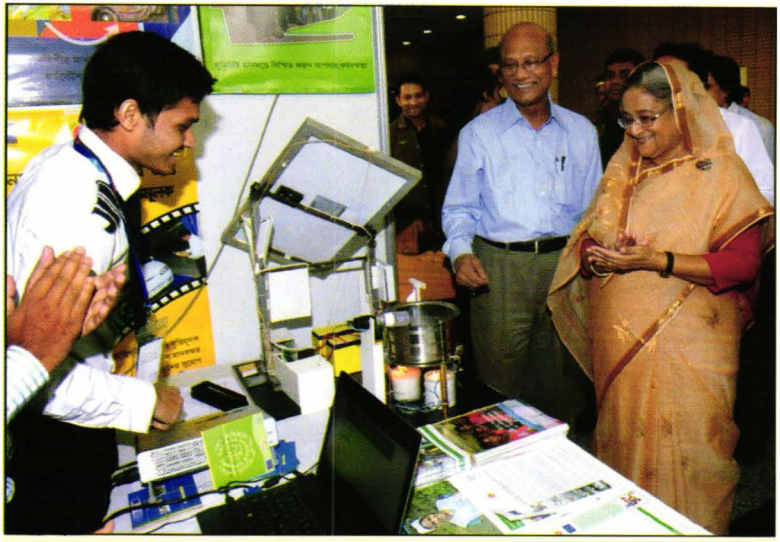

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪' উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থী-উপস্থাপিত স্টল পরিদর্শন করছেন

একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করছেন

www.pathagar.com

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে বছরের শুরুর দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে শিক্ষামন্ত্রী বিতরণের জন্য এক সেট পাঠ্যপুস্তক তুলে দিচ্ছেন, ২০১৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলোচনারত শিক্ষামন্ত্রী এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ্ ইরিনা বোকোভা, ২০১৪

www.pathagar.com

ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সস্ত্রীক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ২০১৩

www.pathagar.com

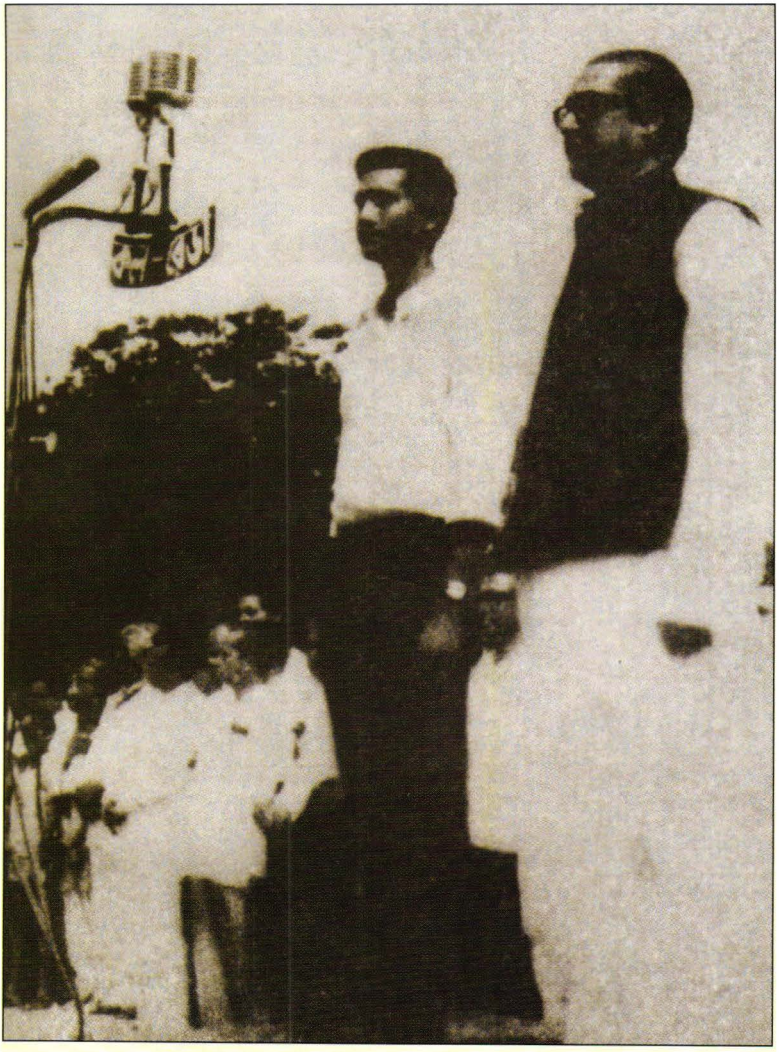

স্বাধীনতার পর ৯ এপ্রিল ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ

www.pathagar.com

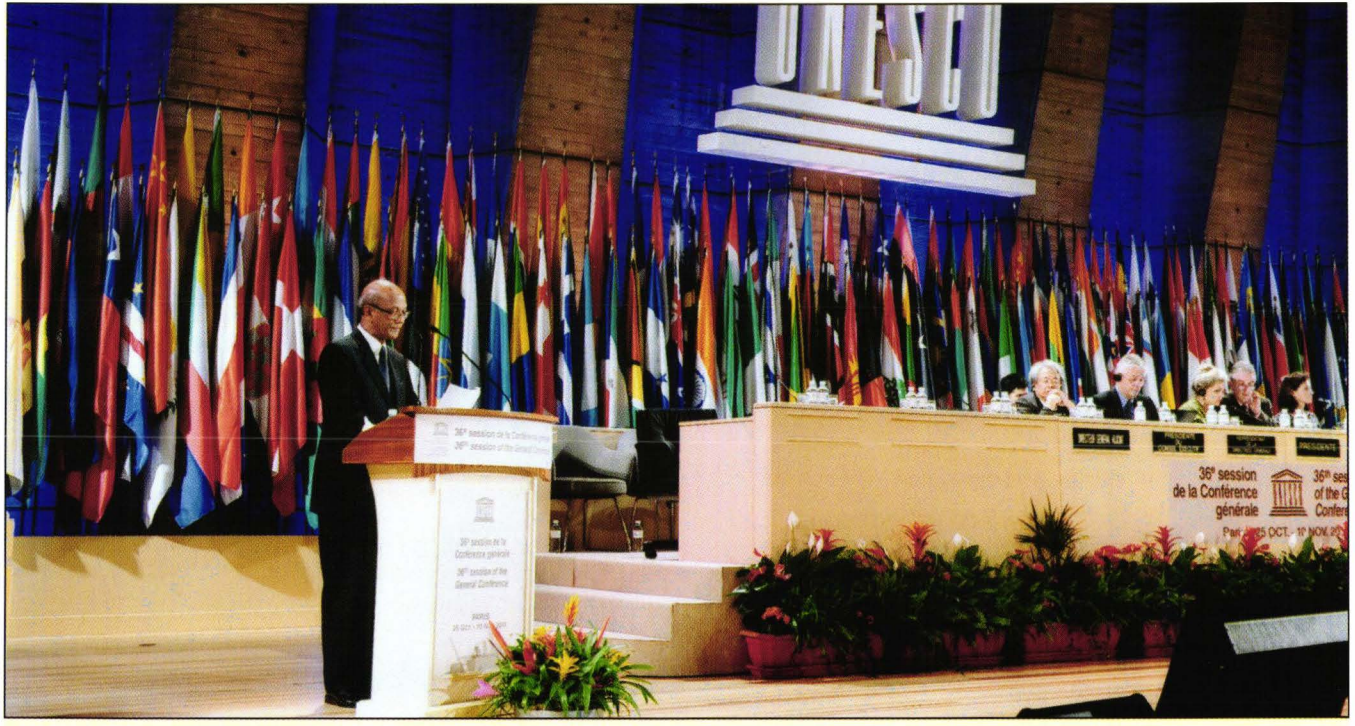

৩৬তম ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

www.pathagar.com

অস্ট্রেলিয়ার লিডার অব দ্য হাউস ও শিক্ষামন্ত্রী মি. ক্রিস্টোফার পাইনসহ সফরকারী কর্মকর্তাদের সাথে ফটোসেশনে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, ২০১৪

সার্ক শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনের এক পর্যায়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি জেবিন ইরাণী ও শিক্ষা সচিবের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে সভাপতির বক্তৃতা করছেন, ২০১৪

দেশের প্রবীণ, অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিক্ষাবিদগণের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৯

www.pathagar.com

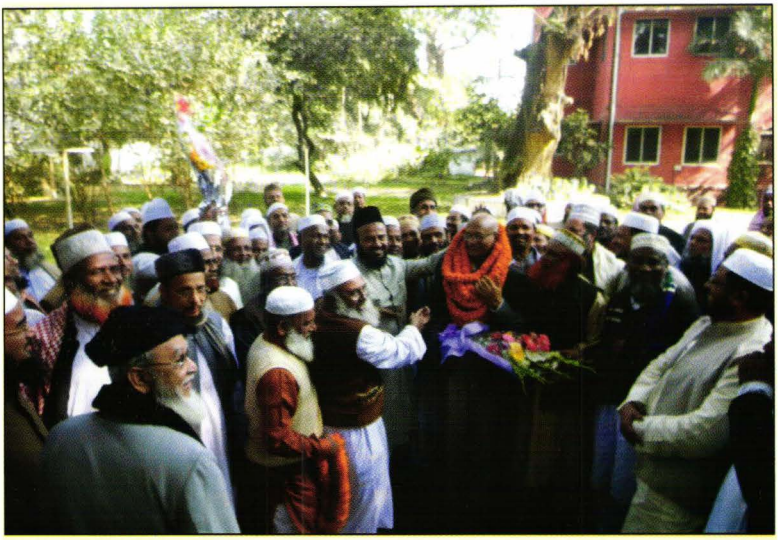

দেশের আলেম-ওলামা, মাশায়েকগণ 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বিল' জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার দিন শিক্ষামন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এসে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত করেন, ২০১৪

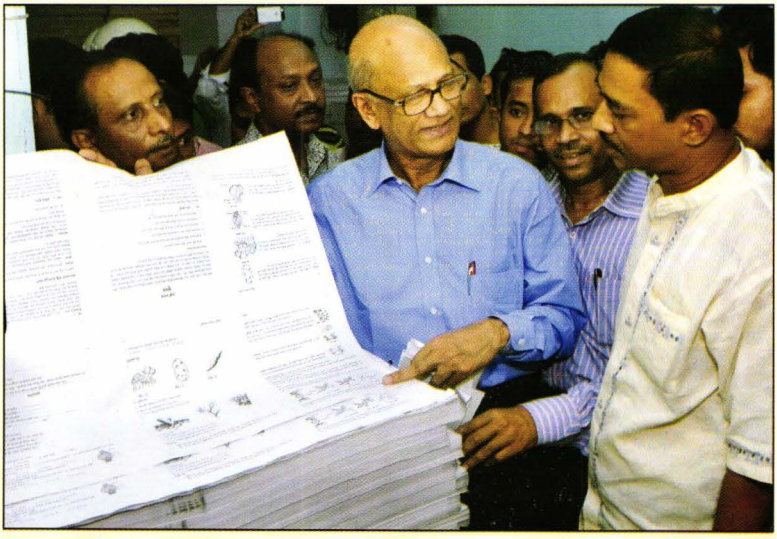

আকস্মিকভাবে একটি প্রেসে ঢুকে ছাপা চলাকালীন ছাপানো বইয়ের কাগজের মান ও ছাপার মান পর্যক্ষেণ করেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

www.pathagar.com

দেশের সব কটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের 'কলেজ নিয়ে আমার ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা শেষে সকল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সাথে শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

www.pathagar.com

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের ফটোসেশনে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

www.pathagar.com

পরিষদের সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমআইএসটি-এর গভর্নিং কাউন্সিলের সহ-সভাপতি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া, নৌ-বাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল এম ফরিদ হাবিব, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল মোহাম্মদ ইনামুল বারী এবং MIST-এর কমান্ডড্যান্ট মেজর জেনারেল মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকার ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু বেলাল মুহাম্মদ শফিউল হক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশন্যালস-এর উপাচার্য মেজর জেনারেল শেখ মামুন খালেদ সহ Council of MIST-এর সদস্যবৃন্দ, ২০১৩

www.pathagar.com

২০১৫ সালের শিক্ষার্থীদের জন্য মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়ার পর বই হাতে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের মাঝে হারিয়ে গেছেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

www.pathagar.com

একটি স্কুলে পরিদর্শনে গেলে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে হাত মেলানোর লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, ২০০৯

www.pathagar.com

দেশব্যাপী শুরু হয়েছে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা'। উপজেলা, জেলা, বিভাগ পেরিয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতা। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ১২ জনকে জাতীয় সেরা মেধাবী নির্বাচন করা হয়। এই ১২ জনের প্রত্যেককে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক লক্ষ টাকার চেক ও ক্রেস্ট তুলে দেন। ২০১৪ সালের বিজয়ী সেরা ১২ মেধাবীকে দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

প্রাণোচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রিয় শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

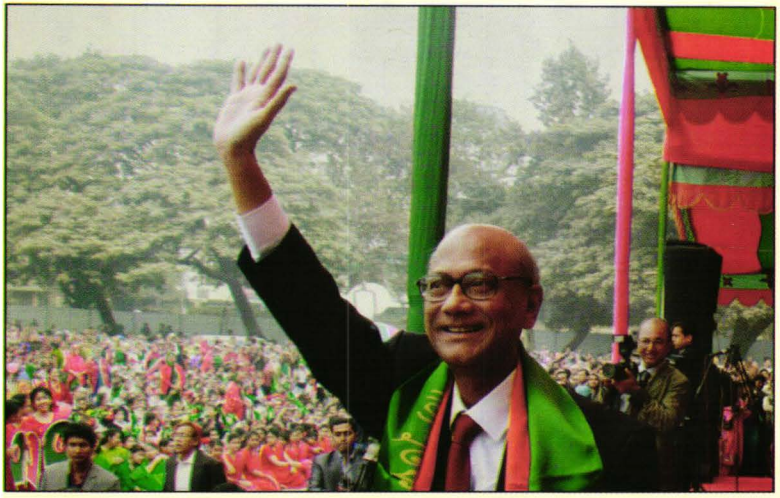

১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তক উৎসবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে আনন্দে উদ্বেলিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১ জানুয়ারি, ২০১৪ সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের একাংশ। শিক্ষামন্ত্রীর সাথে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবীর নানক, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামাল উদ্দিনসহ অনেককে দেখা যাচ্ছে

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৫-তে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে করমর্দন করছেন শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষার্থীপ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে, ২০১৫

www.pathagar.com

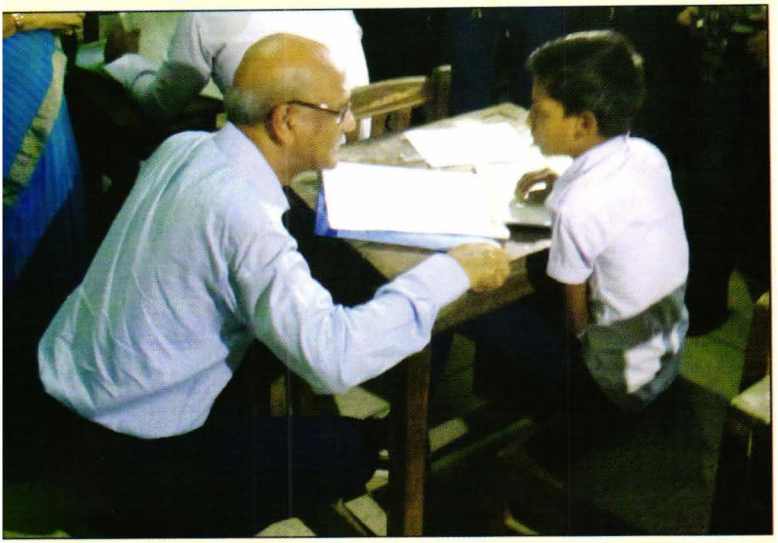

একজন খুদে জেএসসি পরীক্ষার্থীর খোঁজখবর নিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

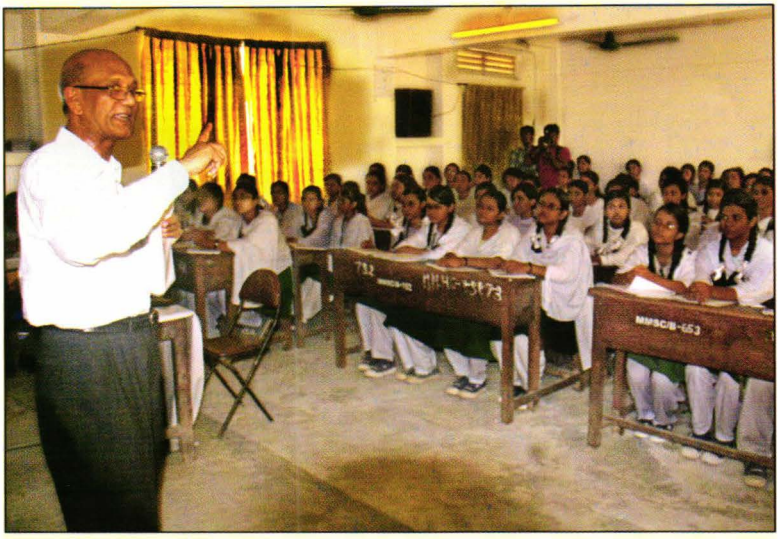

ঢাকায় একটি স্কুলের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৩

www.pathagar.com

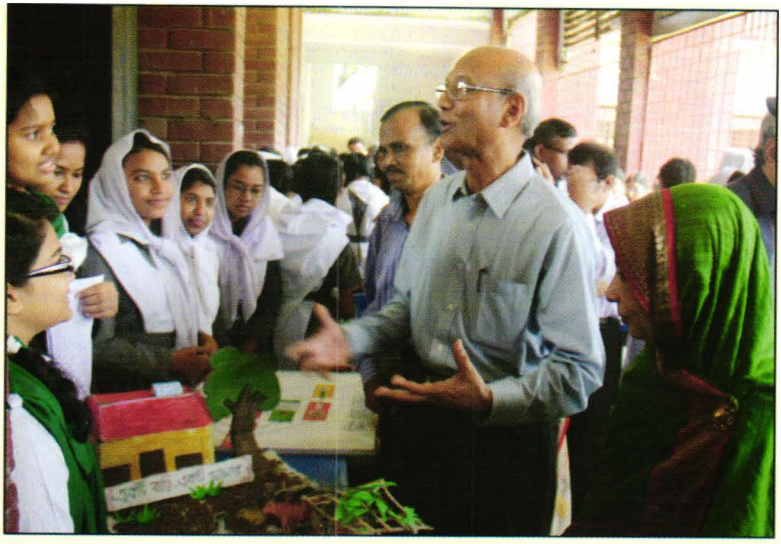

বার্ষিক বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১০

শিক্ষার অগ্রগতি : রাস্তার পাশে রিংয়ের মধ্যে দরিদ্র মায়ের ভাসমান সংসার। তারপরেও মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে ভুল হচ্ছে না, ২০১৪

www.pathagar.com

জাপানের রাজা ক্রাউন প্রিন্স Naruhito-র সাথে করমর্দনরত শিক্ষামন্ত্রী। বামপাশে Her Royal Princess of 'Morocco Lalla Hassana এবং UNESCO'র মহাপরিচালক Ms. Irina Bokova. 2014

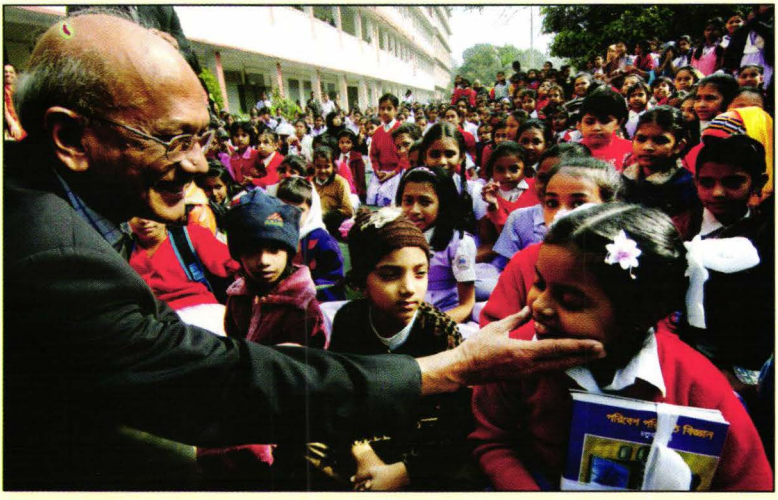

১ জানুয়ারি ২০১০ সালে প্রথম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ শুরু করা হয়। ঢাকাস্থ আজিমপুর গার্লস স্কুলে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবসে শিক্ষার্থীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়ে আদর করছেন শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত অসংখ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

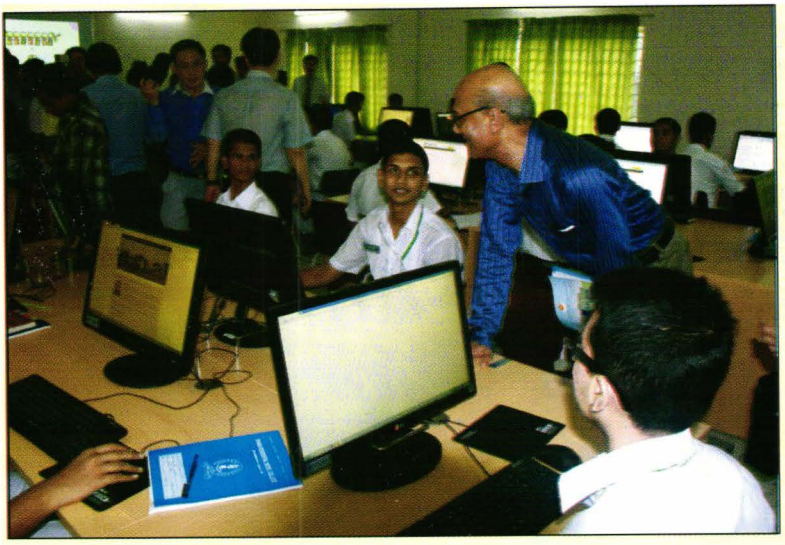

কম্পিউটার ক্লাস পরিদর্শন করছেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

শিক্ষার্থীদের সাথে একটি অনুষ্ঠানের পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী মতবিনিময় করছেন। এ সময় শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক, অতিরিক্ত সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব এ এস মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন, ২০১৪

www.pathagar.com

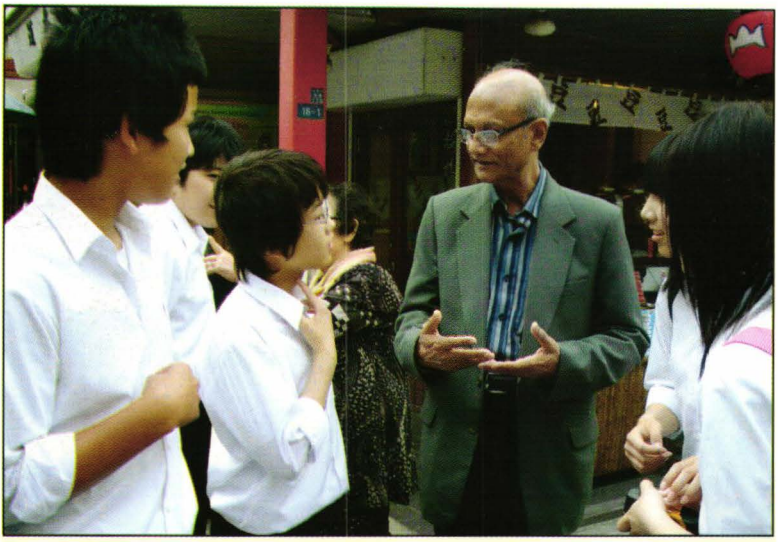

জাপানের একটি স্কুল পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন শিক্ষামন্ত্রী, ২০১০

কক্সবাজারে একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষামন্ত্রী, ২০১৪

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস ২০১২ পদক হাতে শিক্ষামন্ত্রী

www.pathagar.com

13th March, 2012

Mr. Nurul Islam Nahid
Minister of Education
Bangladesh

Dear Mr. Nurul Islam Nahid,

Greetings!

I am pleased to write to you about the 1st WORLD EDUCATION CONGRESS 2012 which is scheduled on 29th & 30th June, 2012 at Taj Lands End, Mumbai. The Congress brings several Global Personalities in Education and Academics under one roof. The Theme for the 1st WORLD EDUCATION CONGRESS **is "Learning in the 21st Century: Right and Access to Education"**

Ø **OVERVIEW**

The World Education Congress will be a rendezvous in which participants will discuss Evolving Trends in Education. The congress will examine modern as well as traditional knowledge system. The Congress will further explore how education can help develop mental, emotional and physical skills to help facilitate personal excellence as well as psychological and Socio – economic wellbeing, in the challenging times the world faces today. Besides networking opportunities, the conference offers unique in-depth approaches to understanding important academic issues that affect an Institution's viability in today's fast-paced business environment.

Ø **THE CONGRESS WILL FOCUS ON**

- To influence the evolving culture of education and educational pedagogy, with the objective of deep systemic change.
- To build on a vision and strategies for Higher Education Institutes.
- To Provide exposure to latest education tools, technologies and Solutions.
- To encourage collaboration and partnership among Institutions.

The WORLD EDUCATION CONGRESS 2012 is governed by Global Advisory Council which guides the strategic intent of the congress to its logical success. Your leadership and contribution to the field of Education is well known. The position that you occupy in the fraternity is strategic and iconic. As a thinker and doer you are a role model and a believer in change. I am pleased to write to you that the Jury and Council of Board members would like to confer **"AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO EDUCATION" to you.** The Award consist of a Trophy and a Citation. The aim of the Awards is to recognize the Best of Best, organized for a professional cause. The objective at core is benchmarking Educational practices. We will be also honored if you offer to **"SPEAK & Share Knowledge"**. This will be the privilege of several Professionals who would be happy to learn from you.

May I request to confirm your presence and graciously agree to accept the award in person. A line in confirmation will be highly appreciated.

Yours Sincerely,

Edward Smith
Chairman - Awards & Academic Committee

২০১২

www.pathagar.com

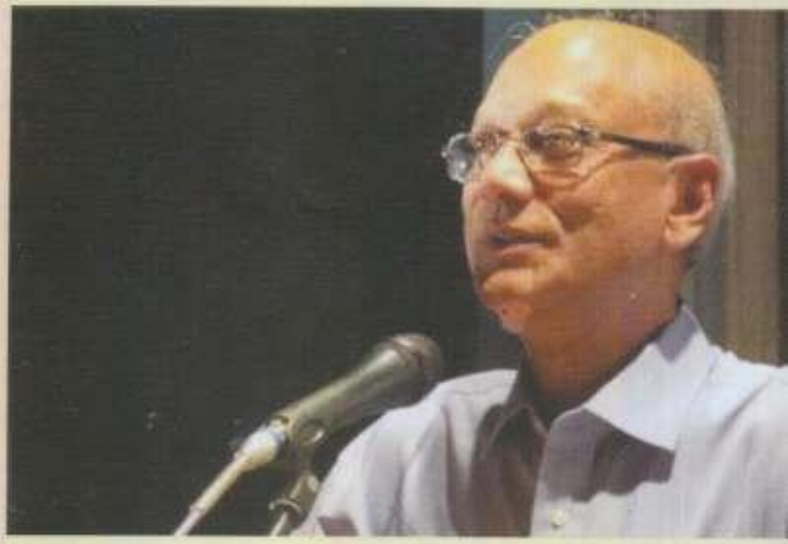

নুরুল ইসলাম নাহিদ একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সকল মহলে সমাদৃত। সুদীর্ঘ তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ষাটের দশকের ছাত্র-আন্দোলনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে কয়জন আজও রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় অবদান রাখছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে এখনও তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক।

নুরুল ইসলাম নাহিদ সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) আসন থেকে ১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০১৩ ও ২০১৪ সালে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। পর পর তিনি দু-বার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। এর পূর্বে অন্য কোনো সময়ে শিক্ষায় এত ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেনি। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে অসাধারণ সাফল্যের জন্য তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল খ্যাতি লাভ করেছেন।

জনাব নাহিদ একজন প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক। শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

www.pathagar.com

ISBN 978 984 598 150 7

www.pathagar.com